www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

কবরের প্রথম রাত

১ম ও ২য় খন্ড

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

প্রথম প্রকাশ
২০ ডিসেম্বর ২০০৩ইং
২য় প্রকাশ
১৭ রমজান ১ নভেম্বর ২০০৪ইং

নিরীক্ষণে
হাফেজ মাওলানা ওসমান গণি
শিক্ষক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া, চট্টগ্রাম।
সোয়াইব হোসেন (সাজ্জাদ)
শাহজাদা আবরার বিন শিহাব
ইমাম হোসাইন চিশ্তি

প্রচ্ছদ ডিজাইন ও অক্ষর বিন্যাস
মোহাম্মদ একরামুল হক
এম.এস.এন কম্পিউটার সিস্টেমস্
৭০ মুরাদপুর, চট্টগ্রাম। ফোন- ৬৫৭৯৩৩

মুদ্রণ
শব্দনীড়, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোনঃ ০১৮৯-৩৭৭১৪৬

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

হাদিয়া ২০০ (দুই শত) টাকা

প্রাপ্তি স্থানঃ

* তৈয়্যবিয়া লাইব্রেরী, মদিনা লাইব্রেরী, জামেয়া আহমদিয়া ছুন্নিয়া আলীয়া সংলগ্ন, ষোলশহর, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
* মুহাম্মদিয়া কুতুবখানা, রেজভী কুতুবখানা, ত্বোহা লাইব্রেরী, শাহ্ আমানত লাইব্রেরী, সায়েম বুক্স, আজিজিয়া কুতুবখানা, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
* শাহ্ আমানত লাইব্রেরী এণ্ড টেলিফোন, পূর্ব বাকলিয়া, খাজা লাইব্রেরী, আমান বাজার হাটহাজারী, মডার্ণ লাইব্রেরী, কলেজ রোড, আনোয়ারা, মোহছেন আউলিয়া লাইব্রেরী, মীম বুক্স, বটতলী, আনোয়ারা, আমির ভাণ্ডার দরবার পাবলিক লাইব্রেরী, হামিদিয়া লাইব্রেরী, চন্দনাইশ নিকটবর্তী অন্যান্য লাইব্রেরী থেকেও আপনার কপিটা সংগ্রহ করতে পারেন।

উৎসর্গ

সম্পাদকের শ্রদ্ধেয় বড় আব্বাজান
অলীয়ে কামেল- হযরতুল আল্লামা ছৈয়দ
আব্দুল হাদী আলক্বাদেরী শীতলপুরী (রহ.)
ও
নানাজান- অলীয়ে কামেল হযরতুল আল্লামা শাহ্ ছুফি
নুরুল হক আল কাদেরী (রহ.)
এর চরণে।

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ভূমিকা

اللهم صل على سيدنا مـولانا محـمـد واله واصحـابه وبارك وسـلم-

সকল প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য, দরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক নবীকূল সম্রাট বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম -এর উপর, তাঁর সমস্ত পরিবার-পরিজন ও সমস্ত সাহাবীদের উপর।

হামদ ও সালাতের পর আরজ গুজার যে, ২০০০ সালের প্রথম দিকে, যখন আমি কামিল হাদিসে পড়ছিলাম তখন বিশ্ব বরণ্য আলেমেদ্বীন, মুজাহিদে মিল্লাত ছদ্মনামে পরিচিত আল্লামা আলম ফক্বরীর "কবর কি পেহলি রাত" কিতাবটি আমার হস্তগত হয়। কিতাবটি পড়ে দেখলাম যে, সম্পূর্ণ কুরআন-হাদীসের উপর লিখিত কবর ও হাশরের বিস্তারিত আলোচনা তথা মানুষের ইহকালীন জীবন এবং পরকালীন জীবনের সুখ ও শান্তির আলোচনা। এক কথায় এতে ভাল ও খারাপ আমলকারীদের দুনিয়া ও আখেরাতের সুন্দর ও সারগর্ভ আলোচনা হয়েছে। যা পড়লে একজন মুসলমান সত্যিকার পেতে পারে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রবর্তিত সঠিক পথ; যে পথ ধরে মানুষ অবশ্যই দীর্ঘদিনের আকাঙ্খিত ফল জান্নাত পেতে পারে। এ আশা রেখে আমি কিতাবটি সর্বসাধারণের উপকারার্থে মাসিক 'তরজুমান'-এ অনুবাদ করতে থাকি। তরজুমান কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুরোধে এবং পাঠক সমাজের ঐকান্তিক চাহিদা ও অনুরোধের কারণে এটা ২০০৩ সালের ২০ ডিসেম্বর 'কবরের প্রথম রাত' (বর্তমানে ১ম খন্ড) নামে প্রকাশিত হয়। বইটি সকলের কাছে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ায় পুনঃ সংস্করণের কাজে হাত দিই। এছাড়া সমাজের কতগুলি বিষয়; যেমন- জানাযা ও কবরের অতীব গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা-মাসায়েল সম্বলিত 'কবরের ১ম রাত ২য় খণ্ড' (সংযোজন) নামে আরেকটি বই রচনা করি। এ ব্যাপারে মোহতরম ওস্তাদবৃন্দ আল্লামা মুফ্তি সৈয়দ ওছিয়র রহমান সাহেব, মুফ্তি আল্লামা আব্দুল ওয়াজেদ সাহেব, মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেজ সোলায়মান আনসারী সাহেব, মুফাসসির আল্লামা ক্বাজী সালেকুর রহমান সাহেব এবং হাফেজ মাওলানা ওসমানগণি সাহেবের সহযোগিতা এবং সকল ওস্তাদগণের উৎসাহ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। যান্ত্রিক ত্রুটি এবং অগোচরে কোন রকম ভুল থাকা অস্বাভাবিক নয়।

আল্লাহ্ যেন ইহাকে কবুল করেন। আমিন। বিহুরমাতি ছায়্যিদিল মুরছালিন।

আরজ

মাওলানা মুহাম্মদ আব্বাছ উদ্দিন আনোয়ারী
মোবাঃ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সম্পাদকের কথা

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানুষকে দুনিয়াতে প্রেরণ করার আগে "আলমে আরওয়াহে (রূহের জগতে)" প্রশ্ন করেছিলেন- আমি কি তোমাদের প্রভু নহে? উত্তরে সবাই বলেছিলেন- হ্যাঁ! আপনি আমাদের প্রভু। এরপর প্রভু নিজেকে প্রকাশ করার জন্য দুনিয়াতে জ্বীন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। সাথে সাথে তাদের জীবন চলার সংবিধানও দিয়েছেন। তাইতো তিনি ঘোষণা দেন- "আমি জ্বীন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদত ও বন্দেগী করার জন্য"। কিন্তু অকৃতজ্ঞ মানব ও জ্বীন জাতি দুনিয়ার মায়া-মমতায় পড়ে তাদের সেই (আলমে আরওয়াহের) ওয়াদা ভুলে আল্লাহর নাফরমানী করতে লাগল।

আসলে আল্লাহ্ ভালই জানেন- দুনিয়ায় কারা তাঁকে মান্য করবে আর কারা মান্য করবে না। তাই তিনি অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞদের জন্য পরকালের শাস্তির বিধানও চালু রাখেন। যাকে কবর ও হাশরের জীবন বলে। এই দুনিয়ায় মানব আর জ্বীন জাতি ভাল আমলের দরুন পরকালে জান্নাত পাবে। আর খারাপ কাজের দরুন জাহান্নাম তথা যন্ত্রণাময় শাস্তি পাবে। সেই শাস্তি থেকে কেহ রেহাই দিতে পারবে না। যেমন কুরআনে পাকে এসেছে- "সে দিন ধন-সম্পদ ও পুত্র-কন্যারা কোন সাহায্য করতে পারবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ জানাবে- হে আল্লাহ! আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিন যাতে আমি উপযুক্ত নেক কার্যাদি করে আসতে পারি তদুত্তরে আল্লাহ্ ঘোষণা করবেন- যখন কারও মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয় তখন এক মুহুর্তের জন্যও পিছে নেওয়া হবে না।

তাই এ মহান বাণীকে সামনে রেখে মানুষ তার শেষ পরিণতির ফলাফল দুনিয়াতে জানার জন্য "কুরআন-হাদীস সম্বলিত কবর ও হাশরের সুখ-শান্তি আর আযাব সমূহের উপর লিখিত আমার স্নেহস্পদ ছাত্র মুহাম্মদ আব্বাছ উদ্দিন আনোয়ারীর "কবরের প্রথম রাত" ১ম খন্ড ও ২য় খন্ড(সংযোজন) কিতাবদ্বয় পড়ি এবং আল্লাহর রহমতের আশায় ইহা সর্ব সাধারণের উপকারার্থে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। যেহেতু আমি আশা রাখি এই কিতাবটি পড়ে একজন মুসলমান সত্যিই নাজাতের পথ বেছে নিতে পারবে সহজে। আল্লাহ্ যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করেন। আমিন। ছুম্মা আমিন।

সালামান্তে

মাওলানা আবুল আছাদ মোহাম্মদ জোবাইর রজভী
ফোনঃ ৬৫৮২৪৪, মোবাঃ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

সূচীপত্র

১ম খণ্ড

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	কবরের সংজ্ঞা	১
২	কবর কি	১
৩	বরযখ শব্দের বিশ্লেষণ	২
৪	কবরের কথা	২
৫	আলমে বরযখের জামানাই কবর	৩
৬	কবরের ব্যাপারে নবীজীর ফরমান	৩
৭	কবরের সাথে মানুষের সম্পর্ক সত্য	৫
৮	কবরের জন্য প্রস্তুতির তাগিদ	৬
৯	কবরের কথা স্মরণ রাখাই প্রকৃত আল্লাহ্মুখিতা	৭
১০	কবরের ডাক	৯
১১	হযরত নূহ (আঃ) এর স্বীয় সন্তানদের প্রতি নছিহত	১২
১২	হযরত ঈসা (আঃ) এর ফরমান	১৩
১৩	হযরত আবু বকর (রাঃ) এর ফরমান	১৩
১৪	হযরত ওসমান (রাঃ) এর ফরমান	১৩
১৫	হযরত আলী (রাঃ) এর ফরমান	১৪
১৬	হযরত হাসান বসরী (রাঃ) এর ফরমান	১৪
১৭	হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.) এর ফরমান	১৫
১৮	হযরত বেহলুল দানা (রহ.) এর ফরমান	১৫
১৯	হযরত সাবিত বুনানী (রহ.) এর ফরমান	১৬
২০	ঘটনা	১৬
২১	আসল আবাদী	১৭
২২	কবরের প্রথম রাতের দৃশ্য	১৮
২৩	কবর রাতের পরীক্ষা	১৯
২৪	মুনকার-নকীরের হুলিয়া	১৯
২৫	মুনকার-নকীরের সাওয়াল ও জওয়াব	২২
২৬	কবরের প্রশ্ন সম্পর্কে হাদীস শরীফ	২৪
২৭	সূরা সমূহের তেলাওয়াত মুক্তির পথ	৩৪
২৮	ঘটনা	৪১
২৯	ঘটনা	৪২
৩০	ঈমান নাজাতের কারণ হয়	৪৫
৩১	মুর্দার কবর সংকীর্ণ হওয়া	৪৬
৩২	কবরের প্রশান্তি	৫০
৩৩	জান্নাতের সুসংবাদ	৫৩
৩৪	কবর প্রশস্ত হওয়া	৫৩
৩৫	একটি কবরের দৃশ্য	৫৪
৩৬	ঘটনা	৫৪
৩৭	কবরের কোণে কোণে মু'মিনদের সাজ-সজ্জা করা	৫৫
৩৮	কবর থেকে খুশবু আসা	৫৫
৩৯	শাহাদাতের প্রতিদান	৫৬
৪০	বিবির দাফন	৫৬
৪১	ঘটনা	৫৬
৪২	কবরে ভাল অবস্থা হওয়া	৫৭
৪৩	কবরে নেক্কার লোকদের মর্যাদা	৫৭
৪৪	ঘটনা	৫৯
৪৫	কবরে আসন এবং নদী প্রবাহিত হওয়া	৬০
৪৬	ঘটনা	৬১
৪৭	ইমাম বুখারী (রহ.) এর ওফাতের ঘটনা	৬১
৪৮	কবরে ফুলে-ফলে ভরপুর হওয়া	৬২
৪৯	কবরে মু'মিনদের খুশি হওয়া	৬২
৫০	মু'মিন এবং মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য	৬৩
৫১	কবরে মু'মিনের বিশ্রাম	৬৩
৫২	কবরের আযাব	৬৪
৫৩	আযাবের ব্যাপারে আল্লাহর ফরমান	৬৫
৫৪	আযাবের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর একটি স্বপ্ন	৬৮
৫৫	কবর আযাবের ব্যাপারে শক্তিশালী দলীল	৭০
৫৬	কবরের আযাব সত্য	৭১

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

৫৭	জুমার দিন আযাব হাল্কা হয়	৭২
৫৮	ঘটনা	৭২
৫৯	কুফরীর কারণে আযাব	৭৩
৬০	মুনাফিকীর কারণে আযাব	৭৪
৬১	হত্যার কারণে আযাব	৭৫
৬২	নামাযে অলসতার কারণে আযাব	৭৬
৬৩	রোজা না রাখার কারণে আযাব	৭৭
৬৪	যাকাত অনাদায়ের কারণে আযাব	৭৯
৬৫	যেনা এবং বদমাশীর কারণে আযাব	৮১
৬৬	শরাব বা মদ্য পানকারীর আযাব	৮২
৬৭	সুদ খাওয়ার কারণে আযাব	৮৩
৬৮	মিথ্যা বলার কারণে আযাব	৮৪
৬৯	গীবতের কারণে আযাব	৮৫
৭০	জানাবতের গোসল না করার কারণে আযাব	৮৬
৭১	মাতা-পিতার নাফরমানী করার কারণে আযাব	৮৭
৭২	নাফরমান স্ত্রীদের আযাব	৮৯
৭৩	আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ করার কারণে আযাব	৯০
৭৪	প্রশ্রাব ছিটার কারণে আযাব	৯৩
৭৫	অহংকারের কারণে আযাব	৯৪
৭৬	খেয়ানত করার কারণে আযাব	৯৪
৭৭	সুন্নতের উপর আমল না করার কারণে আযাব	৯৫
৭৮	সাহাবীদের অপমানের কারণে আযাব	৯৬

২য় খণ্ড

৭৯	জানাযা নামাযের বর্ণনা	৯৭
৮০	জানাযা নামাযের নিয়ম	১০৩
৮১	জানাযা নামাযের সময়	১০৫
৮২	মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার নিয়ম	১০৬
৮৩	দুর্ঘটনার কারণে কারও শরীরের কিছু অংশ পাওয়া গেলে তাকে গোসল ও দাফন করার হুকুম	১০৯
৮৪	মৃতের গোসলের জন্য ব্যবহৃত পাত্র সমূহের হুকুম	১০৯
৮৫	কাফন পরিধানের নিয়ম	১০৯
৮৬	কাফন বিছানোর নিয়ম	১১০
৮৭	জানাযা নামাযের দোয়া	১১১
৮৮	জানাযা নামাযে তিন বা তিনের বেশি কাতার মুস্তাহাব	১১১
৮৯	জানাযা দ্রুত নিয়ে যাওয়া ও দাফন করা	১১২
৯০	দাফন করার নিয়ম	১১৩
৯১	জানাযাকৃত লাশ বহন করার নিয়ম	১১৩
৯২	জনগণ কর্তৃক মৃতের প্রশংসা ঃ একটি বৈধকাজ	১১৫
৯৩	মৃত্যুর সময় করণীয় কাজ	১১৭
৯৪	কবর তলক্বীনের নিয়ম	১১৯
৯৫	জানাযার আগে কলেমা তৈয়্যবা বা না'তখানির প্রমাণ	১২২
৯৬	কাফনে বরকতময় বস্তু রাখা ও আহাদনামা লিখার প্রমাণ	১২৭
৯৭	জানাযার নামাযের পর দু'আ করার প্রমাণ	১৩৩
৯৮	জানাযায় হাজির হওয়ার ফযিলত	১৩৮
৯৯	মহিলাদের জানাযার সাথে যাওয়া নিষেধ	১৩৮
১০০	মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ তালকীন করা	১৩৯
১০১	মৃতের চোখ কিংবা মুখ খোলা থাকলে বন্ধ করে দেয়া	১৩৯
১০২	মৃত ব্যক্তির আপনজনদের করণীয়	১৩৯
১০৩	চিৎকার করে, বুক চাপড়ে, কাপড় ছিঁড়ে শোক প্রকাশ হারাম	১৪১
১০৪	শোক প্রকাশের নিয়ম	১৪১
১০৫	মসজিদে জানাযার নামায	১৪২
১০৬	মৃতের ঋণ দ্রুত আদায় করা উচিত	১৪২
১০৭	কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করা এবং খতমে কোরআন পড়া	১৪৩

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১০৮	মৃতের পক্ষ থেকে সদকা ও দোয়া করা	১৪৩
১০৯	আসহাবে কাহাফের ফজিলত	১৪৪
১১০	বরযখবাসীদের নিকট জীবিতদের আমল পেশ করা হয়	১৪৫
১১১	সদকায়ে জারিয়া এবং সন্তানাদির উপকারিতা	১৪৫
১১২	মুমিনদেরকে মালাকুল মাউত-এর সালাম	১৪৬
১১৩	যারা কবর-আযাব থেকে রক্ষা পাবেন	১৪৭
১১৪	কবরে মুরদারের নামাজ, কোরআন তেলাওয়াত	১৪৭
১১৫	যারা মৃতদের সাথে কথাবার্তা বলেছেন	১৫০
১১৬	কবরে মৃত ব্যক্তিদের অধিক উপকারী জিনিস	১৫৬
১১৭	মৃতের জন্য সাতটি উপকারী জিনিস	১৬০
১১৮	কবর যিয়ারত	১৬৭
১১৯	কবর যিয়ারতের নিয়ম	১৬৮
১২০	ইসালে সওয়াব	১৬৯
১২১	ফাতিহার নিয়ম	১৭০
১২২	ইছালে সাওয়াব উপলক্ষে ৪র্থ দিনে ফাতিহা এবং চল্লিশা (চেহলাম)	১৭০
১২৩	পেটের জ্বালায় মৃত্যুবরণকারী	১৭৬
১২৪	জুমআর দিনে মৃত্যুবরণকারী	১৭৭
১২৫	রমযান মাসে মৃত্যুবরণকারী	১৭৭
১২৬	রোগাক্রান্তে মৃত্যুবরণকারী	১৭৭
১২৭	সীমান্ত প্রহরী ও শহীদের মৃত্যু	১৭৭
১২৮	বরযখে সকাল-সন্ধ্যা হবে জান্নাত কিংবা জাহান্নাম	১৭৮
১২৯	আম্বিয়ায়ে কেরামগণের বরযখী জীবন	১৭৮
১৩০	উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী সাহাবীর অক্ষত লাশ	১৮১
১৩১	কিয়ামতের দিবসে উজ্জ্বল আর মলিন চেহারা	১৮২
১৩২	মক্কা ও মদীনা শরীফে মৃত্যুবরণকারী	১৮৩
১৩৩	হজ্জের সময় মৃত্যুবরণকারী	১৮৪
১৩৪	মুয়াজ্জিনগণের মৃত্যু	১৮৪
১৩৫	হালাল উপার্জনকারীর সৌভাগ্য	১৮৪
১৩৬	কখন বন্ধু-বান্ধব শত্রু হয়ে যাবে?	১৮৪
১৩৭	নামাযের হিসাব ও নফলের উপকারিতা	১৮৫
১৩৮	যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে	১৮৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৩৯	মু'মিনদেন গুনাহ গোপন করা	১৮৬
১৪০	সরাসরি আল্লাহর সাথে কথা বলা	১৮৭
১৪১	শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য দান	১৮৭
১৪২	আমলনামা প্রদান	১৮৮
১৪৩	আমলের ওজন	১৮৮
১৪৪	শহীদের শাফাআত	১৮৯
১৪৫	মাতাপিতার জন্য না-বালেগ শিশুর সুপারিশ	১৯০
১৪৬	হাফেযে কুরআনের সুপারিশ	১৯০
১৪৭	রোযা ও কুরআনের সুপারিশ	১৯০
১৪৮	নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খোলবেন	১৯১
১৪৯	হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর উম্মতই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে	১৯১
১৫০	হাশরের ময়দানে ঘামের আযাব	১৯২
১৫১	ওয়াদা ভঙ্গকারীর আযাব	১৯২
১৫২	চোগলখোরের আযাব	১৯৩
১৫৩	মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনাকারী ও চিত্রাংকনকারীর আযাব	১৯৩
১৫৪	পোষাকের কারণে আযাব	১৯৪
১৫৫	জমি দখলকারীর আযাব	১৯৪
১৫৬	ইলম গোপনকারীর আযাব	১৯৪
১৫৭	মদ্যপায়ীর আযাব	১৯৪
১৫৮	সোনা ও রূপার পাত্র ব্যবহারকারীদের আযাব	১৯৫
১৫৯	ফটোগ্রাফারদের আযাব	১৯৫
১৬০	আত্মহত্যাকারীর আযাব	১৯৫
১৬১	লোক দেখানো এবাদতের আযাব	১৯৬
১৬২	তথ্য পুঞ্জী	১৯৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রথম খণ্ড

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ-

কবরের সংজ্ঞা ঃ

কবর বলতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি, মৃত্যুর পরে মানুষের লাশকে গর্ত করে জমিনে দাফন করা। জমিন খুঁড়ে বা গর্ত করে লাশ বা মুর্দাকে দাফন করার রেওয়াজ সৃষ্টির শুরু থেকে হয়েছে। জমিন খুঁড়ে এর উপর সম্মানের সাথে মুর্দাকে রাখাই দুনিয়ার সর্বোত্তম পন্থা। কবর দেওয়ার রেওয়াজকে ইসলামী পরিভাষায় দাফন বলে। ইসলাম ছাড়া এমন কিছু কিছু ধর্মাবলম্বী বা জাতি আছে যারা মুর্দা বা লাশকে দাফন করেনা। যেমন- কিছু কিছু ধর্মে মুর্দাকে আগুনে জ্বালিয়ে সাগরে ভাসিয়ে দেয়। আর কিছু ধর্মে এমন বিশ্বাস আছে যে, মুর্দাকে এমন এক যায়গায় রাখতে হবে, সেখানে পশু-পাখি বা অন্যান্য হিংস্র প্রাণী এসে তা খেয়ে ফেলবে। অনুরূপভাবে এমন জাতিও রয়েছে যারা লাশকে নদী বা সাগর বক্ষে নিক্ষেপ করে যাতে মাছ বা অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী খেয়ে ফেলে। সার কথা হল- মুসলমান ব্যতীত অধিকাংশ জাতি মুর্দাকে দাফনের পরিবর্তে যে কোন উপায়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

কবর কি?

কোরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে কবরের জীবন হলো- মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থানের পূর্বের সময়। প্রত্যেক মানুষকে কবরে আটকা পড়তে হবে; চাই মুর্দাটি কবরে মাটির সাথে মিশ্রিত হোক আর না হোক, অথবা সাগরের সামুদ্রিক প্রাণীর পেটে চলে যাক অথবা পশু-পাখি ও অন্যান্য হিংস্র প্রাণীর পেটে চলে যাক। কিংবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে আগুন দিয়ে পুড়ে ফেলানো হোক, সর্বাবস্থায় কবরের সাথে সম্পর্কিত। আযাব ও গজব সকলকেই ভোগ করতে হবে। কবর এমন এক প্রকার স্থান যেখানে মানুষ মৃত্যুর পরে প্রবেশ করে এবং কেয়ামতের দিন সেখান থেকে বের হবে। যেমন- আল্লাহ পাক বলেন- اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ অর্থাৎ- "নিশ্চয় আল্লাহ মানুষকে কেয়ামতের দিন কবর থেকে উত্থোলন করবেন।" কেয়ামতের দিন মানুষ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আসল স্থায়ী জীবন তথা পরকালের জীবন শুরু করবে। এরপরে আর কোন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবেনা।

বরযখ শব্দের বিশ্লেষণ ঃ

বরযখ শব্দের অর্থ- দুই জিনিসের মাঝখানে পর্দা হওয়া। আর পরিভাষায় বলা যায়- ইহকালের অবসান তথা মৃত্যুর পর এবং পরকালের মধ্যবর্তী কবরের জীবনকে বরযখী জীবন বলা হয়। অথবা বরযখ বলতে বুঝি পরকালের যত স্তর সমূহ রয়েছে তার প্রথম স্তরই হচ্ছে বরযখ। পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফেও বরযখ শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন- وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ অর্থাৎ "তাদের পেছনে এমন এক পর্দা রয়েছে ঐ পর্যন্ত যে দিন তাদেরকে কবর থেকে উঠানো হবে।

(সূরা-মু'মিন)

এ ছাড়া সূরা আর-রহমান ও সূরা ফোরক্বানে ও বরযখের ব্যবহার লক্ষণীয় যা পর্দা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّايَبْغِيٰنِ "অর্থাৎ- তারা দু'জনের মাঝখানে একটি পর্দা আছে যার কারণে একজন থেকে অন্যজন বড় হতে পারেনা।

(সূরা- আর্-রহমান)

উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে জানা যায় যে, দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝখানে একটি জায়গা রয়েছে যাকে আলমে বরযখ বলে। এই আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, মৃত্যুর পর কিয়ামতের আগে মানুষকে আর এক জাগতে থাকতে হবে যার নাম ইসলামী পরিভাষায় আলমে বরযখ।

কবরের কথা ঃ

মুর্দাকে দাফন করার পর কবর আফ্‌সোস করে বলে- ওহে আল্লাহর বান্দা! আমিই হলাম কবর! যেখানে ধনী-গরীব, ফকির-মিসকীন, রাজা-প্রজা সকলকেই আসতে হয়। মনে রাখ, কেউ আমার কাছ থেকে বাঁচতে পারবেনা। কবর আরো বলে, হে দুনিয়াবাসী! জেনে রাখ, আমি ঐ স্থান যেখানে এসে কেউ আর ফিরে যেতে পারেনা, যা অনেক দিনের সফর,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যেখানে ভাল-মন্দ কাজের প্রতিদান অনুযায়ী ফল পাওয়া যায়। তাই সময় থাকতে ভাল কাজ কর।

লেখক বলেনঃ বন্ধুগণ! কবরের কথা কখনো ভুলে যেওনা। কেননা কবর আপনাদের ভুলবেনা। কবরের জন্য প্রস্তুত হউন। কবরের পাড়ে বার বার আসেন। এতে মৃত্যুর কথা স্মরণ এসে যাবে। ভাল কাজের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসুন। আজকের ভাল কাজ কালকের জন্য ফেলে রাখবেন না।

আলমে বরযখের জামানাই কবর ঃ

মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ যে পরকালের জীবনে প্রবেশ করে এর নামই হল আলমে বরযখ। যা কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত থাকবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বীয় ক্ষমতায় হযরত আদম আলাইহিস সালামকে মাটি থেকে সৃষ্টি করে সমস্ত জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়েছেন। বেহেস্তে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট স্থান বানিয়ে দিয়েছেন। তারপর আল্লাহর স্বীয় সৃষ্টির রহস্যকে পূর্ণ করার জন্য জমীনে তাঁকে (আদম) প্রেরণ করেন। অনুরূপভাবে তাঁর জন্য প্রথম ঘর জান্নাতে, দ্বিতীয় ঘর দুনিয়াতে, তৃতীয় ঘর বরযখ আর চতুর্থ ঘর জান্নাতে নির্দিষ্ট করেছেন। প্রত্যেক ঘরের জন্য আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট রয়েছে। একইভাবে আদম আলাইহিস সালাম এর সন্তানের জন্যও আলাদা আলাদা স্থান রয়েছে। যেমন- তাদের প্রথম ঘর হল মায়ের পেট, দ্বিতীয় ঘর হল দুনিয়া, তৃতীয় ঘর হল বরযখ আর চতুর্থ ঘর হল জান্নাত অথবা জাহান্নাম। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর হাদিসটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে- "দুনিয়ার আমল হল আখেরাতের ক্ষেত স্বরূপ।" আল্লাহপাক সমস্ত পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় কাজ অর্থাৎ ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের জন্য নবীগণকে পাঠিয়ে মানুষের উপর বড় এহসান করেছেন। নবীদের নবুয়ত এবং তাঁদের তা'লীম মান্যকারীদের মু'মিন আর অমান্যকারীদের কাফির বলা হয়। মু'মিন শান্তি পায় আর কাফির শাস্তি পায়।

কবরের ব্যাপারে নবীজীর ফরমান ঃ

নেক্কার আর বদ্কারের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। নেক্কার, আবেদ, জাহেদ, আল্লাহওয়ালা, আল্লাহর অলীগণ এবং সত্যবাদীগণের জন্য কবর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যেন জান্নাত তথা স্বর্গের একটি বিরাট দালান। আর গুনাহ্গার, কাফির-মুশরিকদের কবর যেন জাহান্নাম এর গর্তসমূহ থেকে একটি গর্ত। যার মধ্যে ভয়-ভীতি এবং বিভিন্ন কষ্টদায়ক জিনিস রয়েছে। এ ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رَضِ) قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جَنَازَةٍ فَجَلَسَ اِلٰى قَبْرٍ مِنْهَا فَقَالَ مَا يَأْتِىْ عَلٰى هٰذَا الْقَبْرِ يَوْمٌ اِلَّا وَهُوَ يُنَادِىْ بِصَوْتٍ ذَلْقٍ طَلْقٍ يَا ابْنَ اٰدَمَ نَسِيْتَنِىْ اَلَمْ تَعْلَمْ اِنِّىْ بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَبَيْتُ الْغُرْبَةِ وَبَيْتُ الْوَحْشَةِ وَبَيْتُ الدُّوْدِ وَبَيْتُ الضِّيْقِ اِلَّا مَنْ وَسَّعَنِىَ اللهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْقَبْرُ اِمَّا رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ- اَوْحُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ- (ترغيب)

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন- আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর সাথে এক জানাযার নামাযে বের হলাম। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম কবরের পাশে বসলেন এবং এরশাদ করলেন যে, কবর প্রত্যেকদিন ভয়-ভীতি অবস্থায় আওয়াজ করে যে, হে আদম সন্তানগণ! আপনারা কি আমাকে ভুলে গেছেন? নিশ্চয় আমি একাকী ঘর, অন্ধকারের ঘর, ভয়ের ঘর, পোকা মাকড়ের এবং জমীনের বিষাক্ত প্রাণীর আস্তানা এবং অত্যন্ত সংকীর্ণ জায়গা। হ্যাঁ, আল্লাহ আমাকে প্রশস্ত করে দেন ঐ ব্যক্তির জন্য যাকে তিনি ইচ্ছা করেন। আর কবর হল জান্নাতের বাগানসমূহ থেকে একটি বাগান এবং জাহান্নামের গর্ত থেকে একটি গর্ত।

(তারগীব ২য় খন্ড)

অথচ পরিতাপের বিষয়, মানুষ কবরের ভয়-ভীতিকে ভুলে গিয়ে দুনিয়ার প্রতি অতি মাত্রায় আসক্ত হয়ে পড়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم سَيَأْتِيْ عَلٰى اُمَّتِيْ زَمَانٌ يُحِبُّوْنَ الْخَمْسَ وَيَنْسَوْنَ الْخَمْسَ يُحِبُّوْنَ الدُّنْيَا وَيَنْسَوْنَ الْاٰخِرَةَ وَيُحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ وَيَنْسَوْنَ الْمَوْتَ وَيُحِبُّوْنَ الْقُصُوْرَ وَيَنْسَوْنَ الْقُبُوْرَ وَيُحِبُّوْنَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ وَيُحِبُّوْنَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ- (المنبهات)

অর্থাৎ- অচিরেই আমার উম্মতের উপর এমন এক সময় আসবে যারা পাঁচটি জিনিষকে ভালবাসবে আর পাঁচটি জিনিষকে ভূলে যাবে। তারা দুনিয়াকে ভালবাসবে আর আখেরাতকে ভূলেযাবে, ইহকালের জীবনকে ভালবাসবে আর মৃত্যুকে ভুলেযাবে, দুনিয়ার অট্টালিকা সমূহকে ভালবাসবে আর কবরকে ভূলেযাবে, মাল-দৌলতকে ভালবাসবে আর হাসরের হিসাব-নিকাস দেওয়ার কথা ভূলে যাবে এবং সৃষ্টিকে ভালবাসবে আর সৃষ্টিকর্তাকে ভূলে যাবে।

(আল মুনাব্বেহাত)

জেনে রাখুন! কবরকে ভূলে যাওয়ার কারণে ভাল কাজের পরিবর্তে মন্দকাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অথচ পরকালীন জীবন তথা কবরের চিন্তার মাধ্যমে মানুষের অন্তরে মৃত্যুর স্মরণ চলে আসে। এই স্মরণ যদি মানুষের অন্তরে থাকে তাহলে মানুষ কখনো অসৎ ও অন্যায় কাজ করতে পারেনা। কেননা, মৃত্যুর ভয় মানুষকে অসৎ কাজে বাধা দেয়।

কবরের সাথে মানুষের সম্পর্ক সত্য ঃ

কবরে মুক্তির সম্পর্ক ভাল আমলের সাথে রয়েছে। যখন মানুষকে কবরে রাখা হয় তখন একমাত্র ভালকাজই সঙ্গে থাকে। আর যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে কবর থেকে উঠানো হবে তখন তার সাথে ভাল আমলসমূহ উঠবে। এ থেকে বুঝা গেল যে, মানুষের আসল বন্ধু হল তার আমল। এ প্রসঙ্গে হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর এরশাদই উল্লেখযোগ্য ঃ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ اِلَّا وَلَهٗ ثَلَاثَةُ اخلاء فاما خَلِيْلٌ فَيَقُوْلُ مَا اَنْفَقْتَ فَلَكَ وَمَا اَمْسَكْتَ فَلَيْسَ لَكَ فَذَالِكَ مَالُهٗ واما خَلِيْلٌ فَيَقُوْلُ اَنَا مَعَكَ فَاِذَا اَتَيْتَ بَابَ الْمَلِكِ تَرَكْتُكَ فَذَالِكَ اَهْلُهٗ وَاَمَّا خَلِيْلٌ فَيَقُوْلُ اَنَا مَعَكَ حَيْثُ دَخَلْتَ وَحَيْثُ خَرَجْتَ فَيَقُوْلُ اِنَّكَ لَاَهْوَنُ الثَّلَاثَةِ عَلَيَّ- (كنز العمال)

অর্থঃ হযরত আনাছ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- মানুষের তিন বন্ধু রয়েছে। এ থেকে এক বন্ধু বলে- যা তুমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছ, তা তোমার জন্য রক্ষিত রয়েছে। আর যা তথায় খরচ করনি তা তোমার নয়। এটাই তোমার (বন্ধু) মাল। দ্বিতীয় বন্ধু বলে- আমি সর্বদা তোমার সাথে রয়েছি, থাকব, তবে যখন তুমি বাদ্শার দরজায় (কবরে) আসবে তখন আমি তোমায় ছেড়ে দেব। আর এ হল তার ছেলে-সন্তান, বন্ধু-বান্ধব আর আত্মীয় স্বজন। তৃতীয় বন্ধু বলে- আমি (আমল) সর্বদা তোমার সাথে রয়েছি, যখন তুমি কবরে প্রবেশ করবে আমিও (আমল) প্রবেশ করব আর যখন তুমি কিয়ামতের দিন কবর থেকে বের হবে আমিও বের হব। তখন ঐ মৃত ব্যক্তি বলে- নিশ্চয় ঐ তিনটি থেকে তুমিই (আমল) আমার কাছে অধিকতর সহজ বন্ধু।

(কানযুল উম্মাল)

কবরের জন্য প্রস্তুতির তাগিদ ঃ

ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে-

عَنِ الْبَرَاءِ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جَنَازَةٍ فَجَلَسَ عَلٰى شَفِيْرِ الْقَبْرِ فَبَكٰى حَتّٰى بَلَّ الثَّرٰى قَالَ يَا اِخْوَانِيْ لِمِثْلِ هٰذَا فَاعِدُّوْا-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

অর্থাৎ- হযরত বারা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন যে, একদিন আমরা এক জানাযার নামাযে হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম'র সাথে ছিলাম। যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হল, হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম কবরের পাড়ে বসলেন এবং এমন জোরে কাঁদতে লাগলেন যার ফলে কবরের পাড় ভিজে গেল। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন- হে আমার ভাইয়েরা! এই বিপজ্জনক আর কষ্টদায়ক স্থানের জন্য তোমরা প্রস্তুত হও।

(ইবনে মাজাহ শরীফ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন মৃত ব্যক্তির সাথে তার আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবগণ চলতে থাকে তখন ঐ ব্যক্তি তাদের চলার শব্দ শুনে। (তখনও কবর আর মৃত ব্যক্তির মাঝে কোন সম্পর্ক হয়নি) কবর বলে- হে আদম সন্তান! তুমি কি আমার (কবরের) অবস্থা সম্পর্কে শুননি? তুমি আমার সঙ্কীর্ণ অবস্থান, দুর্গন্ধময় জায়গা আর বিপজ্জনক এবং হিংস্র বিষধর পোকা-মাকড় (তথা সাপ বিচ্ছু)'র ভয়ানক অবস্থা জাননি? বল- এখন কবরের জন্য কি নিয়ে এসেছ?

(ইবনে আবিদ্দুনয়া)

কবরের কথা স্মরণ রাখাই প্রকৃত আল্লাহমুখিতাঃ

যে ব্যক্তি রিয়াজত এবং ইবাদত বেশী করে, প্রত্যেক সময় আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত থাকে আর আখেরাতের চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন থাকে সেই ব্যক্তি কোনদিন কবরকে ভুলবে না। তাইতো দেখা যায়, নেক্কার মুসলমানগণ বলে থাকেন- কবরকে ভুলে না যাওয়াই হল প্রকৃত আল্লাহ মুখিতা। হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতদেরকে এ ব্যাপারে দৃঢ়তার সাথে বলেন- কবরকে ভুলিও না যাতে তোমাদের নেক্কাজের প্রতি বেশী আগ্রহ হয়। যেমন হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে-

عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَزْهَدُ النَّاسِ ؟ فَقَالَ مَنْ لَمْ

يَنْسَ الْقَبْرَ وَالْبِلٰى وَتَرَكَ فَضْلَ زِيْنَةِ الدُّنْيَا وَاٰثَرَ مَا يَبْقٰى عَلٰى مَا يَفْنٰى وَلَمْ يَعُدَّ غَدًا مِنْ اَيَّامِهٖ وَعَدَّ نَفْسَهٗ مِنَ الْمَوْتٰى-

(تَرْغِيْب ج ٤)

অর্থঃ হযরত দ্বাহ্হাক রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম! কোন্ ব্যক্তি সবচেয়ে আল্লাহমুখি? উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম বললেন- ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে আল্লাহমুখি যে কবর এবং কবরে স্বীয় শরীর গলে যাওয়াকে ভুলবে না, দুনিয়ার সৌন্দর্যকে ছেড়ে দেবে, ধ্বংসশীল দুনিয়ার উপর স্থায়ী জীবন তথা আখেরাতকে প্রাধান্য দেবে, আগামী দিনকে নিজের জীবনে গণ্য করার চিন্তা-ভাবনা থাকবে না এবং নিজেকে একজন মৃত হিসেবে জানবে।

(তারগীব- ৪র্থ খন্ড)

হযরত মুহাম্মদ ইবনে ছবীহ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন মুর্দাকে কবরে রাখা হয় তখন তার উপর আযাব হয়। তখন ঐ মুর্দার নিকটতম (শুভাকাঙ্খী) এ বলে চিৎকার দেয় যে, হে দুনিয়া থেকে বিদায়ী! তুমি কেন আমাদের উপদেশ শুননি? তুমি কি আমাদের আমলসমূহ দেখনি? ইচ্ছে করলে তুমি কি আমাদের মত করতে পারতে না? কিন্তু তুমিতো জীবনের সমস্ত সময়কে বরবাদ করে দিয়েছ।

(ইবনে আবিদ্দুনয়া)

হযরত উবাইদ ইবনে উমায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, কবর মুর্দাকে উদ্দেশ্য করে বলে- যদি তুমি জীবনে আল্লাহর ফরমান অনুসরণ করতে তাহলে আজ আমি (কবর) তোমার জন্য আরামদায়ক হতাম। যখন তুমি নাফরমান হিসেবে এসেছ তাহলে আমি (কবর) তোমার জন্য আযাব হিসেবে রয়েছি। আমি ঐ ঘর যেখানে বান্দা যদি আল্লাহর ফরমান অনুযায়ী চলার পর আসে, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তাকে খুশী অবস্থায় বের

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করব। আর যে নাফরমান ও গুনাহগার হিসেবে কবরে আসবে কিয়ামতের দিন আমি তাকে খুব চিন্তিত অবস্থায় বের করব।

(ইবনে আবিদ্দুনয়া)

হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে মরফু হিসেবে বর্ণিত আছে যে, কবরের একটি ভাষা রয়েছে- এর মাধ্যমে সে বলে, হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা কেন আমাকে ভুলে গেছ? আমার সম্বন্ধে তোমরা কি জাননা যে, আমি ভয়ানক বিপজ্জনক, পোকা-মাকড়, বিচ্ছু আর সংকীর্ণ স্থান।

(ইবনে আবিদ্দুনয়া)

কবরকে ভুলে না যাওয়ার অর্থ হল- অধিকহারে ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকা। কেননা মানবজীবনের আসল উদ্দেশ্য হল- আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ও তাঁর বিধি-বিধান মেনে চলা। যেমন- যিনি ইবাদত এবং নেক্ আমল বেশী করে মৃত্যুর পর আল্লাহ তায়ালা তার জন্য বাদশাহী জীবন দান করবেন। আর যে ভাল আমল করেনি তার জন্য মৃত্যুর পর রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক কঠোর শাস্তি।

উল্লিখিত দুই বিষয়ই মৃত্যুর পর বিবেচ্য। তাই কবরের প্রতি দৃষ্টি রেখে আল্লাহকে বেশী স্মরণ করুন আর সর্বদা তাঁর ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকুন। যাতে কবরের পরিণতি ভাল হয়।

কবরের ডাক ঃ

কবরে মু'মিন এবং কাফিরের সাথে যে আচরণ হওয়া উচিত সে ব্যাপারে কবর প্রত্যেকদিন এই বলে আওয়াজ দেয় যে, হে মানব! আমি এমন জায়গা যেখানে একদিন না একদিন অবশ্যই আসতে হবে। আর আসার পূর্বে কবরের প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরী করে নাও। এ ব্যাপারে এরশাদ হয়েছে-

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন- রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার জন্য মসজিদে তাশরীফ আনলেন। অতঃপর তিনি সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুগণকে বসে বসে হাসতে দেখলেন এবং বললেন যে, হায়! যদি তোমরা এরকম

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(হাসাহাসি) না করে মৃত্যুর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে কতইনা ভাল হত। কেননা কবরে এমন কোন দিন অতিবাহিত হবে না যে, সে উচ্চঃস্বরে এই কথা বলবেনা (অর্থাৎ কবর বড় বড় আওয়াজ দিয়ে বলবে যে) আমি এক অন্ধকার ঘর, আমি মাটি, বিষধর সাপ-বিচ্ছুদের স্থান। যখন (ঐ কবরে) মু'মিন বান্দাকে দাফন করা হয় তখন কবর (খুশী হয়ে) বলে স্বাগতম হে অতিথি। মারহাবা!! মারহাবা!! কবর আরো বলে, যখন তুমি (মু'মিন) আমার উপরে হাঁটতে থাক তখন আমার কি যে আনন্দ লাগে। যখন তুমি আমার কাছে এসে পৌঁছবে তখন তুমি দেখবে আমি তোমার সাথে কিরকম (ভাল) আচরণ করব? তদুপরি রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মু'মিন কবরে যেদিকে দৃষ্টি দিবে সেদিকে কবর প্রশস্থ হয়ে যাবে এবং ঐ কবরে জান্নাতের একটি দরজা খুলে দেয়া হবে। যাতে করে সে জান্নাতের নেয়ামতসমূহ দেখে।

অন্যদিকে কবরে যখন ফাসিক অথবা কাফিরকে দাফন করা হয় তখন তাকে কবর বলে, তোমার জন্য রয়েছে লাঞ্চনা। যখন তুমি আমার (কবরের) উপর হাঁটতে তখন আমার কি যে ক্রোধ জাগত। আজকে যখন তুমি আমার কাছে এসে পৌঁছেছ, তাহলে দেখ আমি তোমার সাথে কি আচরণ করি। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, কবর ঐ ব্যক্তির (কাফির ও ফাসিকের) জন্য সঙ্কীর্ণ হয়ে যাবে। তাঁকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরবে তার ডান পাশের হাড্ডি বামপাশে এবং বামপাশের হাড্ডি ডানপাশে চলে যাবে। এমতাবস্থায় সে নিজের দুই হাতের আঙ্গুলগুলিকে একটি অপরটির মধ্যে প্রবেশ করে ধরে রাখবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেন যে, (ঐ ফাসিক ও কাফিরের) সত্তরটি বিষাক্ত সাপ দেয়া হবে। যদি এগুলো থেকে একটি সাপ দুনিয়ায় ছেড়ে দেয়া হয় এবং ঐ সাপ যদি দুনিয়ার উপর একটি ফুঁক মারে তাহলে সমস্ত গাছপালা, শাকসব্জি নিশ্চিত হয়ে যাবে এবং জমিন আস্তে আস্তে ধসতে থাকবে। অবশেষে কেয়ামত কায়েম হয়ে যাবে। অর্থাৎ কবরে এ রকম শাস্তি চলতে চলতে কিয়ামত হয়ে যাবে।

(তারগীব)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এরশাদ করেন যে, একবার আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর সাথে এক জানাযায় গেলাম। কবরস্থানে পৌছার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম একটি কবরের পাশে গেলেন এবং ফরমালেন যে, কবরের উপর এমন কোন দিন অতিবাহিত হয় না যেদিনে সে পরিস্কার করে বড় বড় আওয়াজ দিয়ে এ কথা বলে না যে, হে আদম সন্তান! তোমরা আমাকে ভুলে গেছ, আমি একা ঘর, আমি পরদেশী ঘর, আমি ভয়ের ঘর, আমি কীট-পতঙ্গের ঘর, আমি অত্যন্ত সংকীর্ণ ঘর, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তার জন্য প্রশস্ত করেন। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, কবর জান্নাতের বাগানসমূহ থেকে একটি বাগান অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহ থেকে একটি গর্ত।

(তাবরানী)

আবু হাজ্জাজ ছুমালী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, যখন কবরে মুর্দাকে রাখা হয়, তখন কবর বলে- তুমি জানতে না? আমি অনিষ্ট, ফেতনা ও বিষাক্ত কীট-পতঙ্গের ঘর। হে মানব! তোমরা নির্ভয়ে একত্রিত হয়ে আমার উপর হেঁটেছিলে। মুর্দা যদি নেক্কার হয় তখন কবরের এক ফেরেস্তা তার (নেক্কারের) পক্ষ থেকে কবরকে জিজ্ঞেস করবে- (যদি ঐ মুর্দা ভাল কাজ সম্পাদনকারী এবং অসৎ কাজ থেকে বাঁধাদানকারী হয় তাহলে তার জন্য) তুমি (কবর) কিরূপ আচরণ করবে? কবর বলে- আমি ঐ ব্যক্তির জন্য আরামের স্থান হব, ঐ মুর্দার সমস্ত শরীর নূরে ভরপুর হবে এবং তার রূহ আল্লাহর কাছে চলে যাবে।

(আবু নঈম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, মানুষকে যখন কবরে রাখা হয় কবর তাকে জিজ্ঞেস করবে- তুমি কি শুননি? আমি এক একা অন্ধকার ঘর। হে আদম সন্তান! তুমিতো আমার চতুর্পাশে ঘুরাফিরা করেছিলে। তোমাকে কি কোন জিনিস আমার স্মরণ থেকে ভুলিয়ে রেখেছিল? যদি মুর্দা মু'মিন হয় তাহলে তার জন্য কবর প্রশস্থ হবে এবং তার রূহকে আসমানে পৌছে দেয়া হবে।

(ইবনে আবী শায়বা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উল্লেখিত হাদীস শরীফসমূহ থেকে বুঝা গেল, কবর প্রত্যেকদিন মানুষদেরকে এই বলে আহবান করে যে, ওহে মানব সম্প্রদায়! তোমরা কেন গাফেল হয়ে আছো? তোমাদের কি চিন্তা হয় না? আমিই (কবর) তোমাদের শেষ মঞ্জিল। আমার নিকটই কষ্টদায়ক জমীনের সাপ, বিচ্ছু ও যন্ত্রণাদায়ক বস্তু রয়েছে। আমি ভয়ের জায়গা; আমার দিকই অন্ধকার শুধু অন্ধকার। কিন্তু আফসোস! তোমরা কখনও এক মুহুর্তের জন্য ভাবনি যে, আমি (কবর) তোমাদের কাফনকে জড়িয়ে ধরব এবং শরীরকে খেয়ে ফেলব। তবে আল্লাহ যাদের ইচ্ছে করেন তাদেরকে হেফাজত করেন। উল্লেখ্য যে, এ সমস্ত কথা হল মানুষদেরকে হুঁশিয়ার করার জন্য যাতে মানুষ নেক আমল করতে পারে এবং তার শেষ পরিণতি যেন ভাল হয়।

'কিতাবুররূহ'র মধ্যে রয়েছে কবরসমূহ মানুষদের লক্ষ্য করে বলে, ওহে দুনিয়ায় বসবাসকারীরা! তোমরা আজ বড় বড় দালান তৈরী করে সাজ-সজ্জা করছ, তোমরা কি জান? এটা তোমাদেরকে বিদায় দিবে? তোমাদের স্থানে অন্যদের আশ্রয় দিবে? এটা তোমাদের মুসাফিরখানা মাত্র। তাই সময় থাকতে স্থায়ী ঘরের জন্য আসবাবপত্র (ইবাদত-বন্দেগী) জোগাড় কর। কেননা, দুনিয়া হল আখেরাতের ক্ষেত স্বরূপ।

(কিতাবুজ জুহ্‌দ)

হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম'র স্বীয় সন্তানের প্রতি নছিহতঃ

হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম স্বীয় সন্তানকে (সামকে) নছিহত করে বলেন- হে আমার প্রিয় সন্তান! তুমি সামান্যতম অহঙ্কার নিয়েও কবরে প্রবেশ করো না। কেননা অহঙ্কার হল আল্লাহর চাদর (আল্লাহর একটি গুণ)। যে ব্যক্তি এই চাদর নিয়ে (অহঙ্কার) টানাটানি করবে, সে অবশ্যই আল্লাহর নারাজীতে পতিত হবে। হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম আরো বলেন- হে সন্তান! তোমার অন্তর আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হওয়া অবস্থায়ও কবরে প্রবেশ করো না। কেননা, পথভ্রষ্ট ব্যক্তিই একমাত্র আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়।

(কিতাবুজ্ জুহদ্)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত ঈসা (আঃ)'র ফরমানঃ

একদা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম এক কবরস্থানের উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর হাওয়ারীগণ (সাহাবীগণ) কবরের সংকীর্ণতা ও ভয়ের দিক নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তখন হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন চিন্তার কি আছে, তোমরা তোমাদের মায়ের পেটে এর চেয়েও ছোট জায়গায় ছিলে। আল্লাহ যার জন্য প্রশস্থ করতে চায় তাকে এই সংকীর্ণ জায়গা প্রশস্থ করে দিবেন।

(কিতাবুজ্ জুহদ্)

হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু (রাঃ) এর ফরমানঃ

عَنْ اَبِی بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ قَالَ مَنْ دَخَلَ الْقَبْرَ بِلَا زَادٍ فَكَاَنَّمَا رَكِبَ الْبَحْرَ بِلَا سَفِيْنَةٍ۔

অর্থঃ হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যে ব্যক্তি কবরের সরঞ্জামাদি (ভাল আমলসমূহ) ছাড়া প্রবেশ করল, মূলতঃ সে উত্তাল সমুদ্র নৌকা ছাড়া সফর করল।

হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর ফরমানঃ

তিনি বলেন- যখন আমি কবরের আলোচনা শুনতাম অথবা কবরের পার্শ্ব দিয়ে যেতাম তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর কবরের হাদীসগুলি স্মরণ এসে যেত এবং ভয়ে সমস্ত শরীর কম্পন করত, এমনকি আমার চোখ দিয়ে ঝর্ণার মত পানি পড়ত।

قَالَ عُثْمَانُ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ اَرْبَعَةٌ ظَاهِرُهُنَّ فَضِيْلَةٌ وَبَاطِنُ هُنَّ فَرِيْضَةٌ مُخَالَطَةُ الصَّالِحِيْنَ فَضِيْلَةٌ وَالْاِقْتِدَاءُ بِهِمْ فَرِيْضَةٌ وَتِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ فَضِيْلَةٌ وَالْعَمَلُ بِهٖ فَرِيْضَةٌ وَزِيَارَةُ الْقُبُوْرِ فَضِيْلَةٌ وَالْاِسْتِعْدَادُ لَهَا فَرِيْضَةٌ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ فَضِيْلَةٌ وَاتِّخَاذُ الْوَصِيَّةِ مِنْهُ فَرِيْضَةٌ۔

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থঃ হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তায়লা আনহু বলেন- চারটি এমন বিষয় রয়েছে যার প্রত্যক্ষ দিক হল ফযীলত আর পরোক্ষ দিক হল ফরজ। ১. আল্লাহর মকবুল বান্দার সাথে সম্পর্ক রাখা ফযীলত কিন্তু তাদের ইক্তিদা করা ফরজ। ২. কোরআন তিলাওয়াত করা ফযীলত কিন্তু আমল করা ফরজ। ৩. কবর যিয়ারত করা ফযীলত কিন্তু কবরে যাওয়ার আগে তার জন্য প্রস্তুতি নেয়া ফরজ। ৪. অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করা ফযীলত কিন্তু তাঁর ওয়াছীয়ত গ্রহণ করা ফরজ।

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর ফরমানঃ

হযরত কুমাইল রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন, একদা আমি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর পার্শ্ববর্তী কবরস্থানের কাছে গিয়ে দেখলাম, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এক কবরের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওহে আহ্‌লে কুবুর! ওহে কবরে ধ্বংস প্রাপ্ত মানুষ! ওহে ভয়ভীতিতে লিপ্ত বান্দাগণ! তোমরা আমাকে তোমাদের অবস্থা বর্ণনা কর। তোমাদের দিনকাল কেমন চলছে। এদিকে তোমাদের অর্জিত দুনিয়ার সম্পদ বণ্টন হয়ে গেছে। সন্তানগণ ইয়াতীম হয়ে গেছে এবং স্ত্রীগণ অন্য স্বামী গ্রহণ করেছে। এরপর বর্ণনাকারী হযরত কুমাইল রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, আমাকে উদ্দেশ্য করে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, যদি এই সমস্ত বান্দা উত্তর প্রদানে সক্ষম হতেন তাহলে তারা অবশ্যই এই কথা বলতেন- দুনিয়ার ধন-সম্পদ থেকে সর্বোত্তম পন্থা হল তাক্ওয়া বা খোদাভীতি। তিনি আরো বলেন, ওহে কুমাইল! কবর আমলের সিন্দুক অর্থাৎ মানুষের ভাল-খারাপ সব আমলই তার সাথে কবরে সংরক্ষিত থাকে।

হযরত হাসান বসরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র ফরমান ঃ

একবার হযরত হাসান বসরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জানাযার নামাযে ইমামতি করেন। লোকেরা যখন ঐ ব্যক্তির দাফন সম্পন্ন করেন, তখন তিনি ঐ কবরের উপর বসে বিলাপ সূরে উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর তিনি উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে মানব সম্প্রদায়! শুন- তোমাদের প্রথম এবং শেষ ঘর হল কবর। কেননা, দুনিয়ার শেষ হল কবর আর আখেরাতের প্রথম হল কবর। তার পরেও কেন তোমরা কবরকে ভয় কর না?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এই কথা শোনার পর উপস্থিত সকলে উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলেন এবং তাঁদের অন্তরে কবরের হাক্বীকৃত স্থান পেল।

(তাযকেরাতুল আউলিয়া)

হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র ফরমান ঃ

হযরত মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরতুবী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন- হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যখন খলীফা হলেন তখন আমি মদিনায় ছিলাম। তিনি আমাকে ডেকে আনার জন্য তাঁর একজন সহচরকে মদীনায় প্রেরণ করেন। অতঃপর আমি তাঁর দরবারে হাজির হয়ে তাঁর দিকে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। খলীফা বলেন, হে ইবনে কা'ব! তোমার কি হয়েছে? আজ তুমি আমার দিকে গভীর চিন্তার দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছ! আমি বললাম, আশ্চর্যের সাথে দেখছি! খলীফা বলেন, আশ্চর্যের কি আছে? আমি (ইবনে কা'ব) আরজ করলাম, হুজুর! আমি আপনার শরীর এবং মুখের রং বিকৃত অবস্থায় এবং মাথার চুল বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখে আশ্চর্যের সাথে স্মরণ করছি সেই দিনের আপনার ঐ কথা, যেদিন আপনি বলে ছিলেন, তোমাদেরকে যখন কবরে রাখা হবে তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে। কোথায় যাবে মাথার, হাতের, শরীরের আর চুলের সৌন্দর্য্য; কে তোমাদের এগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য সাহায্য করবে। (অথচ আপনি খলীফা হয়ে ও এসব সৌন্দর্যের প্রতি কোন দৃষ্টি নেই)।

(কিতাবুজ্ জুহ্‌দ)

হযরত বেহলুল দানা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র ফরমান ঃ

হযরত সির্‌রে সাক্বতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি একদিন এক কবরস্থানের পার্শ্ব দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম যে, হযরত বেহলুল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় দুই পাঁ কে এক কবরে লটকিয়ে মাটির সাথে খেলা করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওহে বেহলুল! আপনি এখানে কেন? তিনি উত্তরে বলেন, আমি এমন জায়গায় রয়েছি যেখানকার লোকেরা আমাকে কষ্ট দেয় না এবং যখন আমি তাদের থেকে চলে যাই তারা আমার গীবত করে না।

(ছিফাতুছ ছফওয়া, ২য় খন্ড)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাগদাদে এক বুজুর্গ ছিলেন, তাঁর নাম আবু আলী। একদিন তিনি 'মখজম' নামে এক জায়গা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, হলফ ইবনে সালেম নামক এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু আলী! আপনার নিকট থাকার কোন জায়গা আছে কি? আবু আলী বললেন, এটা এমন এক জায়গা যেখানে ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা, সকলে থাকে, আর এটা হল কবরস্থান। সালেম বললেন, তাহলে আপনি রাত কিভাবে কাটান? উত্তরে আবু আলী বললেন, যখন আমার মনে কবরের কষ্টের কথা, ভয়ের কথা এবং সাপ-বিচ্ছুর দংশনের কথা মনে পড়ে তখন রাতের অন্ধকার কি জিনিস তা আর মালুম থাকে না। অর্থাৎ কবরের চিন্তায় আমার কাছে দিন-রাত এক সমান।

হযরত সাবেত বুনানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র ফরমান ঃ

হযরত সাবেত বুনানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একবার আমি কবরের ভিতর প্রবেশ করলাম। যখন তা থেকে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরতে চাইলাম, তখন এক আওয়াজ আসল যে, হে সাবেত, সাবধান! এখানকার অধিবাসীদের নীরবতা থেকে তুমি ধোঁকা খেয়ো না। কেননা, এদের মধ্যে অনেক মানুষ অত্যন্ত কষ্টে রয়েছে।

(ইহ্‌য়াউল উলূম, ৪র্থ খন্ড)

ঘটনা ঃ

হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একদা এক জানাযার সাথে কবরস্থানে এসে আলাদা জায়গায় বসে চিন্তা করতে লাগলেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আমিরুল মু'মিনীন! আপনি আলাদা বসে আছেন কেন? উত্তরে তিনি বলেন, আমাকে একটি কবর উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলে, হে খলীফা! তুমি আমার সম্পর্কে জান কি? আমি বললাম না, তখন কবর বলল, আমি এমন একস্থান যখন আমার মধ্যে কোন মুর্দা রাখা হয় তখন আমি তার কাফনকে ফেঁটে দিই। এরপর তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে টুকরো টুকরো করে দিই। শরীরের রক্ত ও মাংস খেয়ে ফেলি। বাম পাশের বাহুকে ডান পাশে, আর ডান পাশের বাহুকে বাম পাশে নিয়ে নিই। এ কথা শুনার পর খলীফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং বলেন,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"দুনিয়ার অবস্থান অত্যন্ত স্বল্প আর তার ধোঁকা অনেক বড়। দুনিয়াতে যে সম্মানী আখেরাতে তিনি লাঞ্ছিত। এখানে যে সম্পদশালী আখেরাতে তিনি সম্পদহীন। এখানে যে যুবক সে অতিদ্রুত বৃদ্ধ হয়ে যায়, এখানে যে জীবিত তিনি দ্রুত মারা যায়, এখানে যে আরামে, উঁচু দালানে, বিভিন্ন রকমের খেদমত গ্রহণের মাধ্যমে বসবাস করছে, আজ তা কোথায়? যে অতি সুন্দর স্বাস্থ্য ও গঠন নিয় গর্ব করত, আজ তা কোথায়? সবকিছু কবর চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দিয়েছে। দুনিয়াতে যাদের নিয়ে খেল-তামাশা করেছ, কবরে তা বেকার অবস্থায় থাকবে। তাই খলীফা আফ্‌সোস করে বলেন, একমাত্র আহমক ব্যক্তিই দুনিয়ার পিছনে ঘুরে। ফলে দুনিয়া থেকে তারা ধোঁকা খায়।" উল্লেখ্য যে, এই ঘটনার পর হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইন্তিকাল করেন।

আসল আবাদী ঃ

জনৈক ঘোড় সাওয়ারী এক জনপদ দিয়ে যাওয়ার সময় এক ব্যক্তির দেখা পেল। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ভাই! আবাদী (আসল ঠিকানা) কোথায়? লোকটি বলল, তোমার ডান দিকে দেখ। সে ডান দিকে একটি বড় কবরস্থান দেখল এবং চিন্তা করল যে, লোকটি কোন পাগল অথবা কামিল অলি হতে পারে। পুনরায় জিজ্ঞেস করল, ভাই! আমি তোমার থেকে আবাদী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম আর তুমি আমাকে কবরস্থান দেখালে কেন? উত্তরে ঐ লোকটি বলল, আমি এ জন্যই বলেছি, অন্যান্য সমস্ত স্থান হতে লোকদের এখানে আনতে দেখেছি, এখান থেকে কাউকে কোথাও নিতে দেখিনি। আর আবাদী বলে, ঐ স্থানকে যেখানে দূর থেকে লোক এসে একত্রিত হলে আর ফিরে না, তাই আমার দৃষ্টিতে এই অর্থে কবরস্থানকে আসল আবাদী মনে হল।

(রওজুল ফায়েক)

তাই এই আবাদীতে আমাদেরকে এক দিন না এক দিন বরবাদ হতে হবে। দুনিয়ার শানদার স্থান, শহর, গ্রাম ছেড়ে কবরে আশ্রয় নিতে হবে। একে আসল আবাদী বলে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কবরের প্রথম রাতের দৃশ্য ঃ

আল্লাহর বান্দাগণ! কবরের প্রথম রাতের দৃশ্য অত্যন্ত নসীহতপূর্ণ। এই রাত নেক্‌কার বান্দাগণের জন্য অত্যন্ত আরামদায়ক আর বদ্‌কারদের জন্য ভয়ানক। মৃত্যুর পর যখন মূর্দাকে কবরে রাখা হয় তখন তার উপর প্রথম রাত চলে আসে। কেননা, এই রাত প্রত্যেকের উপর আসবেই। কবরের প্রথম রাতে প্রত্যেক নবাগত মূর্দাকে বলা হয়, তুমি সারা জীবনে অনেক রাত দেখেছ? কিন্তু আজকের রাতের মত আর দেখনি এবং আর দেখা হবেও না। অনেক দিন যাবৎ আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি, অবশেষে আজ তোমাকে পেলাম। আজ তুমি দেখবে আমি কী?

যদি তুমি দুনিয়া থেকে ভাল আমল নিয়ে আস তাহলে আমি তোমাকে নব দুলহার মত সাজিয়ে রাখব। তোমার আমলসমূহ স্থায়ী থাকবে। তোমার জীবন দৃষ্টান্তহীন হবে। তোমার ঈমান পরিপূর্ণ বুঝা যাবে। আল্লাহর সাথে তোমার মুহব্বতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। তোমার তাক্বদীর তারার মত জ্বলবে। তোমার মুহব্বতের এক ঢেউ চলবে। এক কথায় আজ তোমার জন্য সুখ আর সুখ। তোমাকে আজকে নেয়ামত দেয়ার জন্য আমি বাহানা হয়েছি। আমি প্রত্যেক দিক দিয়ে তোমার খাদেম হয়েছি। আমার সমস্ত কিছু তোমার জন্য সম্মান আর উচু মর্যাদা, তোমার পেরেশানীকে দূর করবে, তুমি কিয়ামত পর্যন্ত এখানে আরামে থাকবে। আর যদি দুনিয়া থেকে ভাল আমল আনতে না পার অর্থাৎ বদকার লোকদের জন্য কবরের প্রথম রাতে কবর বলবে, "আমি তোমাদের জন্য পেরেশানীর স্থান। আমি এমন এক আবদ্ধ স্থান যেখান থেকে কোন আওয়াজ বের হয় না। এর চতুর্পাশ্বে অন্ধকার শুধু অন্ধকার। এতে তোমাদের বদ আমলের কারণে শাস্তি দেয়া হবে। কবরের শাস্তি অত্যন্ত ভয়ানক যার তুলনা দুনিয়ার কোন কিছুর সাথে দেয়া যায় না। যদি তুমি আল্লাহকে ভয় করতে এবং আজকের কবরের জন্য কিছু ভাল আমল করতে, তাহলে আজ আমি তোমার জন্য ভাল আচরণ করতাম।" তাই ভাইগণ! চিন্তা কর এবং কবরের জবাবদিহিতার রাত তথা প্রথম রাতের জন্য তৈরী হও। আর কবরের অপমান থেকে নিজেকে হেফাজত কর।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কবরের প্রথম রাতের ব্যাপারে হযরত আনাছ ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, আমি কি তোমাদের দুই দিনের এবং দুই রাতের সংবাদ দেব না? এক দিন হল, কোন সুসংবাদদাতা তোমাদের নিকট আল্লাহর সন্তুষ্টির অথবা অসন্তুষ্টির বার্তা নিয়ে আসবে। দ্বিতীয় দিন হল, স্মরণ কর সেই দিনকে যখন তোমাদেরকে আল্লাহর সামনে স্বীয় আমলনামা নিয়ে উপস্থিত করা হবে। আর দুই রাতের প্রথম রাত হল কবরে প্রবেশের পর আগত রাত। এটা এমন এক রাত, যার দৃশ্য দেখে যে কেউ বুঝতে পারবে এরকম রাত আর দেখিনি। দ্বিতীয় রাত হল, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগের রাত। কেননা এর পরে আর কোন রাত আসবে না।

(বায়হাক্বী ফী শুয়াবুল ঈমান)

কবর রাতের পরীক্ষা ঃ

মূর্দাকে কবরে রাখার পর মানুষের প্রথম পর্বের পরীক্ষা শুরু হয়। কবরের ঐ পরীক্ষা, মূর্দার কাছে ফেরেশতাদের সাওয়াল-জাওয়াব করা, আলমে বরযখে যখন কেউ প্রবেশ করে তখন তার প্রাণ পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া হয়। কবরে মূর্দাকে রূহ ফিরিয়ে দেয়া আর বসিয়ে প্রশ্ন করাটা প্রত্যেকের জন্য একই। তবে জাওয়াবের ও প্রতিদানের ব্যাপারে বরাবর নয়। যা নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব ইন্‌শাআল্লাহ।

মুনকার- নকীরের হুলিয়া ঃ

মূর্দাকে যখন কবরে রাখা হয় তখন কালো বর্ণের দুইটি ফেরেশ্‌তা তার নিকট আসে। তাদের চক্ষুদ্বয়ের রং হবে নীল বর্ণের। তাঁদের একজনকে মুনকার, আরেকজনকে নকীর বলা হয়। যদি মূর্দা মুসলমান হয় তখন তাঁর থেকে প্রশ্ন করবে মুনকার নামের ফেরেশ্‌তা। আর যদি মূর্দা কাফির হয় তখন প্রশ্ন করবে নকীর নামের ফেরেশ্‌তা।

মুনকার-নকীরের অর্থ হল- অপরিচিত হওয়া। তাঁদেরকে কেউ চিনতে পারবে না। মূর্দার সামনে তাদের দৃশ্য হবে ভিনদেশী অপরিচিত লোকের মত। কেননা, এদেরকে ইতোপূর্বে আর দেখা যায়নি। মূর্দাদের কবরে তাদের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আগমন ঘটে বিভিন্ন অবয়ব ধারণ করে। যেমন- তাদের রং হবে কালো, চেহারা হবে কুশ্রী, চক্ষু হবে নীল রঙের আর ঝুলন্ত, যা দেখে মূর্দাগণ ভয়ে পালাতে চেষ্টা করবে। এই দৃশ্যটি আশ্চর্য্যজনক। তার হুলিয়ার ব্যাপারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم اِذَا اُقْبِرَ الْمَيِّتُ اَوْ قَالَ اَحَدُكُمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ اَسْوَدَانِ اَزْرَقَانِ يُقَالُ لِاَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالثَّانِىْ النَّكِيْرُ فَيَقُوْلَانِ مَاكُنْتَ تَقُوْلُ فِى هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ مَا كَانَ يَقُوْلُ هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ فَيَقُوْلَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْلُ هٰذَا ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِى قَبْرِهِ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فِى سَبْعِيْنَ ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيْهِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ نَمْ فَيَقُوْلُ اَرْجِعُ اِلىٰ اَهْلِىْ فَاُخْبِرُهُمْ فَيَقُوْلَانِ نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ الَّذِىْ لَا يُوْقِظُهُ اِلَّا اَحَبُّ اَهْلِهِ اِلَيْهِ حَتّٰى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَالِكَ وَاِنْ كَانَ مُنَافِقًا .... الخ - (ترمذى شريف)

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন কোন মূর্দা কিংবা তোমাদের কাউকে কবরে রাখা হয়, তখন কালো রং এবং নীল চক্ষু বিশিষ্ট দুইজন ফেরেশ্‌তা আসে, তাদের একজন মুনকার এবং দ্বিতীয় জন নকীর। তারা উভয়ে মূর্দাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি এই ব্যক্তি (রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম)'র ব্যাপারে কি বল? ঐ মূর্দা (মু'মিন হলে) উত্তরে বলবে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম। তখন ফেরেশ্‌তাদ্বয় খুশী হয়ে বলেন, আমরা জানতাম যে, তুমি এরূপ বলবে। অতঃপর ঐ মূর্দার কবরকে সত্তর হাত প্রশস্থ এবং নূরে ভরপুর করে দেয়া হবে। এরপর তাকে বলেন, তুমি আরামে ঘুমাও। মূর্দা বলে, আমি আমার পরিবারের দিকে ফিরে আমার সুখী জীবনের সংবাদ শুনাতে চাই। ফেরেশ্‌তাদ্বয় বলেন, তোমার কোন চিন্তা নাই, তুমি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দুল্‌হার মত ঘুমাও। এই ঘুম থেকে কেউ তোমাকে জাগাতে পারবে না। যতক্ষণ না আল্লাহ জাগাবে।

(তিরমিজী শরীফ)

আর যদি মূর্দা মুনাফিক হয়, তখন ফেরেশ্‌তাদ্বয়ের উত্তরে বলে, আমি লোকদের থেকে শুনেছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। তখন ফেরেশ্‌তাদ্বয় বলবে, নিশ্চয় আমরা জানতাম যে, তুমি এ রকম বলবে। ফেরেশ্‌তাদ্বয় জমীনকে হুকুম দিবে যে, তাকে জমীনের সাথে মিশিয়ে নাও। সাথে সাথে মিশিয়ে নিবে। এই শাস্তি কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

(তিরমিযী শরীফ)

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহ্‌লভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, যখন মূর্দাকে কবরে রাখা হয়, তখন দুইজন ফেরেশ্‌তা মানুষের আকার ধারণ করে আসবে। যার রং কালো আর চোখ হবে নীল। কালো রং নিয়ে আসার কারণ হলো যেহেতু কালো রংয়ের দ্বারা মানুষের অন্তরে বেশী ভয়ের উদ্বেগ হয় আর নীল চোখ নিয়ে আসার কারণ হলো, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখা। যেমন- এক শত্রু অন্য শত্রুর প্রতি গভীর দৃষ্টিতে দেখে। আর কেহ কেহ বলেন- নীল চোখ দিয়ে আসার কারণ দুশমনি প্রকাশ করা। যেমন- আরবেরা দুশমনকে নীল চোখ বলে অভিহিত করে।

(আশিয়াতুল লুময়াত)

ফেরেশ্‌তাদের ব্যাপারে এক বর্ণনায় হযরত আবু দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্নিত আছে যে, এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে এসে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন এক জ্ঞানের প্রতি উৎসাহিত করুন, যার দ্বারা আমি আখিরাতে নাজাত পাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তুমি ঐ বিষয়ে একটু চিন্তা কর যখন তোমাকে চার হাত লম্বা এবং দুই হাত চাওড়া স্থানে রাখা হবে আর তোমার আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বোন তোমায় ছেড়ে চলে আসবে। এই স্থানের উপর মাটি এবং কংকর দিয়ে চলে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আসবে। এরপর কবরে নীল রংয়ের চক্ষু ধারণ করে এলোমেলো মাথার চুল নিয়ে দুইজন ফেরেশ্‌তা আসবে, যাদেরকে মুনকার এবং নকীর বলে। এরপর তারা উভয়ে প্রশ্ন করবে, যদি তুমি সঠিক উত্তর দিতে না পার তাহলে তোমাকে কবরের যন্ত্রণাদায়ক আজাব ভোগ করতে হবে।

(বায়হাক্বী)

হযরত ইবনে আসাদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, হে উমর! বল তো ঐ সময় তোমার কি অবস্থা হবে যখন তোমার জন্য সাড়ে তিন হাত লম্বা এবং দেড় হাত চাওড়া জমি খোঁড়া হবে, তারপর মুনকার-নকীর ফেরেশ্‌তাদ্বয় কালো রংয়ের আকারে মাথার চুল এলোমেলো অবস্থায় আসবে এবং তাদের আওয়াজ বিজলীর মত গর্জন করবে। তারা জমীনকে দাঁত দিয়ে কামড়াতে থাকবে, তোমাকে জমীনে বসাবে আর ভয় দেখাবে। তখন ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমিও কি এর থেকে রেহাই পাব না? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। তবে আমি আল্লাহর সামনে তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব।

(বায়হাক্বী)

মুনকার - নকীরের সাওয়াল ও জাওয়াব ঃ

মুনকার- নকীর যখন প্রশ্ন করবে, من ربك তোমার প্রভূকে? মু'মিন জাওয়াব দিবে- ربى الله আল্লাহ আমার প্রভূ। মুনকার-নকীর দ্বিতীয় প্রশ্ন করবে, وما دينك তোমার ধর্ম কি? সে জাওয়াব দেবে- دينى الاسلام আমার ধর্ম ইসলাম। তারপর প্রশ্ন করবে, ماهذا الرجل الذى بعث فيكم তোমাদের মাঝে প্রেরিত ইনি কে? সে জাওয়াব দিবে, তিনি আল্লাহর রাসূল।

যখন ফেরেশ্‌তা তাঁকে জিজ্ঞেস করবে, আল্লাহ-ইসলাম ধর্ম এবং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর ব্যাপারে কতটুকু তোমার কাছে পৌঁছেছে? সে বলবে, আমি কোরআন পড়েছি এবং এর বালাগাত- ফাসাহাত দেখে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে, এটা কোন মানব রচিত কিতাব নহে, বরং এই কিতাব একটি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জ্বলন্ত মু'জিযা। যার চ্যালেঞ্জের ব্যাপারে আরবের বড় বড় সাহিত্যিক ও কবিগণ অক্ষম হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহরই কালাম। যখন আমি এর (কোরআনের) অর্থে চিন্তা-ভাবনা করি তখন এতে খুঁজে পাই উত্তম আখলাক বা চরিত্র। নেক আমলসমূহের গায়েবী সংবাদ এবং পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতের ঘটনাপুঞ্জি। এটা আল্লাহর কালাম হওয়ার ব্যাপারে আমার আরো বিশ্বাস জন্মে এই কারণে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম কারো থেকে পড়েননি এবং কারো লেখা- পড়ার জলসায় বসেননি। এ থেকে সুস্পষ্ট যে, এটা আল্লাহর কালাম, আর আল্লাহ হল আমার প্রভু। এর দলিল তিনি প্রভূ হওয়ার জন্য নিজেই ঘোষনা দেন যে, فَاعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ জেনে রাখ! নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। তিনি আরো বলেন, ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خالق كل شى আল্লাহ্ তোমাদের প্রভূ, তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় কবরের প্রথম জাওয়াব হল- আল্লাহ্ প্রভূ। আর দ্বিতীয় জাওয়াবের ব্যাপারে কোরআনে পাকে এরশাদ হয়েছে,

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র ইসলামই ধর্ম।" আরো এরশাদ হয়েছে-

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ .... الخ-

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম তালাশ করে তার ঐ ধর্ম কখনও কবুল হবেনা। এ থেকে বুঝা গেল, কবরে দ্বীন সম্পর্কে প্রশ্ন সত্য। তৃতীয় প্রশ্নের জাওয়াবের ব্যাপারে কোরআনে এরশাদ হয়েছে-

قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا-

অর্থাৎ হে হাবীব! আপনি বলে দিন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহর রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। এ থেকে বুঝা গেল- কবরে রাসূল সম্পর্কিত প্রশ্ন সত্য।

(মিশকাত, মিরকাত)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কবরের প্রশ্ন সম্পর্কে হাদীস শরীফ ঃ

হযরত আনাছ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- যখন মানুষকে কবরে দাফন করে তার আত্নীয়-স্বজন ফিরে যায় তখন ঐ মানুষ (মুর্দা) তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়, তারপর তার নিকট দু'জন ফেরেশ্তা এসে তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করে- তুমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বল? তখন সে (যদি মু'মিন হয়) বলবে- নিশ্চয় আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। অতঃপর ঐ ব্যক্তিকে বলা হবে তুমি তোমার ঠিকানা জাহান্নামের দিকে দেখ। ঈমানের বদৌলতে আল্লাহ তোমার এ ঠিকানা (জাহান্নাম) কে জান্নাত দিয়ে পরিবর্তন করে দিয়েছে। সেই ব্যক্তি এই অবস্থায় জাহান্নাম আর জান্নাত দু'টিই দেখতে পাবে। যদি উত্তর দাতা কাফির আর ফাসিক হয়ে থাকে তখন বলবে তাঁর (হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে আমি কিছুই জানিনা তবে লোকেরা যেভাবে বলেছিল আমিও তাই জানতাম। তখন পুনরায় তাকে বলা হবে তাহলে তুমি তাঁর সম্পর্কে জানতে না এবং চিনতে না। এই কথার পর তাকে কান আর গালের মধ্যবর্তী স্থানে হাতুড়ী দ্বারা এমনভাবে আঘাত করবে যে, সে উচ্চস্বরে চিৎকার দিতে থাকবে। এই চিৎকারের আওয়াজ জ্বিন আর মানুষ ছাড়া সৃষ্টির অপরাপর সকলেই শুনতে পাবে।

(বুখারী শরীফ)

হযরত আনাছ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, মুনকার-নকীর মূর্দার কবরে প্রবেশ করে মূর্দাকে বসাবে। যদি মূর্দা মু'মীন হয় তখন তার থেকে জিজ্ঞেস করবে 'কে তোমার প্রতিপালক?' তখন সে বলবে- 'আল্লাহ আমার প্রতিপালক'। অতঃপর জিজ্ঞেস করবে 'তোমার নবী কে? তখন সে উত্তর দিবে- 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম আমার নবী'। এর পর জিজ্ঞেস করবে- 'তোমার ইমাম কে?' সে উত্তর দিবে, 'আমার ইমাম কোরআন'। এসব উত্তরের পর তার জন্য কবরকে প্রশস্থ করে দেয়া হবে। অপরদিকে উল্লেখিত প্রশ্নগুলো যখন কাফের ও ফাসেক থেকে জিজ্ঞেস করা হবে তখন সে শুধু 'আমি জানিনা' আমি জানিনা' বলতে থাকবে। তখন তার কবরকে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আগুনের গরমে উত্তপ্ত করা হবে এবং তার কবরকে এমন সংকীর্ণ করা হবে যার ফলে তার হাঁড় গুলো ভেঙ্গে যাবে।

(দায়লামী শরীফ)

হযরত ইবনে আব্বাছ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, যখন মু'মিনের মৃত্যুর সময় অতি সন্নিকটে হয় তখন তার পাশে ফেরেশ্‌তা এসে সালাম দিয়ে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়। আর যখন সে মারা যায় তখন ফেরেশ্‌তা ও অন্যান্য মানুষদের সাথে জানাযায় উপস্থিত হয়। অতঃপর কবরে প্রবেশ করে প্রশ্ন করবে 'তোমার প্রভু কে? উত্তরে সে বলবে 'আমার প্রভূ আল্লাহ'। তারপর জিজ্ঞেস করবে তোমার সাক্ষ্য কি? উত্তরে সে বলবে-

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

আর নিম্নোক্ত আয়াত থেকে এটাই উদ্দেশ্য- يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت অতঃপর ঐ ব্যক্তির জন্য কবরকে প্রশস্থ করে দেয়া হবে। আর যদি মূর্দা কাফের হয় তখন তার থেকে উল্লেখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া যাবেনা। ফলে তাদের জন্য আল্লাহর এই বাণীই উল্লেখ করা যেতে পারে-

ويضل الله الظالمين

অর্থাৎ- আল্লাহ অত্যাচারীদের পথভ্রষ্ট করেন।

(বায়হাক্বী)

হযরত বারা ইবনে আযেব রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন মু'মিনকে কবরে বসানো হয় তখন তার নিকট ফেরেশ্‌তা পাঠানো হয়। অতঃপর সে বলে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। আর এটা হয় আল্লাহর ঐ বাণীর ফল যার অর্থ আল্লাহ মু'মিনদেরকে তাঁদের সাক্ষ্য অটুট রাখেন।

(বুখারী শরীফ)

হযরত সাঈদ বিন মুসায়্যিব রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এর নিকট আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যখন মুনকার-নকীরের আওয়াজ আর কবরের চাপ দেয়ার কথা বললেন, এটা শুনার পর দুনিয়ার কোন জিনিস আমার নিকট স্বাদ লাগেনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন- হে আয়েশা! মুনকার-নকীরের আওয়াজ মু'মিনের কানে এমন ভাবে হবে যেমন মা স্বীয় সন্তানকে কোলে নিয়ে আদর করে। আর যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তাদের জন্য ধ্বংস রয়েছে। কবর তাদেরকে এমন ভাবে চাপ দিবে যেমনিভাবে পাথরের মাঝখানে একটি ডিমকে চাপ দেয়া হয়।

(বায়হাক্বী)

হযরত বারা ইবনে আজেব রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে একটি নাতিদীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- দুইজন ফেরেশ্‌তা এসে মুর্দাকে প্রথমে বসাবে এবং প্রশ্ন করবে 'তিনি কে? যাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে'। মূর্দা জাওয়াব দেবে, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম। ফেরেশ্‌তা পুনরায় বলবে- তুমি কিভাবে জেনেছ? সে বলবে, আমি আল্লাহর কিতাব পড়ে তার উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁকে বিশ্বাস করেছি। আর কোরআনে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে- 'আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে তাদের অটুট কথার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন'। এই সময় আসমান থেকে এক আহবানকারী আহবান করেন- "আমার বান্দা সত্য বলেছে, তাই তার জন্য জান্নাতের বিছানা করে দাও, তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও, তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দাও।" অতঃপর যখন জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে, তখন ঐ দরজা দিয়ে খোশবু আসবে আর তার চোখ যতটুকু দেখবে ততটুকু কবর প্রশস্থ হয়ে যাবে। কিন্তু কাফির মূর্দার আলোচনা করতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- তার (কাফির) মধ্যে রূহ ফিরার পর দুইজন ফেরেশ্‌তা এসে প্রথমে বসাবে এবং জিজ্ঞেস করবে যে, তোমার প্রভু কে? সে উত্তর দিবে হায়! হায়! আমি জানিনা। দ্বিতীয় প্রশ্ন করবে তোমার দ্বীন কি? সে উত্তরে আফসোস করে বলবে হায়! হায়! আমি জানিনা। তৃতীয় প্রশ্ন করবে ইনি কে? যাকে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তোমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। সে উত্তরে বলবে, হায়! হায়! আমি জানিনা। ঐ সময় আসমান থেকে এক আহবানকারী এই বলে আহবান করবে যে, সে মিথ্যা বলেছে, তাই তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ কর এবং তাকে আগুনের পোশাক পরিধান করে দাও এবং জাহান্নামের একটি দরজা খুলে দাও যাতে সেখান থেকে গরম আর দুর্গন্ধ আসে। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- তার উপর (কাফিরের) কবরকে এমনভাবে সংকীর্ণ করা হবে যার ফলে তার এক পাশের হাঁড় অন্য পাশে চলে যাবে। তারপর ঐ কাফিরের জন্য একজন অন্ধ ও বোবা ফেরেশ্‌তা নির্দিষ্ট করা হবে, তার সাথে একটি লোহার হাঁতুড়ীও থাকবে। যদি ঐ হাঁতুড়ী দিয়ে দুনিয়ার কোন পাহাড়ে আঘাত করা হয় তাহলে ঐ পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বাতাসের সাথে উড়তে থাকবে। আর যখন ফেরেশ্‌তা ঐ হাঁতুড়ী দিয়ে মারে তখন জ্বীন আর মানুষ ছাড়া আসমান জমিনের মাঝখানে যা কিছু আছে সকলেই ওই আওয়াজ শুনে। এভাবে আঘাতের ফলে ঐ মূর্দাটি মাটির সাথে মিশে যায়। তারপর পুনরায় তাকে পূর্বের ন্যায় করা হয়।

(আবু দাউদ শরীফ, মসনদে আহমদ)

হযরত আমর বিন আস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মৃত্যুর আগে অসিয়ত করে যান যে, তোমরা আমার দাফন সম্পন্ন করে দীর্ঘক্ষণ কবরের পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। যেমন- একটি উটকে জবাই করে এর চামড়া তুলে নেয়ার পর মাংসকে সম্পূর্ণ টুকরো টুকরো করার যতক্ষণ সময় দরকার ততক্ষণ তোমরা আমার কবরের পাড়ে দাঁড়িয়ে দোয়া-দরূদ পড়তে থাকবে, যাতে আমার মুহাব্বত হাসিল হয় এবং মুনকার-নকীরের সাওয়ালের জাওয়াব সহজে দিতে পারি।

(মুসলিম শরীফ)

হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- আমি একদা এক জানাযার নামাযে রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, কবরে এই উম্মতগণের (মূর্দাগণ) পরীক্ষা নেয়া হবে। যখন মানুষকে দাফনকারীগণ দাফন করে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিদায় নেয় তখন মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা স্বীয় হাতে হাঁতুড়ী নিয়ে আসে এবং মূর্দাকে কবরে বসিয়ে জিজ্ঞেস করবে, তুমি তাঁর (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে কি জান? যদি সে মু'মিন হয় তখন সাথে সাথে বলে দিবে- 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই; মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল' ফেরেশ্‌তাগণ এটা শুনে বলবে, তুমি সত্যিই বলেছ।

অতঃপর তার সামনে জাহান্নামের একটি দরজা খুলে দেয়া হবে এবং তাকে বলা হবে যদি তুমি ঈমান গ্রহণ না করতে তাহলে আজ তোমার ঠিকানা ওখানে হত। কিন্তু ঈমানের কারণে আজ তোমার ঠিকানা জান্নাতে করা হয়েছে। ঐ ব্যক্তি জান্নাতের দরজা দেখে তথায় প্রবেশ করতে চাইলে ফেরেশ্‌তাগণ বলবে, একটু অপেক্ষা কর (কিয়ামত পর্যন্ত)। অতঃপর তার জন্য কবরকে খুলে দেয়া হবে। কিন্তু সে কাফির, ফাসিক আর মুনাফিক হলে তখন তার থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে প্রশ্ন করলে সে বলবে, আমি এই সম্পর্কে কিছুই জানিনা। তবে হ্যাঁ, লোকেরা যা বলত তাই জানতাম। তখন ফেরেশ্‌তা বলবে- এই দেখ। জান্নাতের দরজা। তোমার জন্য এই ঠিকানা ছিল, কিন্তু ঈমান না আনার কারণে আজ তোমাকে জাহান্নামের ঠিকানা গ্রহণ করতে হয়েছে।

(বায়হাক্বী ও আহমদ)

হযরত সূফিয়ান ছওরী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন মূর্দাকে 'তোমার প্রভু কে' বলে প্রশ্ন করা হয় তখন শয়তান কবরের এক পার্শ্বে এসে বলে আমিই তোমার প্রভু। 'হাকীমে তিরিমিজী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, শয়তান কবরে আসার দলিল আমরা আল্লাহর রাসূলের অন্য হাদীসে পাই। যেমন- ছরকারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- "হে আল্লাহ! তাকে (কবরের) শয়তান থেকে হেফাজত কর"। ইবনে শাহীন 'আচ্ছুন্নাহ' নামক কিতাবে স্বীয় সনদে বর্ণনা করেন- রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম ফরমান- তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে কবরের প্রশ্নের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জাওয়াব শিক্ষা দাও। রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম 'র এই আদেশের পর দেখা গেল আনসারী ছাহাবাদের কারো ইন্তিকাল হলে সাথে সাথে তাদেরকে মুনকার-নকীরের প্রশ্নের উত্তর কবরের উপর থেকে বলে দিত এবং তাঁরা তাদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে কবরের সাওয়াল-জাওয়াব শিক্ষা দিত।

(নাওয়াদেরুল উসূল)

হযরত যায়িদ বিন তা'রিফ বিজলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমার ভাইয়ের ইন্তিকাল হল, তখন আমি আমার কানকে তার কবরের সাথে লাগিয়ে মুনকার-নকীরের সাওয়াল-জাওয়াবের আওয়াজ শুনেছি।

(ইবনে আবিদ্দুনয়া)

হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এক জানাযা নামাজ পড়ে কবরস্থানে দাফন করার পর উপস্থিত সকলকে বললেন- তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য দোয়া কর। কেননা, তার থেকে এখন কবরে প্রশ্ন করা হচ্ছে।

(আবু দাউদ, বায়হাক্বী)

হযরত আতা ইবনে ইয়াছার রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, মূর্দাকে যখন কবরে রাখা হয় তখন সর্বপ্রথম আমলসমূহ তার বাম দিকে আসবে এবং বলবে যে, আমিই তোমার আমল। মূর্দা জিজ্ঞেস করবে আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কোথায়? আমল বলবে, সবাই দুনিয়াতে রয়েছে আজ তোমার জন্য আমি (আমল) ছাড়া কবরে আর কেউ নেই। আহমদ ইবনে আবি হাওয়ারী বলেন- ইব্রাহীম ইবনে ফজল আবুল মুলাইহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন মূর্দাকে কবরে রাখা হয়, তখন ভয় দেখানো জিনিসসমূহ তার সামনে উপস্থিত হয়, যেগুলো সে দুনিয়াতে ভয় করত অথচ সে আল্লাহকে ভয় করতো না।

(ইবনে আবিদ্দুনয়া)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ওয়ালিদ ইবনে উমর ইবনে ওয়াছাজ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, দাফনের পর সর্ব প্রথম কবরে মানুষের পায়ের দিকে একটু অনুভূতি হবে এবং মানুষ জানতে চাইবে যে, তুমি কে? তখন উত্তর আসবে, আমি তোমারই আমল।

(ইবনে আবিদ্দুনয়া)

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা এর সূত্রে বর্ণিত, যখন মূর্দাকে কবরে রাখা হয় তখন নেক আমলসমূহ তাঁর চারপাশে এসে তাকে পাহারা দেয়। যদি কোন গুনাহ তার মাথার দিকে আসতে চায় তাহলে তার তিলাওয়াতে কোরআনের সাওয়াবগুলো (মাথার উপর) দাঁড়িয়ে যায়। যদি (কোন গুনাহ) পায়ের দিকে আসতে চায় তাহলে তার মসজিদের দিকে পায়ে হেঁটে যাওয়ার যে সওয়াব হয়েছে তা তার পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে যায়। আর যখন (গুনাহ) হাতের দিকে আসতে চায় তখন হাতের অর্জিত সাওয়াব গুলো তার হাতের উপর বসে যায়, যদি মুখের দিকে আসতে চায় তখন তার যিকির করা এবং রোযা রাখার যে সাওয়াব তা তার মুখের দিকে থাকবে। এভাবে নামাজ এবং ধৈর্য্য এক পাশে থাকবে; যদি সাওয়াবের কোন কমতি হয় সাথে সাথে তা পূর্ণ হয়ে যাবে। মূলতঃ ঐ ব্যক্তির নেক আমলসমূহ তাকে আযাব থেকে এমনভাবে দূরে রাখবে যেমনিভাবে একজন ব্যক্তি বিপদের সময় তার আহ্‌ল বা পরিবারকে দূরে রাখে। এরপর ঐ ব্যক্তিকে বলা হবে, খোদা তোমাকে বরকত দান করুক। তুমি নিদ্রায় শুয়ে যাও। তোমার আর কোন চিন্ত নেই।

(ইবনে আবিদ্দুনয়া)

হযরত উবাদা ইবনে ছামিত রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত যে, যখন তোমরা রাত্রে কোরআন তিলাওয়াত করবে তখন বড় বড় আওয়াজ করে পড়বে। কারণ এতে শয়তান ও নাফরমান জ্বীন পলায়ন করে এবং আকাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণ ঘরে অবস্থানকারী ফেরেশ্‌তাদের সাথে মিলিত হয়ে তাঁর আওয়াজ শ্রবণ করে। এছাড়াও যখন সে নামাযে দাঁড়িয়ে কোরআন তিলাওয়াত করবে তখন স্বীয় ঘরের লোকজন এবং অন্যান্য পার্শ্ববর্তী লোকজনও তার থেকে এই ভাল অভ্যাসটি শিখে নেয় অর্থাৎ সবাই নামায পড়বে। এভাবে যখন একটি রাত অতিক্রম করবে তখন এই রাতটি আগত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

রাতকে নছিহত স্বরূপ বলবে- হে আগমনকারী রাত! তিনি একজন আল্লাহওয়ালা, তার জন্য তুমি সহজ হয়ে যাও। অতঃপর যখন ঐ ব্যক্তির মৃত্যু আসে তখন তার মাথার পাশে কোরআন এসে দাঁড়িয়ে যাবে। যখন লোকজন তাকে গোসল দিয়ে অবসর হবে তখন কোরআন তার বক্ষে এবং কাফনের ভিতরে প্রবেশ করবে, আর যখন কবরে তার নিকট মুনকার-নকীর এসে হাজির হবে তখন কোরআন তার বক্ষে এবং কাফনের ভিতরে প্রবেশ করবে আর যখন কবরে তার নিকট মুনকার-নকীর এসে হাজির হবে, তখন কোরআন তার এবং মুনকার-নকীরের মাঝখানে পর্দা হয়ে যাবে। মুনকার-নকীর বলবে- হে পর্দা (কোরআন) তুমি চলে যাও। আমরা তার থেকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই। পর্দা (কোরআন) বলবে- আল্লাহর কসম! এই ব্যক্তির ঠিকানা যতক্ষণ জান্নাতে দেখবনা ততক্ষণ পর্যন্ত নড়বোনা। তোমাদের কিছু করার থাকলে করে নাও। এরপর ঐ ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে বলবে- তুমি আমাকে চিনেছ? ঐ ব্যক্তি (ভীত অবস্থায় নরম সুরে) বলবে- ভাল করে চিনি নাই। তখন বলবে- আমি কোরআন; তোমাকে দেখেছি তুমি রাতে জাগ্রত থেকে আমাকে তেলাওয়াত করেছ; অথচ অন্যান্য লোকেরা তখন ঘুমে ছিল। আমাকে দিনে তিলাওয়াত করেছ অথচ অন্যান্য লোকেরা তখন তাদের কাজে ব্যস্ত ছিল। আমাকে তিলাওয়াতের কারণে চোখের গুনাহ আর কানের গুনাহ থেকে তুমি মুক্ত রয়েছ। তাই আজ আমিই তোমার একমাত্র উত্তম বন্ধু। তুমি জেনে রাখ! মুনকার-নকীর কবর থেকে চলে যাবে এবং কোরআন এই ব্যক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে জান্নাতের বিছানা, চাদর, আলোকরশ্মি আর সুরভিত ফুল এবং এক হাজার ফেরেশ্‌তার আবেদন জানাবে। আল্লাহ পাক তা কবুল করে ঐ ব্যক্তির (কোরআন তিলাওয়াতকারীর) জন্য, ফেরেশ্‌তাদের হুকুম দিবেন যে, তাকে বিছানা বিছিয়ে দাও। চাদর পায়ের নিচে দাও এবং ইয়াছমিন (জুঁই) ফুল তার বক্ষের পাশে রাখ। ফেরেশ্‌তা আল্লাহর আদেশমত তা করে দেবে। ঐ ব্যক্তি এই সুখ কিয়ামত পর্যন্ত কবরে ভোগ করতে থাকবে। অতঃপর সে নিজের পরিবারের নিকট প্রত্যেকদিন একবার অথবা দুইবার হাজির হয়ে বড় বড় আওয়াজ দিয়ে ভাল আমল করার হুকুম দেন এবং তাদের জন্য দোয়া করেন। যদি ঐ ব্যক্তির সন্তানদের মধ্যে কেউ কোরআনে হাফিজ হয় তাহলে সে অত্যন্ত খুশি হয়। আর যদি কোন

সন্তান মন্দ চরিত্রের হয় তাহলে ঐ সন্তানদের জন্য আফসোস করতে থাকে এবং কাঁদতে থাকে যেন সে মন্দ থেকে ভাল পথে ফিরে আসে।

(ইবনে আবিদ্দুনয়া)

হযরত মা'য়াজ ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- যে ঘরে আল্লাহর পবিত্র কালামুল্লাহ্ শরীফ (কোরআন) পড়া হয় ঐ ঘরে নূরের এক তাঁবু টাঙানো হয়; ঐ নূরের তাঁবু দেখে চলাচলকারী ফেরেশ্‌তাগণ বুঝতে পারে যে, নিশ্চয় এ ঘরে কোরআন তিলাওয়াত হয়েছে; যেমনিভাবে সমুদ্রে মুসাফিরগণ তারকা দেখে দেখে এবং অন্ধকার মরুভূমিতে মুসাফিরগণ তারকা দেখে পথ চলতে পারে। কিন্তু ঐ কোরআন তিলাওয়াতকারী মৃত্যুবরণ করলে সাথে সাথে ঐ ঘর থেকে ঐ নূর চলে যায়। ফলে ফেরেশ্‌তাগণও ঐ নূর দেখে না। তবে প্রত্যেক আসমানের ফেরেশ্‌তাগণ ঐ নূর দেখেনা। তবে প্রত্যেক আসমানের ফেরেশ্‌তাগণ কেয়ামত পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির মাগফেরাত বা ক্ষমা কামনা করে। আর যখন কোন মুসলমান রাতে দাঁড়িয়ে নামাযে কোরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে তখন এই রাত আগমণকারী রাতকে নছিহত স্বরূপ বলে- হে আগত রাত! তুমি এই বান্দার জন্য এই নির্দিষ্ট সময়কে দিয়ে দাও এবং তাকে ইবাদতের জন্য সহজ হয়ে যাও। যখন ঐ ব্যক্তি ইন্তেকাল করে এবং লোকজন কাফন তৈরীতে লিপ্ত থাকে তখন কোরআন একটি উত্তম আকৃতি ধারণ করে তার মাথার দিকে দাঁড়িয়ে থাকে। যখন তাকে দাফন করা হয় তখন কোরআন তার বক্ষে বসে। যখন তাকে কবরে রেখে মাটি দেয়া হয় এবং মুনকার-নকীর এসে উপস্থিত হয় তখন কোরআন মুনকার-নকীর আর ঐ ব্যক্তির মাঝখানে পর্দা হয়ে যায়। তারা উভয়ে কোরআনকে বলবে তুমি চলে যাও আমরা তার থেকে কিছু জিজ্ঞেস করি। কিন্তু কোরআন বলবে- খোদার কাবার কসম! এমন হতে পারে না। কেননা সে আমার বন্ধু, আমি তাকে সাহায্য না করে ছেড়ে যাব না। তার ঠিকানা যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে দেখবনা ততক্ষণ তার পাশে অবস্থান করব। অতঃপর কোরআন উক্ত ব্যক্তির দিকে ফিরে দেখবে এবং বলবে যে, আমি ঐ কোরআন যাকে তুমি বড় আর ছোট আওয়াজ দিয়ে সুন্দর করে পড়তে এবং ভালবাসতে। যখন তুমি আমাকে ভালবেসেছ আমিও

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তোমাকে ভালবাসি। আর আমি (কোরআন) যাকে ভালবাসি স্বয়ং রাব্বুল আলামীন তাকে ভালবাসেন। মুনকার-নকীরের কোন প্রশ্নে তোমাকে ভয় পেতে হবে না। মুনকার-নকীর প্রশ্নের পর যখন চলে যাবে কোরআন ঐ ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে বলবে- আমি আজ তোমার জন্য নরম ও অত্যন্ত আরামদায়ক বিছানা এবং সুন্দর সুন্দর চাদর বিছিয়ে দেব। এ জন্য যে, যখন অন্যান্য মানুষ ঘুম যেত তখন তুমি (জাগ্রত থেকে) আমাকে তিলাওয়াত করতে; যখন অন্যান্য মানুষ দিনে অযথা সময় ব্যয় করতো তখন তুমি আমাকে তিলাওয়াত করতে। এরপর কোরআন হঠাৎ করে আসমানের দিকে চলে যাবে এবং এই ব্যক্তির জন্য সবকিছু প্রার্থনা করবে। আল্লাহ কোরআনের আবেদন কবুল করবে। এক হাজার ফেরেশতা তাঁর জন্য নির্ধারিত করে দিবে এবং কোরআন ঐ ব্যক্তি থেকে জানতে চাইবে তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে কিনা? এরপর ফেরেশতা ঐ ব্যক্তিকে দুলহানের আচরণে বলবে- হে মহান অতিথি! তুমি উঠে বস। আমরা তোমার জন্য বিছানা বিছিয়ে দিই। এরপর তাঁর জন্য কবরকে চারশত মাইল পরিমাণ প্রশস্থ এবং রেশমি কাপড়ের এক নরম আসন প্রস্তুত করবে। মাথা এবং পায়ের দিকে পাতলা রেশমী কাপড় আর খণ্ডখঁচিত রেশমী দ্বারা এক পালঙ্ক তৈরী করবে এবং জান্নাতের নূরে ভরপুর এমন দু'টি প্রদীপ তাঁর মাথা ও পায়ের দিকে প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে । এরপর ডান পাশে কিবলা মুখী হয়ে এক ফেরেশতা তাঁর শরীরে ইয়াছমিন (জুঁই) ফুল ছিটাতে থাকবে (যেমন-বর্তমানে লাল গালিছা সম্বর্ধনা ও নতুন দুলহা বরণের সময় করা হয়)। কোরআন তাঁর খবরা-খবর পরিবার- পরিজনের কাছে পৌঁছিয়ে দেয় এবং তাঁর সাথে এমনভাবে থাকে যেমনীভাবে একজন সন্তান তার মায়ের সাথে থাকে। আর যদি ঐ ব্যক্তির কোন সন্তান কোরআন পড়ে তাহলে কোরআন তাকে সুসংবাদ দেয়। আর যদি কোন সন্তান খারাপ কাজ করে তাহলে তার সংশোধনের জন্য দোয়া করতে থাকে।

(বাজ্জার)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূরা সমূহের তিলাওয়াত মুক্তির পথ ঃ

হযরত ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, সূরা মূলক তিলাওয়াতকারীকে আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপদ রাখা হবে, যখন কবরের শাস্তি ঐ ব্যক্তির মাথার দিকে আসবে তখন সূরা মূলক বাধা দিবে এবং বলবে, তুমি এই ব্যক্তির নিকট থেকে চলে যাও; কেননা সে আমাকে সর্বদা তিলাওয়াত করত। আর যখন শাস্তি পায়ের দিকে যাবে তখন সূরা মুলুক দন্ডায়মান হয়ে বলবে যাও, তুমি চলে যাও। কেননা, সে আমাকে দন্ডায়মান হয়ে তিলাওয়াত করত।

(বায়হাক্বী)

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেন- হে ভাই! আমি তোমাদের এমন একটি হাদিস উপহার দিব যাতে তোমরা খুশি হয়ে যাবে। ঐ ব্যক্তি বলল অবশ্যই বলুন; তিনি বলেন, নিজে সূরা মুলুক পড়, নিজের স্ত্রী, সন্তান এবং প্রতিবেশীকে সূরা মুলুক শিক্ষা দাও। কেননা, এটা এমন এক সূরা যা পড়ার দরুণ কবর ও হাশরের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

(মসনদে ইমাম আবদুর রাজ্জাক)

হযরত খালেদ ইবনে মা'দান রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, কবরে যখন "আলিফ, লা'ম, মী'ম, তানযীল" সূরাটি তিলাওয়াতকারীগণকে প্রশ্ন করা হবে। তখন এই সূরাটি কবরবাসীর পক্ষ হয়ে আল্লাহর দরবারে বলবে- হে আমার আল্লাহ! আমি যদি তোমার কিতাবের অংশ হই তাহলে এই কবরবাসীর জন্য আমার সুপারিশ কবুল করুন। আর যদি তোমার কিতাবের অংশ না হই তাহলে কিতাব থেকে আমাকে বিলুপ্ত করুন এবং পাখির মত তাকে রহমতের পালক দিয়ে ঢেকে রাখুন। সূরা মুলকের শানেও এই রকম বর্ণনা রয়েছে। হযরত খালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এই সূরা না পড়ে কখনো ঘুমাতেন না।

(দারেমী)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু তায়লা আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম "আলিফ, লা--ম, মী--ম, তানযীল" না পড়ে কখনো ঘুমাতেন না।

(তিরমিজী)

হযরত আনাছ ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, ছরকারে দো'জাহাঁ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- এক ব্যক্তি মারা যায় এবং তাঁর কাছে কোরআনের সূরা 'তাবারক' ছাড়া অন্য কোন সূরা মুখস্ত ছিলনা। যখন তার কবরে শাস্তি দানকারী ফেরেশতা আসল তখন সূরা 'তাবারক' কে বললেন- তুমি কি উপস্থিত হয়েছ? তাহলে আমি চলে যাচ্ছি। আমার কাছে (আযাব দানকারী ফেরেশতা) তোমার জন্য, নিজের জন্য এবং ঐ ব্যক্তির জন্য লাভ-ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা নেই। যদি তুমি (সূরা) এই ব্যক্তির কল্যাণ বা শান্তি চাও তাহলে খোদার কাছে গিয়ে সুপারিশ কর। সাথে সাথে সূরাটি খোদার দরবারে উপস্থিত হয়ে বলবে- হে আমার প্রভূ! ঐ ব্যক্তি আমাকে তোমার কিতাব থেকে নির্বাচন করে পড়েছে এবং শিখেছে। তাই আজ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও। আর যদি আমি (সূরা) তোমার অংশ না হই তাহলে তোমার কিতাব থেকে আমাকে বাদ দাও। এই কথা শুনার পর আল্লাহ সূরাটিকে বলবে বোধ হয় তুমি নারাজ হয়েছ। কোরআন বলবে- হ্যাঁ, আমার নারাজ হওয়ার অধিকার আছে। খোদা তখন উচ্চস্বরে বলবে- যাও তুমি ঐ ব্যক্তির জন্য সুপারিশ কর। আমি সুপারিশ কবুল করলাম। এরপর সূরাটি 'আসমান থেকে কবরে এসে ফেরেশতাকে আল্লাহর এই সংবাদ দেবে, ফেরেশতা আযাব না দিয়ে চলে যাবে। এই সূরাটি স্বীয় মুখকে কবরবাসীর মুখের উপর রাখবে এবং বলবে- হে মুখ! তোমার সুসংবাদ রয়েছে যে, তুমি আমাকে অনেক পড়েছ। হে বক্ষ! তোমার সুসংবাদ রয়েছে যে, তুমি আমাকে মুখস্ত রেখেছ এবং পা কে বলবে- হে পা! তোমার সুসংবাদ রয়েছে যে, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে পড়েছ। আর এটা (সূরা) কবরে ভালবাসা সৃষ্টির জন্য রয়ে যাবে। যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এই হাদীস শরীফটি বর্ণনা করেন, তখন প্রত্যেক ছোট-বড়, গোলাম-স্বাধীন ব্যক্তি সূরাটি মুখস্ত করে নেন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এই সূরাটির অপর নাম রাখলেন 'সূরায়ে মুনাজ্জিয়া' বা নাজাত দানকারী সূরা।

(ইবনে আছাকের)

ইয়ামেনের কিছু মুত্তাকী-নেক্কার বান্দাহ থেকে বর্ণিত যে, একদা তাঁরা এক মুর্দাকে দাফন করে চলে আসার সময় হঠাৎ করে কবরে প্রহারের শব্দ শুনতে পান এবং কিছুক্ষণ পরে দেখলেন যে, এই কবর থেকে একটি কাল রঙের কুকুর বের হয়েছে। তাঁদের (মুত্তাক্বিদের) যিনি বয়োজৈষ্ঠ্য তিনি বলেন- তুমি (কুকুর) বরবাদ হয়ে যাও, তুমি কে বল? উত্তরে কুকুরটি বলল- আমি এই মুর্দার আমলসমূহ। বয়োজৈষ্ঠ্য বলেন- কবরে কি তোমাকে (আমলকে) মেরেছে, নাকি মূর্দাকে? কুকুর (আমল) বলল এই মুর্দার কাছে সূরা ইয়াছিন এবং অন্য কিছু সূরা মুখস্থ রয়েছে যার কারণে সূরাগুলো আমার (খারাপ আমলসমূহ) এবং মুর্দার মাঝখানে পর্দা হয়ে গেছে। এই কারণে আমাকে কবর থেকে চলে আসতে হয়েছে।

(রওজুর রায়্যাহিন)

এ ঘটনা থেকে বুঝা গেল, যদিও মানুষের অসংখ্য খারাপ আমলের দরুন কবর আযাবের যোগ্য হয়ে যায় কিন্তু কোরআনের মুহাব্বত থাকার দরুন, কোরআনকে তিলাওয়াতের দরুন, কোরআনের সূরা মুখস্ত করার দরুন ঐ ব্যক্তি কবর আযাব থেকে মুক্তি পায়।

হযরত ইবনে আব্বাছ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম আমাকে খবর দিয়েছেন- 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ কালিমায়ে তৈয়্যবা মুসলমানদের মৃত্যুর সময় কবর স্বরূপ আর কবর থেকে বের হওয়ার সময় ঐ কলেমা নাজাত স্বরূপ।

(দি'বাজ)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- কালিমা শরীফকে ওয়াজিফা হিসাবে পালনকারীদের জন্য কবরে এবং হাশরে কোন ভয় নেই।

(তাবরানী)

এই হাদীস শরীফটি তরীক্বতের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে; যেহেতু তরীক্বতের সবক পালনের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রায় সুন্নী পীরের সবকে বিশেষ করে আমাদের সিলসিলায়ে আলিয়া ক্বাদেরীয়ায় কালিমায়ে তৈয়্যবা তথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' রয়েছে। তাই আমাদের সিলসিলার পীর ভাই-বোনদের কবরে এবং হাসরে ভয়ের কোন কারণ নেই। যদি আমরা ঠিকমত হুজুর কেবলা শাহেন শাহে সিরিকোট (রহ.) এর অজিফা আদায় করি। *(অনুবাদক)*

ইবনে মুন্দা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় সনদে বর্ণনা করেন যে, আবু হাম্মাদ নামক এক মুত্তাক্বী বুজুর্গ জুমার দিন দুপুরের সময় এক কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তিনি কবরে কোরআন তিলাওয়াতের শব্দ শুনেছেন।

আবুল হাছান ইবনে বারা 'কিতাবুর রওজায়' বর্ণনা করেন যে, ইব্রাহীম নামক এক কবর খননকারী আমাকে বলেন যে, তিনি কবর খনন করার সময় একটি ইট পান। যখন ঐ ইটটি দ্বিখন্ডিত করলেন তখন এটা থেকে সুগন্ধি বেরিয়ে আসে। যখন কবরের আরো গভীরে যান তখন দেখলেন, একজন বৃদ্ধলোক বসে বসে কোরআন তিলাওয়াত করছেন (সুবহানাল্লাহ)।

(শরহুচ্ছুদুর)

ইবনে জারীর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু "তাহজীবুল আছার" নামক কিতাবে এবং আবু নাঈম ইবরাহীম ইবনে ছাম্মা নাহ্‌লী থেকে বর্ণনা করেন- আমি (ইবনে জারীর বা আবু নঈম) এক কিল্লার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কিল্লাবাসীগণ আমাকে বলল যে, আমরা যখন হযরত ছাবেত বুনানী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন তাঁর কবর থেকে কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করার আওয়াজ শুনতে পাই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(শরহুচ্ছুদর)

আবু নজর নিশাপুরী থেকে ইবনে মুন্দা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন যে, এক পরহেজগার কবর খননকারী বলেন- আমি এক কবর খনন করছিলাম। খনন করতে করতে একটু গভীরে গেলে হঠাৎ দেখলাম, একটি রাস্তা অন্য কবরের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। রাস্তার একটু ভিতরে দেখলাম, অত্যন্ত সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট, উত্তম রেশমী কাপড় পরিহিত এবং উন্নত খোশবুওয়ালা এক যুবক লাফিয়ে বসে পড়ল এবং কোরআন তিলাওয়াত করতে লাগল। যুবকটি আমার দিকে দেখে বলল, কি কিয়ামত হয়ে গেছে? আমি বললাম না। যুবকটি বললেন- হে দুনিয়াবাসী! তুমি যে মাটি খনন করেছ তা আবার পূর্ণ করে দাও। আমি তাঁর কথামত মাটি ভর্তি করে দিলাম।

(শরহুচ্ছুদর)

হাফেজ আবু বকর খতিব রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু স্বীয় সনদে বর্ণনা করেন যে, ঈসা ইবনে মুহাম্মদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন- আমি (ঈসা) আবু বকর ইবনে মুজাহিদকে স্বপ্নে দেখলাম যে, তিনি কবরে কোরআন পড়ছেন। বর্ণনাকারী বলেন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনিতো এখন মৃত, কিভাবে কোরআন তেলাওয়াত করছেন? উত্তরে তিনি বলেন- দুনিয়ায় প্রত্যেক নামাযের পরে এবং খতমে কোরআনের পরে আমি রাব্বুল আলামীনের দরবারে দুই হাত তুলে এই বলে ফরিয়াদ করতাম, ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাকে কবরে কোরআন তিলাওয়াত করার তাওফীক দান করুণ। আল্লাহ এটা কবুল করেছেন। (সুবহানাল্লাহ)

(শরহুচ্ছুদুর)

ইবনে মুন্দা, আবু আহমদ এবং হাকিম একত্রে জয়ীফ সনদের ভিত্তিতে তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন যে, তালহা বলেন- জঙ্গলে আমার কিছু মাল ছিল। মালগুলো আনার জন্য আমি জঙ্গলে যাই। ইত্যবসরে রাত হয়ে গেল। অতঃপর আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হেজাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর কবরের পাশে গিয়ে শুয়ে গেলাম। পরক্ষণে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কোরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ আমার কানে আসতে লাগল। অতঃপর এই ঘটনা আমি হুরকারে দো'জাঁহা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর দরবারে গিয়ে পেশ করলাম। হুরকার সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম বলেন- এটা হলো আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে হেজাম রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র আওয়াজ। হে তাল্হা! তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহ্ তায়ালা সমস্ত নেক্কার বান্দাদের রূহ কবজ করে একটি রুমালে করে জান্নাতের মাঝখানে টাঙিয়ে রাখেন। রাত এলে তাঁদের রূহকে কবরে আনা হয় আর সকাল হলে তখন পুনরায় জান্নাতে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

(শরহুচ্ছুদুর)

হযরত মুগীরা ইবনে হাবীব রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, কোন এক ব্যক্তি অন্য একজন ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর কবর থেকে সুগন্ধি বেরুচ্ছে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, কিসের সুগন্ধি? তিনি বলেন- এটা হল তিলাওয়াতে কোরআন এবং রোযার খোশবু বা সুগন্ধি।

(ইবনে আবিদ্দুনয়া)

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- একবার আমি নিজেকে জান্নাতে স্বপ্নে দেখেছি। তখন কোরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনেছি। জিজ্ঞেস করলাম তিনি কে? উত্তর আসল- তিনি হলেন হারেছা ইবনে নু'মান রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। আর খোদার অনুসৃত বান্দাহ্গণের এই রকমই প্রতিদান হয়।

(বায়হাক্বী)

নাসায়ী, হাকিম এবং বায়হাক্বী একসাথে 'শুয়াবুল ঈমান'- এ হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, একদা আমি রাতে শুয়ে গেলাম এবং নিজেকে জান্নাতে পেলাম। অতঃপর তথায় এক কোরআন তেলাওয়াতকারীর আওয়াজ শুনতে পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম ইনি কে? উত্তর আসল ইনি হলেন- হারেছা ইবনে নু'মান। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম বলেন- "পূণ্যের ফল এরূপই"

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এরূপ বাক্যটি তিনবার উচ্চারণ করেন। অর্থাৎ হারেছা ইবনে নু'মান তাঁর মায়ের খেদমতের কারণে জান্নাতে কোরআন পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

(নাসায়ী, বায়হাক্বী)

কিতাবুছ ছুন্নাহ্-তে হেলাল নামক বর্ণনাকারী হযরত ইবনে আব্বাছ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন- তিনি বলেন, মু'মিনকে কবরে একটি মছহাফ বা আসমানী কিতাব দেয়া হবে। যা দেখে দেখে সে পড়বে।

ইমাম কামালুদ্দীন ইবনে জমলকাফী "কিতাবু উম্মালিল মকবুল ফি যিয়ারাতির রাসুল" কিতাবে বলেন- মুর্দা কবরে কোরআন তিলাওয়াত করে। এই বর্ণনার ভিত্তিতে অনেক আউলিয়া কেরামের তিলাওয়াতে কোরআনের এবং নামায পড়ার দলীলও রয়েছে। যখন আউলিয়া কেরামের এই শান তখন চিন্তা করুন আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামগণের কিরূপ মর্যাদা হবে।

হযরত ইবনে আব্বাছ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, জনৈক সাহাবী কোন এক কবরের উপর তাঁবু টাঙ্গিয়ে অবস্থান করছিলেন। তিনি জানতেন না যে, এই স্থানটি কবর। অবস্থানের সামান্য পরে সে নিচের থেকে সূরা 'মুলক' তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পায়। সূরা 'মুলক' পড়া শেষ হলে সাহাবী রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর দরবারে দৌড়ে গিয়ে ঘটনা সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম কে অভিহিত করেন। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম বলেন এটাই (সূরা মুলক) আযাব থেকে মুক্তিদাতা এবং আযাবকে দূরীভূতকারী।

(তিরমিজী)

ইবনে মুন্দা, আছেম ছক্তী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমরা 'বলখ শহরে' একটি কবর খনন করছিলাম। তখন একটি গর্ত দেখলাম এবং ওটাতে একজন বৃদ্ধকে কোরআন তিলাওয়াত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করতে দেখলাম। ইয়াজিদ রেকাশী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন- যখন কোন মু'মিন এই অবস্থায় ইন্তিকাল করেন যে, কোরআনের কিছু অংশ তার মুখস্থ হয় নাই। তখন আল্লাহ তাঁর জন্য বাকী কোরআন মুখস্থ করণের জন্য একজন ফেরেশ্তা নির্ধারণ করে দেন। যাতে করে কিয়ামতের দিন সে কোরআনে হাফেজ হয়ে উঠে।

(ইবনে আবিদ্দুনয়া)

ঘটনা ঃ

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি খুব কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। একদিন আমরা তাঁর নিকট বসা ছিলাম। হঠাৎ ঐ ব্যক্তি বেহুঁশ হয়ে গেলে আমরা তাকে মৃত মনে করে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখলাম এবং চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে দিলাম। যখন তাকে গোসল দেয়ার জন্য খাটে তুললাম তখন সে নড়ে উঠল। আমরা সবাই 'সুবহানাল্লাহ' বলে উঠলাম এবং বললাম, আমরা মনে করেছি তুমি মরে গেছ। এটা শুনে অসুস্থ ব্যক্তিটি বলল- অবশ্যই আমি মরে গিয়েছিলাম। মরে যাওয়ার পর আমাকে কবরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। একজন সুন্দর ও খোশবুওয়ালা ব্যক্তি আমাকে কবরে নিয়ে রেখেছিল। কিন্তু হঠাৎ করে একজন কালো, দুর্গন্ধ ওয়ালা মহিলা আমার কাছে এসে আমার দোষ-ত্রুটিগুলো একটি একটি করে গণনা করতে লাগল ফলে আমি লজ্জিত হয়ে গেলাম। মহিলাটির সাথে তর্ক হতে লাগল। মহিলাটি বলল- চল আমার রুমে গিয়ে তর্ক-বিতর্ক করি। তার কথা মত আমি তার রুমে গেলাম এবং দেখলাম রুমটি অনেক বড় এবং চাঁদি ও রূপা দ্বারা সজ্জিত। ওটার এক কোণে দেখলাম একটি মসজিদ। এতে একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সূরা 'মুলক' পড়ার মাধ্যমে নামায আদায় করছে। সূরা 'মুলক' পড়তে পড়তে মাঝখানে গিয়ে আটকে যায়। আমি তাঁকে লুক্‌মা দি। যখন সে নামায থেকে ফারেগ হল তখন সে আমাকে বলল- তোমার কি এই সূরা মুখস্ত আছে? আমি বললাম- হ্যাঁ। এটা শুনার পর নামাযী তাঁর তাক থেকে একটি কিতাব বের করে ঐ ব্যক্তির সামনে পড়তে লাগলেন। কালো মহিলাটি তাঁর কাছে এসে বলল- এই লোকটি অনেক গুনাহ্ করেছে। এই কথা বলতে না বলতেই সুন্দর ও

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

খোশবুওয়ালা লোকটি হাজির হয়ে গেল এবং মহিলাটির কথাকে রহিত করে দিল এবং লোকটির সুন্দর আমলের বর্ণনা শুরু করে দিল। মসজিদের এক পার্শ্ব থেকে এক লোক এসে বলল, আসলে এই লোকটি যদিও নিজের জানের উপর জুলুম করেছে কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তা মাফ করে দিয়েছেন। এখনো ঐ অসুস্থ ব্যক্তির মৃত্যু হয়নি। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন- ঐ অসুস্থ লোকটি বলেন যে, তোমরা এই ঘটনাটিকে সামনে রেখে খেয়াল রাখবে, যদি আমি সোমবার ইন্তিকাল করি তাহলে আমার স্বপ্ন সত্য হবে এবং আমার মুক্তি হবে। আর যদি আমি সোমবারের দিন ইন্তিকাল না করি তাহলে তোমরা মনে করবে আমি যা দেখেছি তা মিথ্যে এবং অসুস্থতার কারণ। সত্যিই দেখা গেল ঐ ব্যক্তি সোমবার পর্যন্ত ভাল ছিল এবং সোমবারের আসরের সময় তিনি ইন্তিকাল করেন।

(ইবনে আবিদ্দুনয়া)

ঘটনা ঃ

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ছামুরা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন যে, একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট তাশরীফ আনেন এবং বলেন- আমি আজ রাত আশ্চর্য ও দুষ্প্রাপ্য কিছু জিনিস স্বপ্নে দেখলাম।

প্রথমতঃ

আমার উম্মতের একজন ব্যক্তিকে দেখলাম, মালাকুল মাউত ফেরেশতা তার জান কবজ করার জন্য আসলেন। এ সময়ে ফেরেশ্তা দেখতে পেলেন ব্যক্তিটি তার মাতা-পিতার সাথে সদাচারণ করছে। দেখার পর মালাকুল মাউত তার থেকে চলে যান।

দ্বিতীয়তঃ

আমার উম্মতের আরেকজনকে দেখলাম, কবরে তার চারপাশে কবর আযাবে ঘিরে ফেলল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তার অজুসমূহ এসে আযাবকে দূরিভূত করে দিল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তৃতীয়তঃ

আমার উম্মতের একজনকে দেখলাম, শয়তান তাকে ঘিরে ফেলল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তার সামনে যিকির (আল্লাহর যিকির সমূহ) এসে শয়তান থেকে রক্ষা করল।

চতুর্থতঃ

আমার উম্মতের একজনকে দেখতে পেলাম যে, আযাবের ফেরেশ্‌তা তাকে ঘিরে ফেলল। কিছুক্ষণ পর তার নামায এসে আযাবের ফেরেশ্‌তাকে দূরিভূত করল।

পঞ্চমতঃ

আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে দেখলাম, পিপাসার দরুণ জিহ্বা বের করে দিয়েছে এবং যেই হাউজের দিকে যায় সেদিকে বাঁধা হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে রোযা এসে ঐ পিপাসা এবং হাউজের প্রতিবন্ধককে দূরিভূত করল এবং ইচ্ছানুযায়ী পান করাল।

ষষ্ঠতঃ

আমার উম্মতের একজনকে দেখলাম, সে আম্বিয়াকেরামের জলসায় বসার নিকটবর্তী হলে তারা তাঁকে বের করে দেন। কিছুক্ষণ পরে তার জানাবাতের গোসল (স্বামী-স্ত্রী মিলনের পরে যে গোসল হয়) এসে ঐ প্রতিবন্ধককে দূর করে দেয় এবং তাঁকে ধরে আমার (ছরকারে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জলসায় বসিয়ে দেয়।

সপ্তমত ঃ

আমার এক উম্মতকে দেখলাম, তার চতুর্পার্শ্বে অন্ধকার শুধু অন্ধকার। অন্ধাকারের দরুন সে পেরেশান ও চিন্তিত। কিছুক্ষণ পরে তার হজ্জ ও ওমরা এসে ঐ অন্ধকারকে দুরীভূত করে নূর নিয়ে আসল।

অষ্টমত ঃ

আমার উম্মতের একজনকে দেখলাম, মু'মিনগণ অন্যদিকে মুখ করে তার সাথে কথা বলছে। কিছুক্ষণ পর আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন এসে ঐ আচরণ দূরীভূত করে এবং বলে- হে মু'মিনগণ! তোমরা তার সাথে সামনা-সামনি হয়ে কথা বল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নবমত ঃ

আমার উম্মতের একজনকে দেখলাম, তার হাত দিয়ে আগুনকে আটকে রেখেছে। যাতে আগুণে তার মুখ না পুড়ে। কিছুক্ষণ পরে তার দান-ছদ্‌ক্বা এসে তাকে এবং মুখকে রক্ষা করে।

দশমত ঃ

আমার উম্মতের একজনকে দেখলাম যে, আযাবের ফেরেশ্‌তাগণ তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ঘিরে রাখছে কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তার (দুনিয়ায়) দাওয়াত দেওয়া এবং তাবলীগ তথা ইসলামের বাণী পৌছার নেকীগুলো এসে তার আযাবকে দূর করে দিল এবং রহমতের ফেরেশ্‌তা তাকে পাহারা দিল।

একাদশ ঃ

আমার উম্মতের একজনকে দেখলাম যে, তার আমলনামা তার বাম বাহুর উপর উল্টা হয়ে পরে আছে কিন্তু কিছুক্ষণ পর তার খোদাভীতি (এর ছাওয়াব) এসে ঐগুলোকে (আমলনামাকে) ডান বাহুর উপর সুন্দর করে বসিয়ে দিল।

দ্বাদশ ঃ

আমার উম্মতের একজনকে দেখলাম যে, তার বাহুগুলো আমলনামাসমূহ থেকে আলাদা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে ঐ সমস্ত বস্তু এগিয়ে আসল, যা মৃত্যুর সময় তাকে পেরেশান করেছিল। ফলে তার আমলসমূহ বাহুর সাথে মিলে গেল।

ত্রয়োদশ ঃ

আমার উম্মতের একজনকে দেখলাম যে, সে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। এমতাবস্থায় আল্লাহর ভয়গুলো এসে তাকে জাহান্নামের কিনারা থেকে সরিয়ে দিল।

চতুর্দশ ঃ

আমার উম্মতের একজনকে দেখলাম যে, সে আগুনে পড়ে গেছে এবং এতে সে কান্না-কাটি করছে। কিছুক্ষণ পরে তার ঐ আমলসমূহ আসল, যা দুনিয়াতে সে আল্লাহর ভয়ে কান্না-কাটি করত ফলে সে আগুণ থেকে রক্ষা পায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পঞ্চদশ ঃ

আমার উম্মতের একজনকে দেখলাম যে, সে পুল ছিরাতের উপর দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে। কিছুক্ষণ পর তার আল্লাহ সম্পর্কে ভাল ধারণাগুলো এসে তার কম্পন দূর করে পুলছিরাত পার করে দিল।

ষষ্ঠদশ ঃ

আমার উম্মতের একজনকে দেখলাম যে, সে কোন সময় পাছা বা নিতম্ব হেছড়ে, আবার কোন সময় পা হেছড়ে পূলছিরাতের উপর চলছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তার আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ার সওয়াবগুলো এসে তাঁকে দন্ডায়মান করে দিল। ফলে সে দ্রুত পুলছিরাত পার হয়ে গেল।

সপ্তদশ ঃ

আমার উম্মতের একজনকে দেখলাম যে, সে যখন জান্নাতের দরজাসমূহের কাছে পৌছল তখন জান্নাতের সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর কালেমায়ে শাহাদাত এসে দরজাসমূহকে খুলে দিল এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিল।

অষ্টদশ ঃ

আমার উম্মতের কিছু মানুষকে দেখেছি যে, তারা ঠোঁটগুলোকে দাঁত দিয়ে কাটছে। জিজ্ঞেস করলাম এরা কারা? উত্তর আসল, এরা হলো চোগলখোর। অতঃপর কিছু মানুষ দেখলাম যাদের জিহ্বাগুলো উপরে লটকানো। জিজ্ঞাস করলাম এরা কারা? উত্তর আসল, এরা হল ঐ সমস্ত মুসলমান, যারা নারী-পুরুষের উপর মিথ্যা অপবাদ দিত।

(তাবরানী, নাওয়াদিরুল উছুল, তারগীব)

ঈমান নাজাতের কারণ হয় ঃ

বসরার কবরস্থানের নিকট হযরত মালিক ইবনে দিনার রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু দেখলেন যে, একটি লাশ শুধু চার জন ব্যক্তি বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। এদের পেছনে পঞ্চম কোন ব্যক্তি ছিল না। হযরত মালিক ইবনে দিনার কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার? এই মুর্দার কি কোন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী নাই? শুধু তোমরা চারজনে কেন বহন করছ? তারা উত্তর দিল- হুজুর এই ব্যক্তিটি অত্যন্ত বদকার এবং

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

গুনাহগার ছিল। এ কথা শুনে হযরত মালেক ইবনে দিনার রাদ্বিয়াল্লাহু ঐ চারজনকে দিয়ে জানাযার নামায পড়েন এবং নিজের হাতে কবরে রাখলেন। কবরস্থ করার পর নিকটস্থ একটি বৃক্ষের নিচে গিয়ে শুয়ে কবরের হাল-চাল পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি দেখলেন দুইজন ফেরেশ্তা এসে কবর ফেঁড়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন। একজন অন্যজনকে লক্ষ্য করে বললেন- তাকে জাহান্নামীদের সূচীতে অন্তর্ভূক্ত করুন। কেননা, তার এমন কোন শরীরের অংশ নেই যা থেকে গুনাহ্ বের হয় না। দ্বিতীয় জন বললেন- তার চক্ষুদ্বয়ের দিকে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন এবং কুকর্মের প্রতি তার দৃষ্টির গুনাহ দেখুন। কানদ্বয়ের দিকে দেখুন এবং কানের দ্বারা অর্জিত ভরপুর গুনাহসমূহ দেখুন। তার জিহ্বার দিকে দেখুন এবং এর দ্বারা অর্জিত গুনাহ সমূহ আর হাত দ্বারা কত জুলুম-অত্যাচার করেছে তার স্তুপ দেখুন। তার পায়ের দিকে দেখুন এবং পা দ্বারা অর্জিত গুনাহ্র পাহাড় দেখুন। সবগুলো গুনাহ্ শুধু গুনাহ্। অবশেষে এক ফেরেশতা তার অন্তরের প্রতি দেখে চিন্তা করতে লাগলেন এবং অন্যজনকে বললেন, এই ব্যক্তির অন্তরে ঈমানের সুগন্ধি পাওয়া যাচ্ছে। তাই তাকে নেক্কারদের তালিকায় লিখা দরকার। কেননা, আল্লাহ্ ঈমানের কারণে তার সমস্ত গুনাহ্ এবং ভুলকে মা'ফ করে দেন। এই ব্যাপারে দুইটি পংক্তি বলা হয়েছে যার বঙ্গার্থ নিম্নরূপঃ

ক) যখন মানুষ আমার কোন বান্দাহ্কে আমার ফরমাবরদারী বা অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকা দেখে, তখন তারা ফত্ওয়া দেয় যে, আমি (আল্লাহ) তার উপর রহমত বর্ষণ করিনা।

খ) আমার ধৈর্য্য হল অনেক বড়, সৃষ্টির উপর আমার ধৈর্যের কোন সঙ্কীর্ণতা নাই। আমার হুকুম এবং ইচ্ছাকে কোন ব্যক্তি সীমাবদ্ধ করতে পারে না।

মুর্দার কবর সঙ্কীর্ণ হওয়া ঃ

মূর্দাকে যখন কবরে রাখা হয় তখন কবর উভয় পার্শ্ব থেকে সঙ্কীর্ণ হতে থাকে। আর এই সঙ্কীর্ণ হওয়াকে কবরের কঠোরতা বলে। হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর এরশাদ অনুযায়ী কবরের সঙ্কীর্ণতার ফলে মূর্দার একবাহু অন্যবাহুর দিকে, সামনের হাড্ডি পেছনে, পেছনের হাড্ডি সামনে চলে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আসে। তবে আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং আল্লাহর মকবুল বান্দাহ্‌গণ এ থেকে (কবরের কঠোরতা থেকে) মাহফুজ থাকেন। কবরের কঠোরতা কাফির, মুশরিকদের জন্য আবশ্যক। মু'মিন মুসলমানদের কবর দেয়ার সময় একটু সঙ্কীর্ণ হলেও পরে ওটাকে প্রশস্ত করে দেয়া হয়। মু'মিনদের উপর কবরের কঠোরতা এই রকমই হয়। যেমনিভাবে একজন শিশু তার মাথা ব্যথা বা শরীরের অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যাথার দরুণ তার মাকে অভিযোগ করে, আর তার মা তার ব্যথার স্থানে অতি নরমের সাথে হাত বুলিয়ে দেয়। এভাবে (মা'র হাত বুলিয়ে দেয়ার মত) অধিকাংশ মু'মিনদের সাথে কবর কঠোরতা করে। তবে কঠিন কঠোরতা করেনা। যেমনিভাবে কাফির-মুশরিকদের সাথে কবরের কঠোরতা বা চাপ আসে। কবরের কঠোরতা বা চাপ রূহ এবং শরীর উভয়ের উপর পড়ে। এর পর মু'মিনদের জন্য নাজাত স্বরূপ কবরকে প্রশস্ত করে দেয়া হয়। হাদীস শরীফে রয়েছে-

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ ইবনে মায়াজ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর সম্পর্কে এরশাদ করেন যে, তিনি (সা'দ) এমন এক ব্যক্তি যাঁর মৃত্যুতে আরশ কেঁপে উঠেছে, আসমানের দরজাসমূহ খুলে গেছে এবং সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা তাঁর জানাযার নামাযে শরীক হয়েছে। তা সত্ত্বেও তাঁকে কবরের চাপ বা কঠোরতা দেয়া হল। পরে ওটা (আযাব) চলে গেল।

(নাসায়ী শরীফ)

উমর ইবনে আবি শায়বা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ছরকারে দো'জাঁহা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেছেন- কবরের চাপ থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। কিন্তু ফাতিমা বিনতে আছাদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা (কবরের চাপ থেকে) রেহাই পাবে। আরজ করা হল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার সন্তান হযরত কাশেম রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও কি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এটা থেকে রেহাই পাবে না? উত্তরে ছরকার সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম বলেন- হ্যাঁ, কাশেম ও ইবরাহীম কেউ চাপ থেকে রক্ষা পাবে না।

(কিতাবুল মদীনা)

হযরত আনাছ ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে, হযরত জয়নাব বিনতে রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকাল হলে আমরা তাঁর জানাযার নামায পড়ার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগলাম। জানাযার নামাযের পর তাঁকে কবর দিয়ে দিলে ছরকারে মদীনা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর চেহারা মোবারক চিন্তিত ও মলিন দেখা গেল। তিনি কিছুক্ষণ কবরের পারে বসে আসমানের দিকে তাকিয়ে রইলেন এবং আমরা তাঁর চেহারাকে আরও চিন্তিত দেখতে পেলাম। আবার কিছুক্ষণ পরে তার চেহারার পেরেশানি দূর হয়ে উজ্জ্বল এবং হাসি মুখ দেখতে পেলাম। জিজ্ঞেস করা হল- হুজুর! এখন আপনাকে আমরা পেরেশানি মুখে দেখলাম আবার কিছুক্ষণ পর হাসিমুখে দেখলাম, ঘটনাটি কি? হুজুর উত্তর দিলেন- আমি প্রথমে কবরের চাপের কথা স্মরণ করছিলাম এবং জয়নাবের দুর্বলতার কথাও স্মরণ করছিলাম। এই স্মরণগুলো আমার কাছে অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। তাই আমি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে তাঁকে কবরের চাপ কম দেয়ার জন্য দোয়া করি। অবশেষে দোয়া কবুল হয়। তারপরও দেখলাম জয়নবকে কবরের চাপ পেতে হল। চাপের আওয়াজ মানুষ ও জ্বীন ছাড়া অন্যান্য সকল প্রাণী শুনেছে।

(তাবরানী)

হযরত তামিমী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন- কবরের চাপের মূল কারণ হল, মানুষ ঐ কবরের মাটি থেকে সৃষ্টি। দীর্ঘদিন যাবৎ ঐ মাটি থেকে মানুষের অনুপস্থিত থাকার পর যখন (মৃত্যুর পরে) দেখা হয় তখন কবর এবং মানুষের মধ্যে আলিঙ্গন হয়। যেমনিভাবে কোন মায়ের হারানো সন্তানকে দীর্ঘদিন পরে পেলে তাকে মা জড়িয়ে ধরেন। তাই এই কবর আল্লাহর হুকুম-আহকাম মান্যকারীদের সাথে মুহাব্বতের সাথে অত্যন্ত নরম অবস্থায় আলিঙ্গন করে। আর যিনি আল্লাহর হুকুম আহকাম সঠিকভাবে পালন করেনি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কবর তাকে চাপ দিবে অসন্তুষ্ট অবস্থায়, যার ফলে ঐ ব্যক্তি কবরের চাপে কষ্ট পায়।

(ইবনে আবিদ্দুন্য়া)

হযরত ইবনে আব্বাছ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন- কবরের চাপ থেকে একমাত্র রেহাই পাওয়ার যোগ্যতা ছিল হযরত সা'দ ইবনে মায়াজ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর। কিন্তু তাঁকেও কবরের চাপ পেতে হয়েছে।

(বায়হাকী)

নিহাত ইবনে ছরি, ইবনে মুলাইকা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, কবরের চাপ থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। এমনকি সাহাবীয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম সা'দ ইবনে মায়াজ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু পর্যন্ত এটা থেকে রক্ষা পাননি। যার একটি 'রুমাল' পৃথিবী ও পৃথিবীর সমস্ত বস্তু থেকে উত্তম।

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত সা'দ ইবনে মায়াজ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র ঘটনা লিখার পর বলেন- আম্বিয়ায়ে কেরাম (আলাইহিমুস সালাম) কে কবরে চাপ দেয়া হবে না। আবু আইয়ুব আনছারী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত- এক বাচ্চাকে দাফন করার পর তিনি বলেন- যদি কেউ কবরের চাপ থেকে রেহাই পায় তাহলে একমাত্র এই শিশুরাই রেহাই পাবে।

(তাবরানী)

হযরত আলী ইবনে মুআয়্যাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'কিতাবুত তুআত ওয়াল ঈছয়ান' এর মধ্যে এক হাদীস শরীফ বর্ণনাকারীর বর্ণনা হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে উল্লেখ করেন, ঐ বর্ণনাকারী বলেন আমি একদা হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা এর নিকট ছিলাম। পার্শ্বে একটি ছোট বাচ্চার লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা কাঁদতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম- আপনি কাঁদছেন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কেন? হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা উত্তরে বললেন- ঐ বাচ্চার প্রতি কবরের চাপের করুণা করেই কাঁদছি।

হযরত ছুবকী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালনকারী মু'মিনগণকে কবর আযাব দেয়া হবে না। কিন্তু কবরের চাপ ভোগ করতে হবে।

(বাহারুল কালাম)

আবু কাছেম রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন- প্রত্যেক ব্যক্তির কবর সঙ্কীর্ণ হবে তবে কাফেরের কবর সঙ্কীর্ণ হবে স্থায়ীভাবে আর মু'মিনের কবর সঙ্কীর্ণ হবে সাময়িকভাবে। পরে তার (মু'মিনের) জন্য খুব প্রশস্ত করা হবে।

(কিতাবুর রূহ)

আবদুল মজীদ ইবনে আব্দুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত যে, আবদুল আজিজ বলেন- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর গোলাম হযরত নাফে' রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর ওফাত যখন নিকটবর্তী হল তখন তিনি খুব জোরে জোরে কাঁদতে লাগলেন। জিজ্ঞেস করা হল- তুমি কাঁদছ কেন? তিনি বলেন- আমি কবরের চাপের এবং সঙ্কীর্ণ হওয়ার আশঙ্কায় কাঁদছি। যা থেকে হযরত সা'দ ইবনে মায়াজ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু পর্যন্ত রেহাই পাননি।

(ইবনে আছাকের ও ইবনে আবিদ্দুন্য়া)

কবরের প্রশান্তি ঃ

'নেক্কার এবং আবেদ মু'মিনগণ যখন মুনকার-নকীরের সাওয়াল-জওয়াব সুষ্ঠভাবে দিয়ে দিবেন, তখন তাদের জন্য হুকুম দেয়া হবে, তাঁদের কবরকে বেহেশ্‌তের মত করে দাও এবং চোখের দৃষ্টি যতটুকু যায় ততটুকু কবরকে প্রশস্ত করে দাও। এক বর্ণনায় এসেছে যে, আসমান থেকে এক আওয়াজ প্রদানকারী এই বলে আওয়াজ দিবে যে, আমার বান্দা সত্য বলেছে। (কবরের প্রশ্নসমূহ সঠিক বলেছে) তাই তাঁদের জন্য তোমরা (ফেরেশতারা) বেহেশ্‌তের বিছানা বিছিয়ে দাও। আরেক রেওয়ায়েতে এসেছে, রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে ফেরেশ্‌তাদের হুকুম দেয়া হবে তাঁদের জন্য

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

জান্নাতের দরজা খুলে দাও। আল্লাহর ফরমান অনুযায়ী তাঁরা দরজা খুলে দিবে। আর মু'মিনদের কবর থেকে সুগন্ধিযুক্ত বাতাস বের হবে। অতঃপর তাঁদের কবরকে চতুর্দিকে সত্তর গজ প্রশস্ত করে দিবে এবং ফেরেশ্তা বলবে তোমরা নতুন বরের (দুলহার) মত ঘুমাও। এই ব্যাপারে হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর এরশাদ- হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- যখন ভাল আমলকারী মুর্দাকে কবরে রাখা হয় তখন ফেরেশতা এসে তাকে ভয়-ভীতিহীন অবস্থায় বসায়। অতঃপর তাকে বলে- তুমি কোন ধর্মে ছিলে? সে উত্তর দেয়, আমি ইসলাম ধর্মে ছিলাম। এরপর জিজ্ঞেস করে, এই ব্যক্তি কে? সে উত্তর দেয়- তিনি আল্লাহর মনোনীত রাসূল; যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে অসংখ্য দলিলাদি নিয়ে এসেছেন। ফেরেশ্তাগণ বলেন- আমরা তাঁর কথাকে বিশ্বাস করলাম। অতঃপর তাকে বলা হবে- তুমি কি আল্লাহকে কখনও দেখেছ? সে উত্তর দিবে, আল্লাহকে দেখা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এর পর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি সুড়ঙ্গ পথ করে দেয়া হবে এবং সে ঐ পথ দিয়ে দেখবে জাহান্নামিরা একে অপরকে প্রহার করছে। এরপর তাকে বলবে- তোমার জায়গা ওখানে ছিল। আল্লাহ তোমাকে এ থেকে হেফাজত করে জান্নাত দিয়েছে। এখন তুমি জান্নাতের ফুল, ফল, গাছ-গাছালির দিকে এবং জান্নাতে আরো যা কিছু আছে তাঁর প্রতি দেখ। আর এটাই হল তোমার আসল স্থান। যার উপর তোমার মৃত্যু হয়েছে। কিয়ামতের দিন তোমাকে এ অবস্থায় তোলা হবে। আর যখন খারাপ আমলকারী মূর্দাকে কবরে রাখা হয়, তখন ফেরেশ্তা এসে তাকে ভয়-ভীতি অবস্থায় বসায়। অতঃপর তাকে বলে- তুমি কোন ধর্মে ছিলে? সে উত্তর দেয়, আমি কিছুই জানিনা। এরপর জিজ্ঞেস করা হবে- এই ব্যক্তি কে? (অর্থাৎ মহানবী সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে) সে বলবে- আমি শুনেছি লোকে নাকি তাকে রাসুল বলত। তারপর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি সুড়ঙ্গ করে দেয়া হবে এবং বলা হবে তুমি জান্নাতের দিকে দেখ। সে জান্নাতের ফুল-ফলসহ বিভিন্ন মনোরম দৃশ্য দেখবে। এরপর তাকে জাহান্নামের সুড়ঙ্গ দিয়ে দেখতে বলবে। অতঃপর সে ওখানে দেখবে একে অপরের সাথে মারা-মারি করছে এবং তাকে বলা হবে এটাই তোমার নির্ধারিত স্থান। যার উপর তুমি

মৃত্যু বরণ করেছ এবং তোমাকে এর উপর থাকা অবস্থায় কিয়ামতের দিন তোলা হবে।

(ইবনে মাজা শরীফ)

কবর মু'মিনদের জন্য আরামের স্থান। কেননা, মু'মিনদের কবর জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান। মু'মিনগণ আলমে বরযখে কিয়ামত পর্যন্ত জান্নাতের সৌন্দর্য্য দেখে দেখে আনন্দ উপভোগ করবে। মু'মিনদের মৃত্যু হলে তারা দুনিয়ার যাবতীয় ধোঁকা থেকে রক্ষা পায় এবং কবরে তাঁদের পূর্ণ শান্তি লাভ হয়। কিয়ামতের দিন তাদেরকে স্থায়ীভাবে 'জান্নাতুল ফেরদৌসে' প্রবেশ করানো হবে।

হযরত মাছরূক রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন- মু'মিনদের জন্য কবরের চেয়ে সর্বোত্তম জায়গা আর নাই। কেননা তাঁদেরকে দুনিয়ার সমস্ত পেরেশানী থেকে মাহফুজ রাখেন এবং কবর আযাব থেকে মুক্তি দেন।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস উস্তাযুল উলামা আল্লামা আবদুল হামিদ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী (শায়খুল হাদীসঃ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া) আমাকে দেখলেই নছিহত স্বরূপ সর্বদা এ কথা বলতেন- "মাওলানা আব্বাছ! বল দেখি, মু'মিনদের জন্য উত্তম তোহ্ফা বা হাদিয়া কি? আমি কিছু বলতে না বলতেই তিনি বলে দিতেন-

"মৃত্যুই মু'মিনদের জন্য উত্তম উপহার"

এ কথা বলার পেছনে আমার উদ্দেশ্য হল, আমি দীর্ঘ দুই বছর তার রুমে অবস্থান কালে তাঁকে বিভিন্ন রোগে-শোকে স্বাভাবিক ও স্বাচ্ছন্দ্য অবস্থায় দেখতাম কিন্তু মৃত্যুর কোন ভয়-ভীতি তাঁর মধ্যে দেখতাম না। সর্বদা তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গণে প্রস্তুত ছিলেন। এটাই একজন খাঁটি মুসলমানদের বা ঈমানদারদের নিদর্শন। তাই আফসোস! সবাই চায় মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য। কিন্তু জেনে রাখা দরকার কেউ মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারবে না।

(অনুবাদক)

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জান্নাতের সুসংবাদ ঃ

হযরত জাফর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত ছাবেত বুনানী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে 'হা-মীম সিজদা' সূরাটি পড়তে পড়তে এই আয়াত পর্যন্ত পড়তে শুনেছি-

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ-

অর্থাৎ- নিশ্চয় যারা বলেছে- আল্লাহ আমাদের প্রভূ, অতঃপর এর উপরই অটল রয়েছে। তাদের নিকট ফেরেশ্তা প্রেরণ করবে যে, এখন তোমরা ভয় এবং চিন্তিত হয়োনা।

উল্লিখিত আয়াতটি পড়ে যখন ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়ালেন, তখন আমার (জাফর রহ. এর) একটি হাদীস শরীফ স্মরণ হল যে, যখন মু'মিনকে কবরে রাখা হয় তখন তাঁর নিকট দুইজন ফেরেশ্তা আসে এবং বলে- তুমি আজ ভয়-ভীতিহীন এবং কোন চিন্তা ছাড়া ঘুমাও। তোমার জন্য ঐ জান্নাত রয়েছে। যা তোমাকে ওয়াদা দেয়া হয়েছিল।

আল্লাহ পাক তাকে ভয় থেকে নিরাপদ রাখবেন। তাঁর চক্ষুকে ঠান্ডা করবেন। কিয়ামতের দিনের মুছিবত যখন মানুষদের ঢেকে ফেলবে তখন মু'মিনকে আল্লাহ পাক হেফাজত করবেন। কেননা আল্লাহ তাঁদেরকে পথ দেখিয়েছেন আর তারাও আল্লাহর সন্তুষ্টি হাছিল করেছেন।

কবর প্রশস্ত হওয়া ঃ

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- মু'মিনদের কবরকে ৭০ গজ প্রশস্ত করা হবে। তারা ইচ্ছানুযায়ী চলা-ফেরা করবে এবং তাঁদের কবর চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মত আলোকিত হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত আলী ইবনে মা'বাদ হযরত মায়াজ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন- তিনি বলেন আমি আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি বলুন, কবরে মানুষের কি অবস্থা হবে? তিনি বললেন- যদি কবরবাসী মু'মিন হয় তাহলে তাঁর কবর চল্লিশ গজ প্রশস্ত হবে।

হযরত উক্বা ইবনে আবি মুয়িত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন- আমি আহ্নাফ ইবনে কায়েছের জানাযায় শরীক হয়েছিলাম এবং তাঁর কবরে নেমে দেখলাম, তাঁর কবরকে আল্লাহর মেহেরবাণীতে অনেক প্রশস্থ করে দেয়া হয়েছে। আমি উপস্থিত সবাইকে দেখার জন্য বললাম কিন্তু তাঁরা এই দৃশ্য উপলব্ধি করতে পারলেন না।

(ইবনে আছাকের)

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, নাজ্জাশীর মৃত্যু বরণের পর আমরা তাঁর কবরে নূর দেখতে পেলাম।

(আবু দাউদ)

একটি কবরের দৃশ্যঃ

হযরত আবদুর রহমান আহমদ জু'ফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় সনদে বর্ণনা করেন যে, আমি কুফার মধ্যে এক যুবকের নামাযে জানাযায় শরীক হয়েছিলাম। যখন আমি তাঁর কবরের (পাকা করানোর জন্য) চার পাশে ইট লাগাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম একটি ইট পড়ে গেল, এর ভেতর দিয়ে আমি কাবা শরীফ এবং তাওয়াফরত অসংখ্য মানুষ দেখলাম।

(শরহুচ্ছুদূর)

ঘটনাঃ

হযরত আবু গালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, শাম দেশে এক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলে, সে তাঁর চাচাকে উদ্দেশ্য করে বলল, হে চাচা! যদি আল্লাহ এখন আমাকে আমার মায়ের দিকে ফিরিয়ে দেয়, তাহলে তিনি (মা) আমার সাথে কি রকম আচরণ করবে? উত্তরে চাচা বললেন- আমি খোদার কসম করে বলছি, তোমার মা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করে দিবে। এরপর ঐ ব্যক্তিটি (মৃত্যু নিকটবর্তী লোকটি) বলেন- যখন আমার মায়ের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এহছান আমার উপর এরকম তখন আমার উপর সৃষ্টিকারী খোদার এহছান এর চেয়েও অনেক বেশী। এই কথা বলতে না বলতে ঐ লোকটির মৃত্যু হয়ে গেল। অতঃপর চাচা দাফন করার জন্য কবরে প্রবেশ করে ইট দিয়ে কবর তৈরী করতে লাগলেন, হঠাৎ করে একটি ইট পড়ে গেলে ওটা দিয়ে তিনি নূর দেখতে পান।

(ইবনে আবিদ্দুনয়া)

কবরের কোণে কোণে মু'মিনের জন্য সাজ-সজ্জা করাঃ

হযরত ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম বলেন- যখন কোন মু'মিনের মৃত্যু হয় তখন কবরস্থানের কোণসমূহ মু'মিনের জন্য সাজ-সজ্জা করে এবং এই বলে আওয়াজ দেয় যে, আপনি আমার স্থানে দাফন হউন। কিন্তু যখন কোন কাফিরের মৃত্যু হয় তখন কবরস্থানে অন্ধকার সৃষ্টি হয় এবং কবরস্থানের কোণসমূহ আল্লাহর কাছে তার থেকে এই বলে বাঁচতে চায় যে, ওহে বদবখত, নাফরমান, লাঞ্ছিত! তুমি আমার থেকে দূর হয়ে যাও।

(তিরমিজী, ইবনে আসাকের, ইবনে মুন্দা)

কবর থেকে খোশবু আসাঃ

হযরত আবু নাঈম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, মুগীরা ইবনে হাবীব থেকে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইবনে গালিব দানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এক যুদ্ধে শহীদ হন। যখন তাঁকে দাফন করা হয়, তখন তাঁর জনৈক ভাই তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ভাই, কেমন আছেন? উত্তরে তিনি বলেন- জান্নাতে। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন- আপনি এগুলো কিসের কারণে পেয়েছেন? তিনি উত্তরে বলেন- আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ভাল ধারনা, তাহাজ্জুদের নামাজ এবং অধিকহারে উপবাস (রোযা) থাকার কারণেই পেয়েছি। তারপর জিজ্ঞেস করলেন- আপনার কবরে কি কারণে খোশবু আসে। উত্তরে তিনি বলেন- তিলাওয়াতে কোরআন এবং রোযা রাখার কারণে খোশবু আসে।

(শরহুচ্ছুদূর)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শাহাদাতের প্রতিদান ঃ

হযরত ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, এক আ'রাবী বা গ্রাম্যলোক হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর সামনে শাহাদাত বরণ করেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথার পাশে বসে অবস্থা লক্ষ্য করতে লাগলেন এবং কিছুক্ষণ পর মুচকি হাসি দিলেন। প্রশ্ন করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তার ব্যাপারে কি দেখলেন? ছরকারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম বললেন- আমি দেখেছি আল্লাহ তাঁর অনেক মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

বিবির কাফন ঃ

হযরত রাশেদ ইবনে ছাদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তির বিবি মারা গেলে সে ঐ রাতে অনেক মহিলাকে স্বপ্নে দেখেন কিন্তু তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীকে দেখলেন না। অন্যান্য মহিলা থেকে তিনি তাঁর স্ত্রী না আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন, তারা উত্তর দেন আপনি আপনার স্ত্রীর কাফনের কাপড় কম দেয়ার কারণে সে আপনার সামনে আসতে লজ্জা পায়। এই কথা শুনার পর লোকটি ছরকারে দো'জাহাঁ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর দরবারে দৌঁড়ে গিয়ে এ ঘঠনা বর্ণনা করেন। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম তাঁকে উদ্দেশ্য করে এরশাদ করেন- মনে রাখ! যদি কোন মুত্তাকী; দ্বীনদার ও আল্লাহওয়ালার ইন্তিকাল হয় তাহলে তাঁর কাফনের পর্যাপ্ত কাপড় দিবে। ইত্যবসরে এক আনসারী লোকের ইন্তিকালের সময় হলে তিনি আনসারীকে বলেন- ওহে ভাই! আমি আপনাকে আমার স্ত্রীর কাফনের কাপড় দিতে চাই। উত্তরে আনসারী লোকটি বলেন- যদি মুর্দা মুর্দাকে চিনে তাহলে আমি তা আমি পৌঁছে দেব। আনসারীর এ কথার পর লোকটি ২টি রঙিন জাফরানোর কাপড় এনে আনসারী লোকটির কাফনের সাথে রেখে দিলেন। এই রাতে লোকটি স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁর স্ত্রী কাপড় পরিধান করেছে। সুবহানাল্লাহ!

(শরহুচ্ছুদূর)

ঘটনাঃ

একবার ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কবরের পাশে কিছু লোক একটি কবর খনন করছিল। কিছু খনন করার পর তাঁরা অন্য একটি কবরে দেখলেন যে,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এক মূর্দার বক্ষের উপর কিছু ফুল সজ্জিত অবস্থায় রয়ে আছে। তাঁরা আরো বর্ণনা করেন 'বসরার' জমীনে এক পর্বত ভেঙ্গে পড়লে এতে হাউজের মত জায়গায় সাতটি কবর দেখতে পান। প্রত্যেকটি কবরবাসীর নিত্য-নতুন কাপড় এবং অক্ষত শরীর দেখতে পান এবং কবর থেকে মেশ্ক আম্বরের খোশবু আসছে। ঐ সব মৃত ব্যক্তির মধ্যে একজন যুবক ছিল। যার মাথায় চুল ছিল এবং ঠোঁট ভেজা ছিল যা দেখে মনে হয় সে এখন কিছু পান করেছে। তার চোখে সুরমা লাগানো ছিল। তার পেটের মধ্যে তলোয়ারের নিশানা ছিল। এই দৃশ্য দেখে উপস্থিত কিছু লোক তাঁর মাথার চুল নিতে চাইল। কিন্তু তাঁর চুলগুলো জীবিত লোকের মত শক্তভাবে মাথায় লেগে রয়েছে।

(শরহুচ্ছুদূর কৃতঃ সূয়ূতী)

<u>কবরে ভাল অবস্থা হওয়া ঃ</u>

হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুখাল্লেদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমার সম্মানিত পিতার ইন্তিকাল হলে তাঁকে দাফন করার জন্য আমি কবরে অবতরণ করলাম। এর পরে দেখলাম, পার্শ্ববর্তী একটি কবরের কিছু অংশ ভেঙ্গে পড়ে গেল এবং এ দিয়ে একটি নতুন কাফন পরিহিত লোক দেখলাম, যার বক্ষের উপর একটি তরতাজা ফুলের মালা রয়েছে। আমি এটা নিলাম পরে আবার রেখে দিলাম। এই দৃশ্যটি উপস্থিত সকলে অবলোকন করলেন।

(শরহুচ্ছুদূর)

<u>কবরে নেক্কার লোকদের মর্যাদা ঃ</u>

একদা এক লোক রাব্বুল আলামীনের দরবারে দু'হাত তুলে দোয়া করছে যে, হে মাওলা! আমার মৃত্যুর পর আমার মর্যাদার অবস্থানসমূহ দেখাও। ফরিয়াদ অনুযায়ী এক রাতে স্বপ্নে দেখলেন যে, কিয়ামত সংঘটিত হয়েছে, কবরসমূহ ফেঁটে গেছে, কবরসমূহে কোন কোন কবরবাসী উন্নত বিছানা সহকারে পালঙ্কে, আর কোন কবরবাসী রেশমী কাপড়ের বিছানায়, আর কোন কবরবাসী স্বর্ণ ও রৌপ্যের দ্বারা সজ্জিত পালঙ্কে, আর কোন কবরবাসী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শানওয়ালা পালঙ্কে, আর কোন কবরবাসী ফুলের উপর আরাম করছে। কেউ কবরে কান্নাকাটি করছে, আর কেউ খুশীর কারণে কাঁদছে।

স্বপ্ন অবলোকনকারী বুজুর্গ আরজ করল-মাওলা! যদি আপনি চান তাহলে সবাইকে এক ধরনের সুখ শান্তি দিতে পারেন। কিন্তু আপনি এই রকম তারতম্য করলেন কেন? কবরবাসীদের একজন উচ্চস্বরে বলে উঠল, হে ভাই! তুমি আজ স্বপ্নে যা দেখেছ তা মানুষের আমলের তারতম্যের কারণে মর্যাদার এরূপ ভিন্নতা। যেমন- যাদেরকে তুমি উন্নত শাহী বিছানা সহকারে পালঙ্কে দেখেছ তাঁরা হলেন- উত্তম চরিত্রবান ও নেক্কার ব্যক্তি। আর যাদেরকে রেশমী কাপড় এবং স্বর্ণ রৌপ্যের দ্বারা সজ্জিত পালঙ্কে দেখেছ তাঁরা হলেন শহীদগণ। আর যাদেরকে ফুলের পালঙ্কে দেখেছ তারা হলেন- রোযাদার। আর যারা শুধু কান্নাকাটি করছে, তারা হলেন- গুনাহগার। আর যারা খুশীতে হাসছে, তারা হলেন- খালেস তাওবাকারী। আর উঁচু মর্যাদাবানদের মধ্যে সমস্ত লোকও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একে অপরকে মুহাব্বত করে।

আল্লামা ইয়াফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই ঘটনাকে বিস্তারিতভাবে দলীলের মাধ্যমে বর্ণনা দিয়েছেন যে, তিরমিজী শরীফের হাদীসে রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন-

اَلْمُتَحَابُّوْنَ فِىْ اللهِ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ-

অর্থাৎ- আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে একে অপরকে ভালবাসার জন্য নূরের মিম্বর রাখা হয়েছে। যা দেখে নবী ও শহীদগণ পর্যন্ত ঈর্ষা করবে।

মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেকের মধ্যে আল্লাহর এরশাদ রয়েছে-

وَجَبَتْ مَحَبَّتِىْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِىَّ وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِىَّ
وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِىَّ-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ- যারা আমার (আল্লাহর) সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালবাসে, আমার সন্তুষ্টিতে বসে, আমার সন্তুষ্টিতে যিয়ারত করে এবং খরচ করে তাদের জন্য আমি আল্লাহর মুহাব্বত ওয়াজিব হয়ে যায়।

উল্লেখিত দুই হাদীসে কুদ্সী থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, আসহাবে মুরাতেব বা মর্যাদাবান ব্যক্তিগণ থেকে উদ্দেশ্য ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা উন্নত রেশমী বিছানায় উপবেশনরত। আর এটাই হল সর্ববৃহৎ মর্যাদার স্তর। এর সাথে সুখ, শান্তি, আনন্দ ও রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য এবং সৌন্দর্য থাকবে। আর এটাই হল বড় নিয়ামত।

(রওজাতুর রায়্যাহিন)

<u>ঘটনা</u> ঃ

হযরত মনসুর ইবনে আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এক শক্তিশালী যুবককে নামায পড়া অবস্থায় দেখেন যে, সে আল্লাহর ভয়ে কাঁপছে এবং অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে নামাজ আদায় করছে। মনসুর ইবনে আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এটা দেখার পর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলেন যে, তিনি আল্লাহর অলি। যখন যুবকটি নামায শেষ করলেন তখন হযরত মনসুর তাকে সালাম দিলেন এবং বললেন, হে ভাই, তুমি কি জান, জাহান্নামের একটি জায়গার নাম আছে 'লাজা' যাতে মানুষের হাড্ডি-মাংস খেয়ে ফেলে।

এ কথা শুনার পর যুবকটি বেহুঁশ হয়ে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে হুঁশ হলে সে হযরত মনসুর ইবনে আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে উদ্দেশ্য করে বলে- হে ভাই! আমাকে আরো কিছু শুনান। এরপর হযরত মনসুর নিম্মোক্ত আয়াতে করীমা তিলাওয়াত করেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ আর পাথর, যাতে নিয়োজিত আছেন পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাবের ফেরেশ্তাগণ। আল্লাহ যা আদেশ করেন তারা তার ব্যতিক্রম করেনা এবং যা আদেশ করা হয় তারা তাই করেন।

(সূরা আত্ তাহরীম, আয়াত-৬)

এই কালামটি শুনার পর যুবকটি ঢলে পড়ে যায় এবং কিছুক্ষণ পরে ইন্তিকাল করেন। আমি (মনসুর ইবনে আম্মার) তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সিনার উপর এই আয়াতের অংশটি লেখা দেখলাম-

فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ-

অর্থাৎ সে সু-উচ্চ জান্নাতে সুখী জীবন-যাপন করবে। তার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে।

-(সূরা-আল্ হাক্কাহ্, আয়াত - ২১-২৩)

ইন্তিকালের তৃতীয় রাতে মনসুর ইবনে আম্মার ঐ যুবকটিকে স্বপ্নে দেখেন যে, সে মূল্যবান পাথর জড়ানো এক জায়গার উপর বসা এবং তার মাথার উপর উজ্জ্বল একটি তাজ (মুখুট)। প্রশ্ন করা হল- হে যুবক! আল্লাহ তোমার সাথে কি আচরণ করেছেন? উত্তরে যুবকটি বললো- হে ভাই মনসুর! আল্লাহ আমার সারা জীবনের গুনাহ মাফ করেছেন এবং আমাকে বদরী সাহাবীদের মত সাওয়াব দিয়েছেন এমনকি এর চেয়েও বেশী দিয়েছেন। কারণ, বদরী সাহাবীগণ শহীদ হয়েছেন তলোয়ারের আঘাতে আর আমি শহীদ হয়েছি রাব্বুল আলামীনের কালাম দ্বারা।

(রওজাতুর রায়্যাহিন)

<u>কবরে আসন এবং প্রবাহিত হওয়া</u> ঃ

পরেহেজগার এবং আল্লাহওয়ালা একব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, একদা আমি একটি কবর খুড়ছিলাম। কিছুক্ষণ খুড়ার পর হঠাৎ দেখলাম যে, এক ব্যক্তি একটি আসনে বসে বসে কুরআন তিলাওয়াত করছে। যে আসনে বসে বসে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কুরআন তিলাওয়াত করছে এর নিচে একটি নদী প্রবাহিত আছে। এই দৃশ্য দেখে আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। অজ্ঞান অবস্থায় কয়েকদিন প্রবাহিত হওয়ার পর আমার জ্ঞান ফিরে এল। এরপর লোকদের কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করি। এক ব্যক্তি বলল, তুমি আমাকে ঐ ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাও। কিন্তু সেই রাতে আমি যখন শুয়ে পড়লাম, তখন দেখি, ঐ কবরবাসী আমাকে এই বলে হুঁশিয়ার করে দেয় যে, এই ঘটনা কখনো কাউকে বলবে না এবং আমার কবর চিনিয়ে দিবে না। এরপর আমি খালিস দিলে তাওবা করি এবং কাউকে ঐ কবরের সন্ধান দেই নাই।

(রওজাতুর রায়্যাহিন)

ফক্বীহ মুহিবুদ্দীন তাবারী (রাঃ) থেকে শেখ ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ হাজরামী একবার জানতে চান যে, হুজুর! কবরে মৃত্যু ব্যক্তিগণের কথা-বার্তার ব্যাপারে আপনার বিশ্বাস আছে কি? মুহিবুদ্দিন তাবারী জাওয়াব দেন-হ্যাঁ! আমার বিশ্বাস আছে। এমনকি কবরবাসীগণ আমাকে বলেন যে, আমার ঠিকানা জান্নাতে।

(রওজাতুর রায়্যাহিন)

ঘটনাঃ

একদা শায়খ আলী রওদবারী রহমাতুল্লাহী আলাইহি এর খানকাহ্ শরীফে দরবেশের একটি দল এসে অবস্থান নেয়। এদের মধ্যে থেকে একজন দরবেশ অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থ দরবেশের সাথীগণ তার খেদমত এবং সুস্থতার জন্য বিভিন্ন ঔষুধপত্র খাওয়াতে থাকে। কিন্তু এতেও কোন ফল হল না বরং অসুস্থতা আরোও বেড়ে যায়। অসুস্থ দরবেশের সাথীগণ একবার তাদের শায়খের কাছে তার দীর্ঘদিনের অসুস্থতার কথা বলে। শায়খ বলেন, হে-আমার ভাইগণ! তাঁর দায়-দায়িত্ব আমি নিলাম।

ইমাম বুখারী (রঃ)'র ওফাতের ঘটনা ঃ

ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র ইন্তিকালের পরে নামাজে জানাযা আদায় করে যখন তাঁর লাশ মোবারক কবরে রাখা হয়, তখন কবর মিশক আম্বরের সুগন্ধিতে ভরপুর হয়ে যায়। এই দৃশ্য দেখে লোকজন দীর্ঘদিন যাঁবৎ তার কবরে আসা-যাওয়া করতে থাকে এবং তার কবরে থেকে মাটি হাতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নিয়ে ঘ্রাণ টেনে আশ্চর্য বোধ করে। একদা একজন ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, আমি স্বপ্নে দেখলাম, ছরকারে দো'জাহা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদেরকে নিয়ে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর কবরের স্থানে হাজির হলেন। আমি তাদের সামনে গিয়ে সালাম পেশ করলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম আমার সালামের জাওয়াব দেন। আমি আরজ করলাম ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি এখানে কি জন্য এসেছেন? ছরকারে দো'জাহা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন-আমি এখানে ইমামুল মুহাদ্দিসীন ইমাম বুখারীর জন্য অপেক্ষায় রয়েছি। (অর্থাৎ ইমাম বুখারী আজ ইন্তেকাল করেছে তাই আমি তার সম্মানার্থে এখানে দাঁড়িয়েছি)। বর্ণনাকারী বলেন-এই স্বপ্ন দেখার কিছুদিন পরে আমি খোঁজ নিয়ে দেখলাম ঐ দিনই ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তেকাল করেছেন।

(মেরকাত ১ম খন্ড)

কবর ফুলে-ফলে ভরপুর হওয়া ঃ

হযরত উমর ইবনে যর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত যে, যখন মুসলমানকে কবরে প্রবেশ করা হয় তখন তাঁকে উচ্চস্বরে বলা হয় তুমি কি আল্লাহকে মান্যকারী না অমান্যকারী? যদি সে নেক্কার হয় তখন কবরের এক প্রান্ত থেকে একজন আওয়াজ দেয় যে, হে কবর! তুমি এ ব্যক্তির জন্য ফুলে-ফলে ভরপুর হয়ে যাও এবং তাঁর জন্য রহমত হয়ে যাও। কেননা, সে আল্লাহর সর্বোত্তম বান্দা।

(ইবনে আবিদ্দুন্য়া)

কবরে মু'মিনদের খুশী হওয়া ঃ

হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে, এ থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হয়েছে যে, মু'মিনকে যখন বলা হবে আল্লাহ তোমার জন্য জাহান্নামের পরিবর্তে জান্নাতকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই কথা শুনার পর মু'মিন খুশী হয়ে ফেরেশ্তাদেরকে বলবে, আমাকে একটু অনুমতি দিন, যাতে আমি এই ঘোষণা আমার পরিবারকে জানাতে পারি, কিন্তু ফেরেশ্তাগণ তাঁকে এই অনুমতি দিবে না। আর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কাফেরকে বলবে আল্লাহ তোমার জন্য জান্নাতের পরিবর্তে জাহান্নাম নির্ধারণ করেছেন।

(আহমদ ও বায়হাক্বী)

মু'মিন এবং মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য ঃ

হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে যে অবস্থায় ইন্তিকাল করবে সে অবস্থায় কিয়ামতের দিন উঠবে। অর্থাৎ মুসলমান ঈমান নিয়ে আর মুনাফিক স্বীয় নেফাক্বত নিয়ে উঠবে।

(তাবরানী)

হযরহ খুজায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর সাথে এক জানাযার নামাযে শরীক হলাম। যখন ছরকারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম কবরস্থানের একটি কবরে পৌছেন তখন হঠাৎ কবরের এক পাশে বসে গেলেন এবং কবরের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। এক পর্যায়ে তিনি এরশাদ করেন- এতে (কবরে) মু'মিনকে এমনভাবে ধাবানো হয়, ফলে তার হাড্ডি আসল স্থান থেকে নেড়ে যাবে। আর কাফিরের কবর আগুন দিয়ে ভরে দিবে।

(আহমদ ও বায়হাক্বী)

কবরে মু'মিনের বিশ্রাম ঃ

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, মৃত্যুর সময় যখন মানুষের রূহ বের হয়ে যায় তখন ফেরেশ্‌তা বলে- পাক রূহ পাক শরীর থেকে এসেছে। অতঃপর যখন তাকে (মৃতকে) ঘর থেকে কবরের দিকে নেয়া হবে তখন ফেরেশ্‌তাও তাড়াতাড়ি করে নেয়াকে পছন্দ করে। এরপর যখন তাকে কবরে রাখা হয় তখন মুনকার-নকীর এসে তার মাথা পাকড়াও করতে চাইবে কিন্তু তার সিজ্‌দা (নামায) ফেরেশ্‌তাকে পাকড়াও করতে বারণ করবে। এরপর ফেরেশ্‌তাগণ তার পেট পাকড়াও করতে চাইবে কিন্তু তার রোযা তাকে পাকড়াও করতে বারণ করবে। এরপর ফেরেশ্‌তা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তার হাত পাকড়াও করতে চাইবে কিন্তু তার ছাদ্‌কা (যা দুনিয়াতে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছে) এসে পাকড়াও করতে বারণ করবে। এরপর ফেরেশ্‌তা তার পা পাকড়াও করতে চাইবে কিন্তু তার দন্ডায়মান হওয়া (নামাযের জন্য) এসে পাকড়াও করতে বারণ করবে। এরপর মু'মিনের আর কোন বালামুছিবত আসবে না। অতঃপর মু'মিনকে স্বীয় অবস্থান জান্নাত দেখানো হবে। তা দেখে মু'মিন খোদার দরবারে ফরিয়াদ জানাবে- হে আমার প্রভূ! আমাকে দ্রুত বেহেশ্‌তে পৌছিয়ে দাও। তার উত্তরে প্রভূ বলবে, তোমার ভাই-বোনকে সাথে নিয়ে শান্ত অবস্থায় এতে শুয়ে যাও।

অন্যদিকে যখন কাফিরের রূহ তার শরীর থেকে বের হয় তখন ফেরেশ্‌তা বলে- দুষ্টরূহ দুষ্ট শরীর থেকে বের হয়েছে। অতঃপর যখন তাকে কবরের দিকে নেয়া হবে তখন ফেরেশ্‌তা তার লাশ দেরিতে নেয়াকে পছন্দ করে। অথবা সে দেরিতে যাওয়াকে পছন্দ করে এবং চিৎকার দিয়ে বলে- আমাকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছ? এরপর যখন তাকে (কাফেরকে) কবরে রাখা হবে এবং তার অবস্থা দেখবে তখন সে আহাজারী করে বলবে- হে আমার প্রভূ! আমাকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন; যাতে আমি পূণ্যকাজ করে আসতে পারি। (এতদিন আমি জানতাম না যে, কবরে এমন অবস্থা হবে) তখন তাকে বলা হবে দুনিয়াতে যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। এরপর তার কবরকে সঙ্কীর্ণ করা হবে যাতে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। চারিদিক থেকে বিষাক্ত সাপ, বিচ্ছু তাকে দংশন করতে থাকবে।

(ইবনে আবিদ্দুনয়া)

কবরের আযাবঃ

কবরের আযাব সত্য। দুনিয়ায় খারাপ কাজ করার কারণে কবরে আযাব হয়। কবরের আযাব এক প্রকার শাস্তি যা আল্লাহ তা'য়ালা পাপীদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। আর এ প্রকার শাস্তি মৃত্যুর পর পরই পাপীদের জন্য শুরু হয়ে যায়। হযরত আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী (রাঃ) লিখেন যে, আযাব শব্দটি আরবী আযাবা (عَذَبَ) শব্দ হতে নির্গত। যার অর্থ হল বাঁধা দেওয়া এবং বিরত থাকা। যেহেতু আযাব মানুষকে আল্লাহর বিধানাবলী তথা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের বিরোধিতা করতে বলেছেন। অথবা "আযাব"

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শব্দটি আরবী عذب থেকে নির্গত, যার অর্থ মিষ্টি পানি। যেহেতু খারাপ কাজ করার দরুন মানুষকে এমন আযাবের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে যেমনিভাবে একজন মানুষ মিষ্টি পানির স্বাদ গ্রহণ করে। এ দৃষ্টি ভঙ্গির দিক থেকে আযাবকে "আযাব" বলা হয়।

(আশিয়াতুল লুমাত)

<u>আযাবের ব্যাপারে আল্লাহর ফরমান</u> ঃ

কবরের আযাব মুর্দাকে কবর দেয়ার পর পরই দ্রুত শুরু হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

مما خطيئتهم اغرقوا فادخلوا نارا- فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا-

অর্থাৎ- তাদের গোনাহ সমূহের দরুণ তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে, অতঃপর দাখিল করা হয়েছে জাহান্নামে। অতঃপর তারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কাউকে সাহায্যকারী পায়নি।

(সূরা নূহ ঃ আয়াত-২৫)

নূহ আলাইহিস সালাম এর তুফানের সময় যখন তাঁর (নূহ) নাফরমান জাতি শাস্তি স্বরূপ ডুবে গেল অর্থাৎ যখন সমস্ত লোক মৃত্যুবরণ করল তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হঠাৎ আগুনের আযাবে নিক্ষেপ করে দিলেন। কেননা, মৃত্যুর পর তাদের ঘরে চলে গেল এবং তাদের উপর আযাব নাজিল হল। অন্যত্রে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم و ادبارهم وذوقوا عذاب الحريق - ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد -

অর্থাৎ- আর যদি তুমি দেখ, যখন ফেরেশ্তাগণ কাফেরদের জান কবজ করে প্রহার করে, তাদের মুখে এবং তাদের পশ্চাদদেশে আর বলে, জ্বলন্ত আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর। এই হলো সে সবের বিনিময় যা তোমরা তোমাদের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পূর্বে পাঠিয়েছ নিজের হাতে। বস্তুতঃ এটি এ জন্য যে, আল্লাহ বান্দার উপর জুলুম করেনা।

(সূরা আনফাল ঃ আয়াত -৫০ ও ৫১)

অত্র আয়াত থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যায়- খারাপ আমলকারী লোকের আযাব কবর দেওয়ার সাথে সাথে শুরু হয়ে যায়। আর এই আযাব ঐ সমস্ত গুনাহের শাস্তি স্বরূপ যা সে দুনিয়াতে অর্জন করেছিল। অন্যত্রে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون -

অর্থাৎ- বড় আযাব এর শাস্তির পূর্বে অবশ্যই তাদেরকে ছোট আযাব আস্বাদন করাব। যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।

(সূরা সিজদা ঃ আয়াত -২১)

এই আয়াতে ছোট আযাব বলতে কবরের আযাব উদ্দেশ্য আর বড় আযাব বলতে কিয়ামতের আযাব উদ্দেশ্য। যেহেতু কিয়ামতের আযাব হবে জাহান্নামের মাধ্যমে যা হবে উত্তপ্ত আগুন আর আগুন। তাই জাহান্নামের আগেকার আযাব হবে কবরে যা জাহান্নামের আযাবের তুলনায় ছোট আযাব।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অন্যস্থানে এরশাদ করেন-

فوقه الله سيات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ج يوم تقوم الساعة قف ادخلوا ال فرعون اشد العذاب

অর্থাৎ- অতঃপর আল্লাহ তাকে তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং ফেরাউন গোত্রকে শোচনীয় আযাব গ্রাস করল। সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যে দিন কেয়ামত সংগঠিত হবে সে দিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে কঠিনভাবে আযাবে দাখিল কর।

(সূরা মু'মিন ঃ আয়াত -৪৫ ও ৪৬)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এ আয়াতদ্বয় থেকে বুঝা যায় যে, ফেরাউনের অনুসারীদের মৃত্যুর পরে খারাপ আমলের কারণে আযাবের মধ্যে থাকবে। আর এই আযাব তাদের কবরের উপর সকাল-সন্ধ্যা চলতে থাকে উত্তপ্ত আগুনের স্ফুলিঙ্গ হয়ে যা কেয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর চলতে থাকবে। আর কিয়ামতের আগ পর্যন্ত আযাবকে কবরের আযাব বলা হয়। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে-

وَاَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذَالِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ هُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ -

অর্থঃ গুনাহগারদের জন্য এছাড়া আরও শাস্তি রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানেনা।

(সূরা তূর ঃ আয়াত- ৪৭)

উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, জালেমদের মধ্যে এই বড় দিনের (কিয়ামতের) আযাব ছাড়া অন্য এক আযাব রয়েছে আর তা হল কবরের আযাব। কুরআনের অন্য জায়গায় এরশাদ হয়েছে-

كَذَالِكَ الْعَذَابَ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ وَلَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -

অর্থ- এভাবে আযাব হয় কিন্তু পরকালের আযাব হল বড়। যদি তারা তা জানতে চায়।

(সূরা কলম ঃ আয়াত- ৩৩)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় পরকালের আযাব বড় হবে তখন নিশ্চয়ই আমরা বলতে পারি এর আগে একটি ছোট আযাব রয়েছে আর তা হল কবরের আযাব। কুরআনের অন্যত্রে এরশাদ হয়েছে-

فَاَخَذَ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَ الْاُوْلٰى -

অর্থ- আল্লাহ তাকে দুনিয়া এবং আখেরাতের আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করলেন।

(সূরা - নাজিয়াত)

উল্লেখিত কোরআনের আয়াতগুলো দ্বারা বুঝা যায় খারাপ আমলকারী মানুষের মৃত্যুর পর পরই তাদের কবরের আযাব আসে। আযাব কবর দেয়ার পর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পরই শুরু হয়ে যায়। কাফেরদের কবরের আযাব স্থায়ী আর গুনাহগার মুসলমানদের কবর আযাব অস্থায়ী। এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন।

আযাব এর ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর একটি স্বপ্ন ঃ

হযরত সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম কোন এক সময় সাহাবাদের উদ্দেশ্য করে জানতে চান! তোমরা কি আজ কোন স্বপ্ন দেখেছ? তাঁরা বলেন না। তিনি বলেন, আজ আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম যে, দুইজন ব্যক্তি আমার নিকট এসে বলেন, হুজুর আপনি আমাদের সাথে চলুন। আমি চললাম, তাঁরা আমাকে একটি পবিত্র জায়গায় নিয়ে এলেন এবং আমরা দেখলাম যে, এক ব্যক্তি শোয়ানো অবস্থায় ছিল। আরেক ব্যক্তি তাঁর মাথার উপর পাথর উঠাচ্ছিল এবং একের পর এক তার মাথার উপর পাথর নিক্ষেপ করছিল। মাথা প্রত্যেকবার চুরমার হয়ে যাওয়ার পর আবার ঠিক হয়ে যায়। আমি এই রহস্য দেখে ফেরেশ্তাদেরকে বললাম- এরা কারা? ফেরেশ্তাগণ বললেন- সামনে চলুন, আমরা একটু আগে গিয়ে দেখলাম এক ব্যক্তি জলন্ত চুল্লির উপর বসে আছে এবং ঐ চুল্লি থেকে শোরগোলের (হট্টগোল) আওয়াজ আসতেছে। কাছে গিয়ে দেখলাম ঐ চুল্লির ভিতরে উলঙ্গ কতগুলো মহিলা আর পুরুষ। নিচ থেকে তাদের গোপনাঙ্গে আগুনের স্ফুলিঙ্গ স্পর্শ করছে। যখন স্ফুলিঙ্গ লাগে তখন তারা উচ্চস্বরে চিৎকার করতে থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এরা কারা? ফেরেশ্তারা বললেন- সামনে চলুন। আমরা চললাম এবং সামনে দেখলাম একটি লাল রঙের নদী। নদীতে এক ব্যক্তি সাতরাচ্ছে, অন্য দিকে এক ব্যক্তি নদীর এক প্রান্তে পাথর নিয়ে ঐ ব্যক্তিকে নিক্ষেপ করার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। যখন সাতারু লোকটি নদীর কিনারায় পৌছল তখন দাঁড়ানো ব্যক্তিটি তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করল। সাতারু লোকটি পুনরায় নদীতে ঝাপ দিয়ে সাতার কাঁটতে কাঁটতে নদীর অন্য স্থানে উঠতে থাকলে পাথর দিয়ে তাকে দাঁড়ানো লোকটি আবার পাথর মারতে থাকে। এভাবে একের পর এক ঘটনা চলতে লাগল। হুরকার সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, সে কে? ফেরেশ্তা বলল- সামনে চলুন। আমরা সামনে গিয়ে দেখলাম, এক বিকৃত চেহারার লোক তার চর্তুপাশে আগুন দ্বারা বেষ্ঠিত; জিজ্ঞাসা করা হল- তিনি কে? ফেরেশ্তা বলেন, সামনে চলুন,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমরা চললাম অতঃপর দেখলাম একটি সবুজ বাগান। যার মধ্যে বিভিন্ন ধরণের ফুল রয়েছে এবং বাগানে এমন একজন লম্বা মানুষ ছিল যার মাথা আসমান পর্যন্ত। তার সাথে কতগুলো সন্তান ছিল যাদেরকে আমি (ছরকার সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম) কখনও দেখিনি। সে বলল- আর একটু সামনে চলুন, আমরা সামনে গিয়ে দেখলাম একটি বিরাট প্রশস্থ বাগান। এতবড় সুন্দর বাগান কখনো আমি দেখিনাই। তারপর বলল- আরেকটু সামনে চলুন। আমরা সামনে গিয়ে দেখলাম- একটি স্বর্ণ আর রৌপ্যের ইট দ্বারা নির্মিত ঘর। আমরা এর কাছে গেলে দরজা খুলে যায় এবং এর মধ্যে প্রবেশ করলাম। এতে দেখি কিছু আশ্চর্য শরীর রয়েছে। যার কিছু অংশ সুন্দর আর কিছু অংশ বিশ্রি। কিছুক্ষণ পর ফেরেশ্‌তা এসে তাদেরকে একটি সাদা (দুধের) নদীতে গোসল করতে বলে। এর আদেশ মত গোসল করলে তাদের কুশ্রী শরীর ভাল হয়ে যায়। ফেরেশ্‌তাগণ তখন ছরকারে মদিনা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম কে উদ্দেশ্য করে বলেন- এটাই হল জান্নাতুল আদন। যা আপনার স্থান। ছরকার সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম বলেন- তাহলে তোমরা আমাকে এখানে ছেড়ে চলে যাও, ফেরেশ্‌তা বলেন- এটাই আপনার জন্য নির্দিষ্ট স্থান অবশ্যই তবে এখন নয়। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম বলেন- তাহলে ইতোপূর্বে দেখা মানুষের অবস্থার বর্ণনা দাও। ফেরেশ্‌তাদ্বয় বলেন- আপনি প্রথমে যে ব্যক্তিকে দেখেছিলেন, তিনি হলেন ঐ ব্যক্তি যিনি কোরআনে করীমকে পড়ে ভুলে গেছে এবং ফরজ নামাজের সময় শুয়ে পড়ত। তার সাথে এই আযাব কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। আর তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন মিথ্যাবাদী তাই তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত এই বিধান চলতে থাকবে। এভাবে উলঙ্গ নারী পুরুষগণ যেনাকারী ছিল, নদীতে সাতারু ব্যক্তি সুদ ভক্ষণকারী ছিল, চতুপার্শে আগুন দ্বারা বেষ্ঠিত লোকটি অত্যাচারী মালিক বাদশা ছিল, যার জন্য জাহান্নাম নির্দিষ্ট রয়েছে এবং বাগানে দাঁড়ানো ব্যক্তি ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর সাথে তাঁর ঐ সন্তান ছিলেন যারা শিশু অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, এতে কি মুশরিকদের সন্তানও রয়েছে? ছরকার সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম বলেন- হ্যাঁ। আর যাদের অর্ধেক শরীর সুন্দর আর অর্ধেক কুশ্রী শরীর ছিল তারা হল কিছু ভাল আমলকারী আর কিছু খারাপ আমলকারী। আল্লাহ তাদের খারাপ আমলকে

মাফ করে জান্নাত দিয়েছেন। আর আমি জিব্রাঈল (আঃ) আর আমার সাথে রয়েছে আমার সাথী মিকাঈল (আঃ)।

কবরের আযাবের ব্যাপারে শক্তিশালী দলীল ঃ

এক অগ্নি পূজারী, আমিরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রাঃ) এর খেদমতে তিনটি মৃত ব্যক্তির মাথার হাঁড় নিয়ে উপস্থিত হয়ে বলল, হে উমর! তোমার নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম বলেন- যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করবে তাকে আগুনে জ্বালানো হবে। এর পর মজুছী বা অগ্নি পূজারী এই আয়াতটি পড়ে-

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا -

অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যা এদেরকে (ভিন্ন ধর্মীদের কে) আগুনের সামনে আনা হবে।

হযরত উমর (রাঃ) বলেন- নিশ্চয় আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর ফরমান সত্যই। এটা শুনে অগ্নি পুজরী ঐ তিনটি মাথার হাঁড় বের করল এবং বলল- এটা আমার বাবার মাথা, এটা আমার মায়ের মাথা, এটা আমার বোনের মাথা। তারা সবাই অগ্নি পুজার ধর্মে মৃত্যু বরণ করেছে। আমি এখন তাদের সবার মাথার উপর হাত রেখেছি, কিন্তু কোন গরমের অনুভূতি হচ্ছেনা। অর্থাৎ হে উমর তোমার কথামত এগুলো (হাঁড়) থেকে গরম বের হওয়ার দরকার ছিল কেননা, এইগুলোকে আগুনেই পেশ করা হয়। এই কথা শুনে উমর (রাঃ) তাঁর খাদেমের মাধ্যমে হযরত আলী (রাঃ) কে,ডেকে পাঠান। যখন হযরত আলী (রাঃ) উপস্থিত হন তখন হযরত উমর (রাঃ) অগ্নি পুজারীকে তাঁর প্রশ্ন পুনরায় উল্লেখ করার জন্য বলেন, অগ্নি পুজারী হযরত উমর (রাঃ) এর কথামত প্রশ্নকে পুনঃ উল্লেখ করলে হযরত আলী (রাঃ) অগ্নি পুজারী থেকে একটি হাঁতুড়ী (লোহা) এবং পাথর তালাশ করেন। হাঁতুড়ী এবং পাথর উপস্থিত করা হলে তিনি (আলী) তাকে (অগ্নি পুজারীকে) এগুলোর উপর হাত দিয়ে গরম নাকি ঠান্ডা অনুভব করতে বলেন। সে হাত দিয়ে বলে- হে আলী (রাঃ) এগুলো 'ঠান্ডা'। তখন হযরত আলী (রাঃ) তাকে হাঁতুড়ী দিয়ে পাথরের উপর মারার জন্য বলেন। কথামত সে মারলে উহা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

থেকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হয়। তখন হযরত আলী (রাঃ) অগ্নি পুজারীকে বলেন- ওহে ভাই! যদি ঠান্ডা জিনিষ (হাঁতুড়ী এবং পাথর) থেকে আগুন বের হতে পারে তাহলে আল্লাহ কেন মৃত ব্যক্তির হাঁড় থেকে আগুন বের করতে পারবেনা? অবশ্যই পারবে। বরং তাদেরকে (কাফেরদেরকে) আগুন দিয়েই শাস্তি দেয়। যা তোমার কাছে যদিও পাথর এবং হাঁতুড়ীর মত ঠান্ডা লাগে। হযরত আলীর (রাঃ) এই কথা শুনে অগ্নি পুজারী লা-জওয়াব হয়ে গেছে। আর কোন জওয়াব দিতে পারেনি।

কবরের আযাব সত্য ঃ

ইমাম বুখারী (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, কবরের আযাব সত্য।

ইবনে আবি শায়বা এবং শেখাইন (বুখারী/মুসলিম) একসাথে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, কবরবাসীদের আযাবের শাস্তি চতুষ্পদ জন্তু শুনে থাকে। ইবনে আসাকের হযরত ওয়াসিল ইবনে আসকা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, যদি ক্বদরিয়া অথবা মরজিয়া সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তিকে কবর দেওয়ার তিনদিন পরে তার কবর খনন করে দেখা হয় তাহলে তার চেহারাকে কিবলার বিপরীতে পাওয়া যাবে। (অথচ কবর দেওয়ার সময় চেহারাকে কেবলামূখী করে দেওয়া হয়)

ইবনে আবি শায়বা ও ইমাম মুসলিম (রাঃ) হযরত যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম একদা বনু নাজ্জারের এক বাগানে খচ্ছরের উপর ছাওয়ার ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন- আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম যে, খচ্ছরটি ভীষণ নড়াচড়া করতেছে। সামনে চার/পাঁচ/ছয়টি কবর দেখা যাচ্ছে। ছরকারে মদিনা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞেস করলেন- কে এই কবর সমূহের পরিচয় জান? এক ব্যক্তি বলেন হুজুর! আমি জানি। ছরকার বলেন- এরা কখন কি অবস্থায় মারা যায়? সে বলে- হুজুর এরা শিরক

অবস্থায় মারা যায়। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম বলেন- এদের কবরে আযাব হচ্ছে যা খচ্ছরটি দেখতেছে তাই সে নড়াচড়া করতেছে। যদি আমি তোমাদের মরে যাওয়ার আশংকা না করতাম তাহলে আমি তোমাদের এই আযাব দেখাতাম। অর্থাৎ যদি তোমরা এই আযাব দেখ তাহলে তোমরা মারা যাবে। তাই আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছিনা।

জুমার দিন আযাব হালকা হয় ঃ

হযরত য়া'ফে (রাঃ) বলেন, মূর্দা (মুসলমান) জুমার দিন আযাব থেকে রেহাই পায়। কেননা, এইদিন অত্যন্ত সম্মান ওয়ালা। আল্লামা নসফী (রাঃ) বলেন- রমজান মাসে সমস্ত মানুষের আযাব লাঘব হয়। আর জুমার দিন এবং রাত গুনাহগার উম্মতের (মুসলমানের) আযাব হালকা করা হয়। আর যারা জুমার দিন অথবা রাতে ইন্তেকাল করবে তাদের আযাবও কম হয়।

ঘটনা ঃ

একবার এক ব্যক্তি তার কোন এক বন্ধুকে পেরেশানী অবস্থায় পেয়ে জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে? উত্তর দিল আমি ঐ কবরস্থানে এক ব্যক্তিকে দাফন করার পর ওখান থেকে দুঃখের শব্দ শুনতে পেলাম এরপর দ্রুত তার কবরকে খনন করলাম। তখন হঠাৎ আওয়াজ আসল হে আল্লাহর বান্দা! কবর খনন করোনা। একথা শুনে আমি পুনরায় কবরের মাটি দিয়ে চলতে লাগলাম। কিছু দূরে যেতে না যেতে পুনরায় দুঃখের শব্দ শুনতে পেলাম এবং দ্রুত এসে কবর থেকে মাটি সরাতে লাগলাম। তখন আবার শব্দ আসল হে আল্লাহর বান্দা! কবর থেকে মাটি সরাইওনা। এরপর যখন আমি চলে আসছিলাম তখন আবার কবর থেকে দুঃখের আওয়াজ শুনতে পেলাম। শপথ করে বললাম, অবশ্যই সম্পূর্ণ কবর খনন করে ফেলব। এবার খনন করে দেখলাম- ঐ মূর্দাটির গর্দানে একটি আগুনে ভরপুর হার পরিয়ে দিয়েছে। এতে সমস্ত কবর আগুনে সয়লাব হয়ে গেছে। এই অবস্থা দেখে আমি তার গর্দান থেকে আগুনের হারটি নামাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু এতে কোন কাজ হয়নাই বরং আমার হাতটি জ্বলে গেছে। তাই আমি পেরেশানীতে রয়েছি। এই কথা শুনে আমার বন্ধু আশ্চার্য হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, এই রকম

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অবস্থা ইয়াহুদী, নাসারা কিংবা মজুসীর (অগ্নী পূজকের) কবরে দেখা যায়। মুসলমানের কবরে কেন হল? উত্তর দিল ইয়াহুদী, নাসারা এবং অগ্নী পূজকের কবরে যে এর চেয়েও বেশী আযাব হয় এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মুসলমানের (গুনাহগার) কবরে এ রকম আযাব হয় এবং তা আমাদের দেখায় নছিহত হাছিল করার জন্য।

(উয়ুনুল হেক্বায়াত)

বিভিন্ন প্রকারের আযাব ঃ

কুফুরির কারণে আযাব ঃ ইবনে আবি শায়বা (রাঃ) ইকরামা (রাঃ) থেকে কোরআনের আয়াত

كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُوْرِ -

এর ব্যাখ্যা এভাবে বর্ণনা দিয়েছেন যে, কাফেরগণ যখন আযাবের সম্মুখীন হয় তখন তারা রহমতের ঘ্রাণও পাননা।

ইমামে আহমদ ইবনে হাম্বল (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, কাফেরদের জন্য কবরে সর্বদা দু'টি সাপ থাকবে। একটি মাথার দিকে আরেকটি পায়ের দিকে। কিয়ামত না হওয়া পর্যন্ত তারা কবরে অবস্থান করবে।

(আহমদ)

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম একদা আবু তালহা (রাঃ) এর বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সাথে হযরত বেলাল (রাঃ)ও ছিলেন। হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম বলেন- হে বেলাল! তুমি কি শুনতে পাও যা আমি শুনতে পাই? এই কবরে আযাব হচ্ছে। আর সে হল ইহুদী।

(আহমদ)

হযরত হিশাম বিন আম্মার (রাঃ) "كتاب البعث" এর মধ্যে স্বীয় সনদে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তির মাথার চুলের অর্ধেক এবং দাঁড়ির অর্ধেক সাদা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ছিল। সে একদিন হযরত উমর (রাঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হলে উমর (রাঃ) তাকে আসার কারণ জিজ্ঞেস করেন। সে বলল, হে আমিরুল মু'মিনীন! একদা আমি অমূক কবরস্থানের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলাম এবং দেখলাম যে, একটি আগুনের লাঠি নিয়ে এক ব্যক্তি (আযাবের ফেরেশ্‌তা) অপর এক ব্যক্তিকে (মুর্দাকে) পাকড়াও করেন। পাকড়াও করার পর ঐ ব্যক্তিকে সে লাঠি দিয়ে মারতে লাগলেন। যখনই মারত তখন যেন মনে হত ঐ ব্যক্তিকে (মুর্দাকে) আগুনে ডুবে দিত। মুর্দাটি দৌড়ে আমার কাছে এসে আশ্রয় চাইল এবং বলল, ওহে আল্লাহর বান্দা! আমাকে সাহায্য কর। তখন (আযাবের ফেরেশ্‌তা) লোকটিকে (ঘটনা বর্ণনাকারীকে) বলল- হে আল্লাহর বান্দা! তুমি তাকে সাহায্য করোনা। কেননা, সে বড় কাফের। এ ঘটনা হযরত উমর (রাঃ) শুনার পর ঘটনা বর্ণনাকারীকে বলল- এই কারণে হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে একা সফর করতে নিষেধ করেছেন। (যেহেতু এরকম অহরহ ঘটনা রয়েছে যে গুলো দেখলে তোমরা ভয় পাবে।)

(আহমদ)

মুনাফেকীর কারণে আযাব ঃ

শবে মি'রাজে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এমন কতগুলি লোকদের পার্শ্ব দিয়ে গমণ করেছিলেন, যাদের চোখ, কান এবং নাক থেকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে এবং তাদের প্রত্যেকের সামনে শাস্তি দেওয়ার জন্য দুইজন ফেরেশ্‌তা হাঁতুড়ী নিয়ে দন্ডায়মান রয়েছে। ঐ হাঁতুড়ী যদি আবু কুবাইস পাহাড়ে রাখা হয় তাহলে ঐ পাহাড় চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাবে। নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম যখন ঐ লোকদের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন জিব্রাঈল (আঃ) থেকে জানতে চান এরা কারা? জিব্রাঈল (আঃ) উত্তর দেন এরা হলো দাগাবাজ এবং মুনাফেক।

(মাদারেজুন্ নবুয়াত)

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াছির (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِى الدُّنْيَا كَانَ لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ -

অর্থাৎ যে ব্যক্তির দুনিয়াতে দুটি চেহারা ছিল(দুই মূখ অর্থাৎ মুনাফিক) কিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের দুটি জবান হবে।

নোটঃ মুনাফিকের শাস্তি এরকমই হয়ে থাকে।

হত্যার কারণে আযাব ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম মে'রাজের রাত্রে এমন কতগুলো লোকদের পার্শ্ব দিয়া অতিবাহিত হয়েছিলেন যাদেরকে ফেরেশ্তাগণ আগুনের ছুরি দিয়ে জবেহ করছে এবং এদের থেকে কালো রক্ত বের হচ্ছে। এরপর এদের আবার জীবিত করা হচ্ছে। এভাবে কয়েকবার মৃত্যু এবং জীবিত করার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম জিব্রাঈল (আঃ) থেকে জিজ্ঞেস করলেন- এরা কারা? জিব্রাঈল (আঃ) উত্তর দেন, এরা হলো ঐ সমস্ত লোক যারা মুসলমানদেরকে হত্যা করত।

(রিয়াজুল আজহার)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَائُهُ جَهَنَّمُ -

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করবে তার জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নাম থাকবে।

(কোরআন মজীদ)

আবু নঈম (রাঃ) স্বীয় সনদে যায়েদ ইবনে আছলাম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নৌকা দিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর নৌকা ভেঙ্গে গেল। তখন ঐ ব্যক্তিটি নৌকার একটি অংশের উপর বসে পড়ল, আস্তে আস্তে সে সমূদ্রের এক কিনারায় পৌছে গেল এবং দেখল যে, সমূদ্রের পানি একটি ওয়াদির দিকে যাচ্ছে। এতে একজন লোককে উপরে পা এবং নিচে (পানির দিকে) মুখ করে লটকানো রাখা হয়েছে। সে বার বার চেষ্টা করতেছে পানি পান করার জন্য কিন্তু পান করতে পারছেনা। যখন ঐ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

লোকটিকে দেখে কাকুতি-মিনতি করে বলতে লাগল- ওহে ভাই! আমাকে একটু পানি পান করাও। তখন লোকটি জানতে চাইল, তোমার এই অবস্থা কেন? সে উত্তর দিল আমি আদম (আঃ) এর সন্তান। সর্বপ্রথম আমিই আমার ভাইকে হত্যা করেছিলাম। আর এরপর থেকে দুনিয়াতে যারা হত্যা করে তাদেরও হত্যার একটি অংশ আমার উপর অবশ্যই মিলতে থাকে।

নোট ঃ হত্যার পরিণতি এ রকমই হয়ে থাকে।

নামাজে অলসতার কারণে আযাব ঃ

হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম মি'রাজের রাতে এমন একটি সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যারা নিজেদের মাথাকে পাথরের উপর জোরে জোরে মারতেছে, ফলে তাদের মাথা সাংঘাতিক আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। আবার ভাল হয়ে যায়। এভাবে তাদের অবস্থা চলছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম জিব্রাঈল (আঃ) থেকে জানতে চান এরা কারা? তিনি বলেন- এরা হলো ঐ সমস্ত লোক যারা নামাজ পড়তে অলসতা করতো। নামাজ ঠিকমত আদায় করতনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ -

অর্থ- ঐ সমস্ত নামাজীদের জন্য জাহান্নাম যারা নামাজে অলসতা করে। ইহা থেকে উদ্দেশ্য হলো ঐ সমস্ত নামাজী যারা নামাজকে পরিপূর্ণ আদায় করেনা। এমনকি তারা যখন নামাজ পড়তে আসে তখন নামাজের সময় চলে যায়। তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তবে তাবেঈন এবং ছল্ফে ছালেহীনদের পন্থায় নামাজ পড়েনা বরং রুকু-সিজদা করে মোরগের মত অথবা অন্য কোন পাখির মত তাড়াহুড়ায় জমীনের স্পর্শ করে। ধীর-স্থীরের সাথে নামাজ আদায় করেনা বরং আলসে করতে করতে নামাজকে ক্বাজা করে ফেলে।

"ইবনে আবিদ্দুনয়াতে" হযরত আমর বিন দিনার (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করতেছে যে, মদিনা শরীফে এক ব্যক্তির বোন মারা যায় এবং তাকে দাফন করে ভাই ঘরে আসল। কিন্তু ঘরে এসে ভাই দেখল তার এক থলে ছিল যা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তার বোনের কবরে ভূলে ফেলে আসল। দৌড়ে গিয়ে ঐ থলে আনতে গিয়ে কিছু কবর খুলতে হলো, কবর সামান্য খুললে উহা থেকে আগুনের হাওয়া আসতেছে। ভাই কবর আর না খুলে পুনরায় মাটি দিয়ে দিল এবং ঘরে এসে মায়ের কাছে বোন সম্পর্কে প্রশ্ন করল। মা উত্তর দিল সে ওয়াক্তমত নামাজ পড়তনা এমনকি অনেক সময় ওযু ছাড়াও নামাজ পড়ত এবং মানুষের ঘরের বাহির থেকে তাদের কথাবার্তা গুলো শুনতো।

ইবনে আবি শায়বা (রাঃ), হান্নাদ এবং ইবনে আবিদ্দুন্য়া (রাঃ) এক সাথে হযরত উমর বিন শরাহবিল (রাঃ) থেকে বর্ণনা করতেছেন যে, এক ব্যক্তি মারা গেল, লোকজন তাকে পরহেজগার হিসাবে জানত। যখন তাকে কবরে দাফন করা হল তখন ফেরেশ্‌তা এসে বলল- আমরা তোমাকে শাস্তি স্বরূপ একশত দোররা মারব। লোকটি বলল- কেন মারবে? এভাবে ফেরেশ্‌তা এবং ঐ লোকটি ঝগড়া করতে করতে এক দোররা মারার সিদ্ধান্ত হল। এক দোররা যখন ঐ ব্যক্তিকে মারা হল তখন সে বেহুশ হয়ে যায়। এরপর তাকে জিন্দা করা হয়। এরপর লোকটি ফেরেশ্‌তার কাছে জিজ্ঞেস করল- আমাকে কেন মারলেন? ফেরেশ্‌তারা উত্তর দিলেন তুমি একদিন ওযু ছাড়া নামাজ পড়েছ এবং একদিন এক ফরিয়াদকারীর ডাকে সাড়া দাওনি।

(কিতাবুত তাওভীখ ও ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে)

<u>রোজা না রাখার কারণে আযাব ঃ</u>

ইবনে জাওজী (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ মিদিনি (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর এক বন্ধু থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার সে (বন্ধু) পথ চলতে চলতে মাগরিবের সময় অতিক্রম করতেছিলেন এবং সে সময় একটি কবরস্থানে মাগরিবের নামাজ পড়ে যখন পথ চলতে চাইলেন তখন কবরস্থান থেকে রমজানের রোজার আওয়াজ আসল। আওয়াজ শুনে কিছুক্ষণ কবরস্থানে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং পুনরায় আওয়াজ আসল যে, হায়! আমি নামাজ পড়তামনা রোজাও রাখতামনা। এটা শুনে আমি এ আওয়াজ আমার এক বন্ধুকে শুনালাম। তারপর পথ চলতে লাগলাম। এর পরদিনও ঠিক মাগরীবের সময় ঐ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কবরস্থানে নামাজ পড়লাম এবং পুনরায় একই আওয়াজ শুনলাম। এরপর যখন আমি সফর শেষে ঘরে ফিরলাম দু'মাস পর্যন্ত অসুস্থ ছিলাম।

হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজের পর বলেন- হে আমার সাহাবাগণ শুন! আজ আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি যে, এক আগমনকারী (ফেরেশতা) এসে আমার হাত ধরে একটি উঁচু পাহাড়ে আরোহণ করার অনুরোধ জানান। আমি আরোহণ করতে চাইলাম না। আগত ব্যক্তি পুনরায় অনুরোধ করেন এবং বলেন, আপনি আমার সাথে চলুন, আমি আরোহন সহজ করে দিব। অতঃপর আমি সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম পাহাড় আরোহণ করলাম। এমনকি আমি আর আগত লোকটি পাহাড়ের মাঝখানে পৌঁছে এমন কত গুলো মহিলা এবং পুরুষ দেখলাম যাদের একজনের চেহারা অপর জনের মুখের সাথে লাগেনা। আমি জিজ্ঞেস করলাম- এরা কারা? ফেরেশ্‌তা বললেন- এরা ঐ সমস্ত লোক যারা বলত (ওয়াজ বা বক্তব্য দিত) কিন্তু তা তারা আমল করত না। এরপর এমন কত গুলো মানুষের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করলাম যাদের কানে এবং চোখে লোহার পেরেক দিয়ে ভরে দেয়া হয়েছে। আমি (রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলাম এরা কারা ? ফেরাশতা উত্তর দিল- এরা ঐ সমস্ত লোক যারা আপনি যা শুনতেন না তা শুনত (অর্থাৎ-বেহায়াপনা গান), আর আপনি যা দেখতেন না তা দেখত (অর্থাৎ উলঙ্গ ও বেহায়াপনা)। এরপর এমন কতগুলো মহিলার পার্শ্ব দিয়া অতিক্রম করলাম, যাদের মাথাকে নিচে করে পা কে উপর দিয়ে লটকিয়ে রাখা হয়েছে এবং দু'টি সাপ তাদের নিতম্বে দংশন করতেছে। জিজ্ঞেস করলাম, ওরা কারা? উত্তর দিল, এরা হলো ঐ সমস্ত মহিলা যারা তাদের সন্তানদের বুকের দুধ খাওয়াতনা। অতঃপর আমি এমন কিছু লোকদের পার্শ্ব দিয়া গেলাম যাদের কোমরকে উপড়ে করে নিচে মাথা করে সামান্য পানি চাটতেছে। জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? উত্তর দিল এরা হল ঐ সমস্ত রোজাদার যারা ইফতারের আগে ইফতার করে ফেলত। অতঃপর হুজুর (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম) কিছু বিকৃত চেহারা বিশিষ্ট উলঙ্গ মানুষ দেখলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? উত্তর দিল এরা জেনাকারী। এরপর কিছু মোটা দুর্গন্ধযুক্ত লোক দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম- এরা কারা? উত্তর আসল, এরা কাফেরগণ। এরপর কিছু মানুষ দেখলাম, গাছের ছায়ার নিচে আরাম করছে। জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা ? উত্তর দিল- এরা মুসলমান। এরপর সামনে গিয়ে দেখলাম কিছু ছেলে - মেয়ে একটি নদীতে খেলা করতেছে, জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? উত্তর দিল এরা হলো মু'মিনদের সন্তানগণ। এরপর আরেকটু সামনে গিয়ে দেখলাম, অসংখ্য সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট উত্তম কাপড় পরিধানকৃত খুশবোদার মানুষ দেখলাম, জিজ্ঞেস করলাম- এরা কারা? উত্তর দিল- এরা হল সিদ্দিকীন, শোহাদায়ে কেরাম এবং নেক্কার বান্দাগণ।

(ইবনে হাব্বান, ইবনে খোজাইমা, হাকিম, তবরানী)

<u>যাকাত অনাদায়কারীর আযাব</u> ঃ

মে'রাজের রাতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এমন এক জাতির পার্শ্ব দিয়ে গেলেন যাদের লজ্জাস্থানের আগে-পিছে সামান্য কাপড় দ্বারা আবৃত ছিল এবং গবাদী পশুর মত চড়তে ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? জিব্রাইল (আঃ) উত্তর দিলেন- এরা হলো ঐ সমস্ত লোক যারা যাকাত আদায় করতনা এবং ফকির - মিসকীনদের দয়া করতনা।

আল্লাহ রাব্বুল আলমীন এরশাদ করেন-

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَايُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ-

অর্থাৎ- যারা স্বর্ণ ও রূপ্য(মাল- সম্পদ) জমা রেখেছে কিন্তু এর কিছু অংশ (যাকাত) আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেনি তাদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির সংবাদ শুনিয়ে দিন। *(সূরা - তাওবা)*

আরো এরশাদ হয়েছে-

يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَاكَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থঃ সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাটে স্পর্শ ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে, (তাদের বলা হবে) এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা রেখেছিলে, সুতারাং এখন তার স্বাদ গ্রহণ কর।

(সূরা - তওবা)

আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী (রঃ) স্বীয় কিতাব "জাওয়াজেরে" বর্ণনা করেছেন যে, তাবেয়ীনদের একটি দল তৎকালীন সময়ের এক বুজুর্গ হযরত আবু সিনান (রঃ) এর সাথে সাক্ষাতের জন্য গেলেন। তিনি (আবু ছিনান) বলেন, আমার এক প্রতিবেশী ইন্তেকাল করেছে। আর আমি তার পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানানোর জন্য যাচ্ছি। তাবিয়ীনগণ বলল আমরা ও আপনার সাথে যাব। তাবেয়ীনদের দলসহ তিনি ঐ মৃত ব্যক্তির ঘরে গেলেন। মৃত ব্যক্তির পরিবারকে এই বলে সান্তনা দিচ্ছে যে, জন্ম- মৃত্যু আল্লাহরই ইচ্ছাধীন। তাই তোমরা ধৈর্য্য ধর। মৃত ব্যক্তির এক ভাই বলেন, হুজুর আমার ভাইয়ের কবরে আযাব হচ্ছে, যেহেতু যখন আমার ভাইয়ের কবরের উপর দাফন করে মাটি দিলাম এবং লোকজন বাড়ি ফিরল, তখন আমি কবরের পাড়ে বসে রইলাম। হঠাৎ আমি কবর থেকে আওয়াজ শুনলাম, আফছুছ হায় আফছুছ! লোকজন আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু আমি বড় মুছিবতে রয়েছি অথচ আমি নামাজ, রোজা, হজ্ব, আদায় করেছিলাম।এই আওয়াজ শুনার পর সে (মৃত ব্যক্তির ভাই) বলল - আমি কবর থেকে মাটি সরাতে লাগলাম। সম্পুর্ণ মাটি সরানোর পর আমার মৃত ভাইয়ের গলায় একটি আগুনের বেড়ী দেখতে পেলাম যা তাকে জ্বালিয়ে ফেলছে। আমি আমার ভাইয়ের মহব্বতের দিকে তাকিয়ে ঐ বেড়ী খুলে ফেলার জন্য হাত বাড়ালাম, কিন্তু এতে আমার হাতও পুড়ে যায়। আমি তড়িৎ করে কবরে মাটি দিয়ে চলে আসলাম। এ ঘটনা বুজুর্গ শুনার পর মৃত ব্যক্তির ভাই থেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ভাইয়ের আমল কি ছিল? উত্তরে বলল- আমার ভাই নামাজ পড়ত, রোজা রাখত কিন্তু যাকাত দিতনা। বুজুর্গ ব্যক্তি বললেন- ঠিক আছে তোমার ভাইয়ের এই আযাব হওয়া চাই। যেহেতু আল্লাহ বলেন-

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَابَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ-

অর্থঃ আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে এই কার্পণ্য তাদের জন্য সাফল্যজনক হবে বলে তারা যেন ধারনা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কাপর্ণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী পরানো হবে। আর আল্লাহ হচ্ছেন আসমান ও জমীনের পরম সত্ত্বাধীকারী। আর যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে জানেন।

(সূরা- আলে ইমরান)

যেনা এবং বদমাশের আযাবঃ

মি'রাজের রাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এমন এক সম্প্রদায়ের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করেন, যাদের সামনে দু'টি গোস্তের হাঁড়ি রয়েছে। একটি হাঁড়িতে পাকানো, সুন্দর মজাদার গোস্ত রয়েছে অন্যটিতে রয়েছে কাঁচা, দুর্গন্ধ ও বাসী গোস্ত। লোকজন দুর্গন্ধযুক্ত ও বাসী গোস্ত খাচ্ছে কিন্তু মজাদার পাকানো গোস্ত খাচ্ছেনা। হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম জিব্রাঈল (আঃ) থেকে জিজ্ঞেস করলেন- হে জিব্রাঈল ! এরা কারা? উত্তরে তিনি বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ ! সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরা হল ঐ সমস্ত লোক যারা নিজেদের হালাল স্ত্রী কে ছেড়ে পর নারীর সাথে রাত যাপন করত এবং খারাপ কাজে লিপ্ত থাকত। অনুরুপভাবে এরা ঐ সমস্ত মহিলা যারা নিজেদের স্বামীদের কে ছেড়ে পর পুরুষের সাথে খেল, তামাশা করত এবং খারাপ কাজে লিপ্ত থাকত। তাইতো এ সমস্ত লোকের ব্যাপারে কোরআনে এরশাদ হয়েছে- وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّ سَاءَ سَبِيْلًا- অর্থাৎ- হে নর-নারীগণ! তোমরা জেনার নিকটবর্তী হয়োনা এটা বড়ই লজ্জাকর কাজ এবং খারাপ পথ।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আবু দাউদ শরীফে হযরত আনাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম মে'রাজের রাতে এমন কত গুলি লোকদের পার্শ্বে দিয়ে গমন করেন যাদের লোহার নখ পরিয়ে দেয়া হয়েছে। আর তারা তাদের হাত দিয়ে চেহারা এবং সিনা আচরাচ্ছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন-জিব্রাঈল! এরা কারা? উত্তরে তিনি বললেন- এরা হল ঐ সমস্ত লোক যারা মানুষদের ইজ্জত হরণ করত।

(আবু দাউদ শরীফ)

তারিখে ইবনে আসাকেরে আমর বিন আছলম দেমাশকী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমাদের সীমান্তে এক ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করলে তাকে কবরে দাফন করা হয়। তৃতীয় দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তার কবর খোলা হলে তাকে কবরে পাওয়া গেল না। এ ঘটনা হযরত ওয়াকি বিন জাররা (রাঃ) কে বলা হলে তিনি বলেন, যারা বলৎকার করে তাদের কওমে লূতের কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। যাতে তাদের (কাওমে লূতের বলৎকারকারীদের) হাশর কাওমে লূতের সাথে হয়।

(তারিখে ইবনে আসাকের)

কবরে শরাব (মদ্য) পানকারীদের আযাব ঃ

কিছু কিছু মানুষকে কবরে শরাব পান করার দরুন শাস্তি দেওয়া হবে। একটি হাদিসে এসেছে, শরাব পানকারীগণ কিয়ামত দিবসে কবর থেকে মুখে দুগর্ন্ধ নিয়ে উঠবে এবং তাদের শরীরের সাথে শরাবের পাত্রকে গলায় লটকীয়ে দেওয়া হবে। আর সারা শরীরে সাপ বিচ্ছু থাকবে। পায়ের মধ্যে জাহান্নামের আগুনে সিদ্ধ জুতা পরিধান করা হবে। এতে তার মস্তিস্ক বিগড়ে যাবে। আর তার ঠিকানা হবে ফিরাউন এবং হামানের নিকটবর্তী।

(কুররাতুল উয়ুন)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন- যখন শরাব পানকারী মৃত্যু বরণ করে এবং তাকে দাফন করার দু'একদিন পর যদি তার কবর খোলা হয় তাহলে তোমরা তাকে কিবলা বিমূখ পাবে।

(কুররাতল উয়ুন)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মাছরুক রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি চুরি, শরাব (মদ্য) পান এবং যিনার মধ্যে লিপ্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করে তার কবরে দু'টি সাপ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় যেগুলো তার শরীরের গোস্তকে চুন চুন করে খেতে থাকে।

(ইবনে আবিদ্দুনয়া)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম মি'রাজের রাতে এমন এক সম্প্রদায়ের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন যাদের চেহারা কালো এবং চোখ নীল বর্ণের ছিল। তাদের দুই ঠোঁটের (ওষ্ঠাধরের) নিচের ঠোঁট পায়ের সাথে ঝুলানো এবং উপরের ঠোঁট মাথার উপর ঝুলন্ত রয়েছে। জাহান্নামের আগুনের গরম পুঁজ এবং পানি তাদের পান করার জন্য দেওয়া হল । হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? জিব্রাঈল (আঃ) বলেন, এরা হল মদ পানকারীগণ।

(আহবারুল কোরআন)

ঘটনা ঃ

আওয়াম বিন হাওশম (রাঃ) বলেন, একবার আমি একটি গোত্রে এসে দেখলাম তাদের পার্শ্বে একটি কবরস্থান রয়েছে। আসরের নামাজের পর কবরস্থানের একটি কবর ফেঁটে গেল। ওটা থেকে একটি মুর্দার মাথা গাধার মত এবং শরীর মানুষের আকৃতিতে উঠল। গাধার মত তিনটি আওয়াজ দিল তারপর আবার কবরে ঢুকে পড়ল। বর্ণনাকারী ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাইলে বলে- এই ব্যক্তি মদ পান করত। আর মদ পান করার সময় তার মা বাঁধা দিলে গাধার মত ফুসলে উঠত। অবশেষে সে আসরের নামাজের পর মৃত্যুবরণ করেছে এবং মৃত্যুর পর থেকে প্রত্যেক দিন আসরের পর এইরকম আওয়াজই দিত।

(তারগীব)

সুদ খাওয়ার কারণে আযাব ঃ

মি'রাজ রাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এমন এক সম্প্রদায়ের নিকটবর্তী হলেন, যাদের পেট ফুলে উঁচু উঁচু স্থানের মত হয়ে যায়। চেহেরা হলদে রঙের হয়ে যায়। গর্দানে বা ঘাড়ে লোহার বেড়ী পরিধান করা হয়, হাতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শিকল পরিয়ে দেওয়া এবং পায়ে বেড়ী পরিয়ে দেওয়া হয়। যখন তারা বসা থেকে উঠতে চায় তারা তাদের বড় পেটের কারণে উঠতে পারেনা। সবর্দা তারা কষ্টে নিয়োজিত রয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন- এরা কারা? জিব্রাঈল (আঃ) বলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ! এরা হলো ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা সুদ খেত।

পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে-

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَايَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا- وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا الخ

অর্থঃ যারা সুদ খায় তারা কিয়ামত দিবসে দন্ডায়মান হবে ঐভাবে, যেভাবে দন্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি যাকে শয়তান আসর (স্পর্শ) করে মোহবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছে- ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ খাওয়ারই মত। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।

(সূরা- বাক্বারা)

মিথ্যা বলার কারণে আযাব ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম বলেন- আমি দেখেছি এক ব্যক্তি আমার দিকে এসে বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম উঠুন এবং আমার সাথে চলুন। আমি তার সাথে চলতে লাগলাম এবং এমন দুইজন ব্যক্তির কাছে গমন করলাম যাদের একজন দন্ডায়মান, আরেকজন বসা। দন্ডায়মান ব্যক্তির হাতে একটি লোহা ছিল। যা দিয়ে বসা ব্যক্তির ঘাড় টানছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাস করলেন ইনি কে? উত্তর দিল- এই লোকটা মিথ্যা বলত।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- তিনটি বস্তু যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে মুনাফিক, যদিও সে রোজা রাখে, নামাজ পড়ে, এবং সে ধারনা করে যে, সে নিজে একজন খাঁটি মুসলমান। ঐ তিনটি বস্তু হল, যখন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সে কথা বলে তখন মিথ্যাই বলে, যখন ওয়াদা করে তখন ভঙ্গ করে, আর যখন তার নিকট কিছু আমানত রাখা হয় তা খেয়ানত করে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহীওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেন যে, ব্যবসায়ী ব্যক্তি কোন কোন সময় ফাসিক এবং ফাজির (গুনাহগার) হয়। প্রশ্ন করা হল, ইয়া রাছুল্লাল্লাহ! ব্যবসা কি হালাল নয়? রসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহীওয়াসাল্লাম বলেন, হ্যাঁ! নিশ্চয়ই হালাল করা হয়েছে। কিন্তু মিথ্যা কসম করে ব্যবসা করার কারণে গুনাহগার হয় এবং যখন কথা বলে তখন শুধু মিথ্যাই বলে।

গীবতের কারণে আযাব ঃ

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-একদা আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহীওয়াসাল্লাম এর সাথে সফরে বের হলাম। হঠাৎ দেখলাম নবীজী দু'টি কবরে পৌঁছা মাত্র দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন-

اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ اِمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَغْتَابُ النَّاسَ الخ

অর্থ ঃ নিশ্চয় এই দু'টি কবরে আযাব হচ্ছে। আর এরা কবীরা গুনাহ করার কারণে আযাব পাচ্ছেনা। বরং তাদের একজন গীবত করত, অপরজন জীবিত থাকা কালে পেশাব থেকে রক্ষণশীলতার ধার ধারতনা। (অর্থাৎ- হে আমার সাহাবীগণ! এই দু'টি থেকে বিরত থাক) অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহীওয়াসাল্লাম খেজুরের একটি কাঁচা ঢাল আনতে বললেন, ঢাল আনা হলে তিনি উহাকে দ্বিখণ্ডিত করে প্রতিটি কবরে একটি করে পুঁতে দিলেন এবং বললেন, যতদিন এই ঢাল দু'টি শুকিয়ে যাবেনা ততদিন তাদের আযাব হালকা করা হবে (কেননা, কাঁচা ঢাল আল্লাহর তাসবীহ পড়ে)।

(মেশকাত)

মি'রাজ রাতে নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহীওয়াসাল্লাম এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে গেলেন, যারা মৃত জন্তুর গোস্ত খাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? জিব্রাঈল

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(আঃ) বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এরা হলো ঐ সমস্ত লোক যারা তাদের অপর ভাইয়ের গীবত করত এবং চোগলখুরী করত। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ-

অর্থঃ তোমরা একে অপরের গীবত (কারো অনুপস্থিতিতে সমালোচনা) করোনা। তোমাদের কেউ কি কোন মৃত্যু প্রাপ্ত ভাইয়ের গোস্ত খেতে পছন্দ করবে? কখনও না। বরং অপছন্দ কর। (তাই তোমাদের ইহা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক)

(আহবারুল কোরআন-পৃঃ ২৬২)

হযরত আনাছ (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহীওয়াসাল্লাম মে'রাজের রাত্রিতে আরো দেখেন যে, গীবতকারীরা তাদের হাতের নখ দিয়ে নিজেদের মুখকে চাঁছিয়া ফেলতেছে।

(ইহয়াউল উলুম, ৩য় খণ্ড)

জানাবাতের গোসল না করার কারণে আযাব ঃ

হাফেজ ইবনে রজব এবং হায়শম বিন আদি (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তারা বলেন, একদা আমাদের এক প্রতিবেশী ইন্তেকাল করেন। আমরা তার দাফনের জন্য কবর খনন করতেছিলাম।কিছুক্ষণ কবর খননের পর দেখতে পেলাম হঠাৎ একটি বিড়ালের মত পশু উপস্থিত। আমরা উহাকে দুর করার বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করলাম কিন্তু ঐ পশুটি যায় না। দ্বিতীয় আরেকটি খবর খনন করলাম, দেখলাম উহাতেও ঐ বিড়ালের মত পশুটি মওজুদ রয়েছে। উহাকেও দূর করার জন্য অনেক পন্থা অবলম্বন করলাম। কিন্তু যায়না। শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, উহাকে এতে কবর দিয়ে দাও। যেহেতু দেখতেছি তার জন্য যত কবর খনন করা হবে সব গুলোতে ঐ পশুটি উপস্থিত হবে। কবর দিয়ে দেওয়ার পর যখন আমরা চলে আসলাম তখন ঐ মৃত ব্যক্তি জোরে জোরে চিৎকার দিতে লাগল। তখন আমরা ঐ মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার তোমার স্বামীর এ ঘটনা কেন?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ও কিরূপ আমল করত? উত্তরে স্ত্রী বলেন-সে অধিকাংশ সময় জানাবাতের গোসল (স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পর গোসল) করতনা।

মাতা-পিতার নাফরমানির কারণে আযাবঃ

নবী করিম (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম) মি'রাজের রাতে এমন একটি সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন, যাদেরকে আগুনের বাগানে বন্দী করা হয়েছে। আগুন একবার তাদেরকে জ্বালিয়ে ফেলে আবার সুস্থ করে, আবার জ্বালিয়ে ফেলে। এভাবে সম্প্রদায়টি সময় অতিবাহিত করছে। হুজুর (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করেন এরা কারা? জিব্রাইল (আঃ) উত্তরে বলেন- ইয়া- রাসুলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম) এরা হলো ঐ সমস্ত লোক যারা তাদের মাতা-পিতার নাফরমানি করেছে।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ - وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا - اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا - وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا -

অর্থ ঃ তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারো এবাদত করোনা এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে "উহ্" শব্দটি ও বলোনা এবং তাদেরকে ধমক দিওনা এবং বল তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথানত করে দাও এবং বল- হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমনিভাবে তারা আমাকে শৈশবকালে লালন পালন করেছেন।

(সূরা- বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত -২৩,২৪)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হুজুর (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন- নিশ্চয় বেহেস্তের খুশব পাঁচশত মাইল দূর থেকে আসতেছে। কিন্তু মাতা-পিতার নাফরমানকারীগণ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদনকারীগণ এ খুশবো বা সুগন্ধী থেকে বঞ্চিত হবে।

(ইহয়াউল উলুম, ২য় খণ্ড)

হুজুর (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন- যে ব্যক্তি সকাল সকাল মাতা-পিতাকে নারাজ (অসন্তুষ্টি) করেছে সে ব্যক্তির জন্য সকালে সকালে জাহান্নামের দু'টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি মাতা-পিতাকে সন্ধ্যায় নারাজ করেছে তার জন্য সন্ধ্যায় জাহান্নামের দরজা খুলে দেয়া হয়।

(ইহয়াউল উলুম)

হযরত মুগীরা (রাঃ) বলেন- নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমায়েছেন যে, "নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়াকে হারাম করেছেন।"

রাসুল (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন-যে ব্যক্তি পিতার নাফরমানি করেছে মূলতঃ সে আল্লাহ এবং তার রাসুলের নাফরমানি করেছে। তিনি আরো বলেন- মাতা - পিতার অবাধ্য সন্তানগণ যখন কবরে প্রবেশ করবে তখন কবর তাদেরকে এমনভাবে চাপ দিবে যার ফলে বাম পার্শ্বের হাড্ডিগুলো ডান পার্শ্বে চলে আসবে। আর ডান পার্শ্বের হাড্ডিগুলো বাম পার্শ্বে চলে আসবে। হুজুর (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন- কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তিকে বেশি আযাব দেওয়া হবে- (১)মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তানগণকে (২) জেনাকারীকে (৩) মুশরীককে।

ঘটনাঃ

এক বুজুর্গ বলেন- আমি এক রাত্রে কবরস্থানে গেলাম এবং দেখলাম যে, এক কবর থেকে আগুনের ধোঁয়া বের হচ্ছে। যখন আমি ঐ কবরের নিকট গিয়ে খুব চিন্তা করতে লাগলাম তখন হঠাৎ কবরটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং উহা থেকে কালো আকৃতির আযাবের ফেরেশতা প্রকাশ পেল। ফেরেশতার হাতে আগুনের একটি হাঁতুড়ি ছিল। যা দিয়ে একটি গাধাকে মারতেছে। গাধা তখন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চিৎকার করতে লাগল। এর পর গাধাটি আগুনের শিকড়ে আবদ্ধ অবস্থা বের হল। আযাবের ফেরেশতা তাকে মারতে মারতে কবরে ঢুকিয়ে দিল এবং ফেরেশতা ও ঢুকে গেল। কবরের ফাটা বন্ধ হয়ে গেল। এই আশ্চর্য ঘটনা দেখে আমি চিন্তা করতে লাগলাম। ইত্যবসরে আমি একজন মহিলাকে পেলাম। তাঁর থেকে মৃতব্যক্তিটি সর্ম্পকে জানলাম। মহিলাটি বলল- এ ব্যক্তিটি যেনা করত এবং শরাব পান করত। যখন তার মা তাকে এগুলো থেকে বিরত থাকতে বলত তখন সে গাধার আওয়াজের মত মাকে ধমক দিত। মৃত্যুর পর তার আকৃতিটি গাধার মত হয়ে গেল (মায়ের সাথে বেয়াদবীর কারণে) এবং প্রত্যেকদিন রাত্রে এভাবে কবর থেকে বের হয়ে চিৎকার করতে থাকে, আবার কিছুক্ষণ পর কবরে প্রবেশ করে।

নাফরমান স্ত্রীদের কবরে আযাব ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম মি'রাজের রাতে মহিলাদের একটি দলকে দেখেন যে, তাদের মুখ কালো এবং চোখ নীল রংয়ের। তারা (মহিলারা) আগুনের কাপড় পরিধান করে রয়েছে। ফেরেশতারা তাদেরকে আগুনের লাঠি দিয়ে মারতেছে। আর তারা গাধা এবং কুকুরের মত চিৎকার দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করা হলো- এরা কারা? জিব্রাঈল (আঃ) উত্তর দিলেন- ইয়া রাছুলাল্লাহ! এরা হল ঐ সমস্ত মহিলা যারা নিজদের স্বামীর নাফরমানী করেছে। রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন- اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَي النِّسَاءِ অর্থাৎ- পুরুষগণ মহিলাদের উপর হাকিম।

(তাফসীরে ইবনে জরীর, পৃঃ১৫)

এই আয়াতের শানে নুযুল হল- হযরত ছা'দ বিন রবি আনছারি (রাঃ) এর ব্যাপারে। একদা তার স্ত্রী হাবিবা বিনতে যাঈদ বিন জুহাইর তাঁর নাফরমানি করেন। যার ফলশ্রুতিতে তিনি স্ত্রীকে চপেটাঘাত করেন। স্ত্রী এরপর বাপের কাছে চলে যান। বাপ (যায়েদ বিন জুহাইর) মেয়েকে নিয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর দরবারে যান এবং সা'দ বিন রবির বিরুদ্ধে নালিশ করলেন যে, হুজুর সা'দ (রাঃ) আমার মেয়েকে চপেটাঘাত করলেন। এখন এর কিছাছ কি হতে পারে? হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন হাবিবা তার স্বামী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সা'দকে ও চপেটাঘাত করবে যাতে সমান হয়ে যায়। একথা শুনার পর হাবিবা এবং তার পিতা সামনে চললেন, এদিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোরআনের আয়াত নাযিল হল। তাৎক্ষনিক হুজুর (সাঃ) তাঁরা দুইজনকে ডেকে বললেন- সা'দের বদলা নেবেনা। (স্ত্রী স্বামীর বদলা নেবেনা) যেহেতু আল্লাহ এটা চাননা।

(তাফসীরে হাযেন, রুহুল মানী, বয়যাভী, কবীর,বয়ান)

আত্মীয়তার সর্ম্পকচ্ছেদ করার কারণে আযাব ঃ

ছালেহীনদের একটি জামাত বর্ণনা করেছেন যে, এক বুজুর্গ আরবী ব্যক্তির অনারবী বন্ধু ছিল, যিনি মক্কা শরীফে (ক্বাবা শরীফে) বসে বসে দীর্ঘ রাত পর্যন্ত কোরআন তেলাওয়াত করতেন, এভাবে তিনি এক বৎসর অতিবাহিত করলেন। এরপর আমি (বুজুর্গ বললেন) তাঁর তেলাওয়াত শুনতাম এবং তাঁর কাছে আমানত রেখে ইয়ামেনের দিকে ছফর করলাম। ইয়ামেন থেকে ফিরে এসে আর ঐ বন্ধু (অনারবীকে) কে দেখতে পেলামনা। পরে জানতে পারলাম যে, তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। আমি তখন তার পরিবারের কাছে আমানত (গচ্ছিত সম্পদ) গুলি ফেরৎ দিতে চাইলাম। তারা (পরিবার) বলল যে, আল্লাহর কছম! আপনি যে আমানতের কথা বলতেছেন এ ব্যাপারে আমাদের জানা নেই। আমরা তো জানিও না। এ কথা শুনারপর আমি হতভম্ভ হয়ে পেরেশানী অবস্থায় বসে রইলাম। হঠাৎ হযরত মালিক ইবনে দিনার (রাঃ) (তৎকালীন শ্রেষ্ট বুজুর্গ) এর সাথে সাক্ষাৎ হল। তিনি আমার থেকে পেরেশানীর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমি তখন পুরা ঘটনা তার কাছে বর্ণনা দিলাম। তিনি (মালিক বিন দিনার) বলেন- তুমি জুমার (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে) রাতের অর্ধেকাংশে যখন মতাফে (কা'বার আশে পাশে) কেউ থাকবেনা, তখন রুকন এবং মকামে ইব্রাহিমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে ডাক দিবে যে, হে অমুক (অনারবী), হে অমুক ব্যক্তি! তুমি কোথায় গেছ? জেনে রাখ! যদি ঐ ব্যক্তি (যার কাছে তুমি আমানাত রেখেছ) আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়, তাহলে এ জায়গায় তোমার সাথে সে কথা বলবে। যেহেতু সমস্ত মু'মেন মুসলমানের (মৃত্যুপ্রাপ্ত) রুহ সমূহ প্রত্যেক জুমা রাতে এ জায়গায় (রুকন ও মকামে ইব্রাহিমের মাঝখানে) একত্রিত হয়। বুজুর্গ (আরবী) বলেন- আমি মালিক বিন দিনারের কথামত ঐ জায়গায় গিয়ে হে অমুক ব্যক্তি! তুমি কোথায় আছ? বলে চিৎকার করলাম। কিন্তু এতে কোন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

সাড়া মিলেনি। সকাল হওয়ার পর আমি মালিক বিন দিনারের কাছে এসে বললাম হুজুর ঐ ব্যক্তিকে ঐ জায়গায় পাইনি। তিনি বলেন- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন"। নিশ্চয় ঐ ব্যক্তিটি জাহান্নামী। যাও তুমি ইয়ামেনের "বরহুত" নামে কুপে (যে কুপে আযাব প্রাপ্ত রূহকে একত্রিত করা হয়) গিয়ে অর্ধেক রাতে চিৎকার দিয়ে জিজ্ঞেস কর অমুক ব্যক্তি কি এখানে আছে? যার কাছে আমি আমানত রেখেছিলাম। তখন সে তোমার সাথে কথা বলবে। আমি ঐ কুপের পার্শ্বে গেলাম এবং হঠাৎ যে, দুই ব্যক্তিকে এনে ঐ "বরহুত" কুপে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। তারা উভয়েই খুব জোরে জোরে কাঁদতেছে। একজন অপরজন থেকে জিজ্ঞেস করতেছে যে, ভাই তুমি কি কারণে এ কুপে নিক্ষিপ্ত হচ্ছ? উত্তরে অপরজন বলল- আমি অমুক জুলুম বাজের প্রাণ। আমি দুনিয়াতে বাদশাহের পাহারাদার (দাঁড়োয়ান) ছিলাম এবং হারাম ভক্ষণ করতাম। আমাকে এ কারণে এ কুপে ফেলে আযাব দেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় জন অন্য জন থেকে জিজ্ঞেস করল- হে ভাই তুমি কি কারণে এ আযাবে পড়েছ? উত্তরে সে বলল- আমিও তোমার মত ছিলাম। এ ঘটনা দেখে আমি (বুজুর্গ) ভীষণ ভয় পাইলাম। এমনকি আমার গায়ের প্রত্যেকটি কেশ বা লোম দাঁড়িয়ে গেল। এরপর আমি আবার ঐ কুপে দৃষ্টি রাখলাম, তখন ঐ ব্যক্তি (অনারবী) শাস্তি ভোগান্ত অবস্থায় কুপের নিচ থেকে জওয়াব দিচ্ছে, আমি এখানে রয়েছি। আমি (বুজুর্গ) বললাম-হে ভাই! আমার আমানাত গুলি কোথায়? যা আমি তোমাকে কাবা শরীফে দিয়েছিলাম। সে বলল এগুলি অমুক স্থানে মাটির নিচে দাফন (লুকাইত) রয়েছে। ওখান থেকে নিয়ে যাও। আমি (বুজুর্গ) জিজ্ঞেস করলাম- কোন ধরনের আমল করার কারণে আজ তুমি জাহানামে নিক্ষিপ্ত হয়েছো? অথচ- আমি তোমাকে কাবা শরীফে তেলাওয়াতকারী হিসাবে সর্বদা দেখেছি। অর্থাৎ তুমি আমার দৃষ্টিতে পরহেজগার ছিলে। উত্তরে সে (আজমী বন্ধু) বলল- হে আমার বুজুর্গ বন্ধু শুনুন! আমার এক বোন ছিল সে আরবের বাহিরে বসবাস করত, আর আমি বায়তুল্লাহ শরীফে (ক্বাবায়) বসে বসে ইবাদত বন্দেগী করেছি। তার (আমার বোনের) কোন খবরাখবর নিতামনা। অথচ আমার বোন গরীব ছিল। খাওয়া-দাওয়া এবং চলা-ফেরার ব্যাপারে কোন খোজ- খবর নিতামনা । অর্থাৎ সর্ম্পকচ্ছেদ করেছি। অতঃপর যখন আমি ইন্তেকাল করেছি এবং আমাকে সর্ম্পকচ্ছেদের কারণে আযাবে নিক্ষেপ করেন। এমন কি আমাকে প্রশ্ন করতে লাগলেন। তুমি কিভাবে তোমার রক্ত সর্ম্পকের বোনকে ভূলে যেতে পারছ?

তোমার বোন যখন উলঙ্গ ছিল (অর্থাৎ পরিধানের মত কাপড় ছিল না) তখন তুমি কিভাবে পেট ভরে খেয়েছ? তাই আমি প্রভু তোমার উপর এ সর্ম্পকচ্ছেদের কারণে দয়া করবনা। তখন আমাকে এই বরহুত কুপে দেওয়ার জন্য ফেরেশতাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আর ফেরেশতারা আমাকে ফেলে দিয়েছে। এরপর লোকটি (বুজুর্গ ব্যক্তিকে) বলল- হে ভাই! তুমি যাও অমুক স্থানে আমার বোন আছে, তাকে গিয়ে বল আমি এই ধরনের আযাবে রয়েছি এবং আমাকে যেন মাফ করে দেয়। আর না হয় আমাকে এ অবস্থায় থাকতেই হবে।

বুজুর্গ ব্যক্তি তার কথামত তাঁর দাফনকৃত মালের স্থানে গিয়ে মাল তালাশ করেন এবং তা পেয়ে যান। এরপর ঐ মৃত ব্যক্তির বোনের কাছে গিয়ে ভাইয়ের কবরের আযাব সর্ম্পকে অবহিত করেন। বোন শোনার সাথে সাথে ক্রন্দন শুরু করে দেন এবং বুজুর্গকে বলেন- মাফ করে দিয়েছি আমার ভাইকে। তখন তিনি ঐ মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করলেন এবং তার সমস্ত মালগুলো মৃত বোনকে দিয়ে দিলেন। এই ঘটনা থেকে প্রত্যেক মুসলমানকে নছিহত হাছিল করা দরকার যে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবেন না।

প্রশ্রাব ছিটার কারণে আযাব ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন- একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম মক্কা অথবা মদিনার কোন এক বাগানের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, তাঁর সাথে অনেক সাহাবীও ছিল। হঠাৎ তিনি সমাদিত দু'জন লোকের আর্তনাদের আওয়াজ শুনতে পেলেন। যাদেরকে কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তৎক্ষণাৎ তিনি থেমে গেলেন এবং উপস্থিত সাহাবীদেরকে বললেন, এদের দু'জনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে। তবে তেমন কোন বড় অন্যায়ের কারণে আযাব দেওয়া হচ্ছে না। এদের একজন পেশাব থেকে রক্ষণশীলতার ধার ধারতোনা, অন্যজন ছোগলখুরী করত। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম একটি কাঁচা খেজুরের ডাল আনতে বললেন। ডাল আনা হলে হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম দ্বিখণ্ডিত করে কবর দু'টিতে পুঁতে দিলেন।সাহাবীরা ডাল পুতে দেয়ার কারণ সর্ম্পকে জানতে চাইলে তিনি বলেন-যতদিন এ ডাল দু'টি শুকিয়ে না যাবে,

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ততদিন তাদের আযাব হালকা হবে। যেহেতু কাঁচা ডাল আল্লাহর তসবীহ পড়ে।

(বোখারী, ইবনে আবি শায়বা)

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- আমি জাহেলী যুগে একবার সফরে ছিলাম। সফরের সময় মাঝখানে একটি কবরস্থান পেলাম। হঠাৎ দেখলাম যে, একজন মানুষ কবর থেকে উঠে গেছে এবং আগুনের স্ফুলিঙ্গ নিয়ে খেলা করছে। তার গলায় রয়েছে আগুনের বেড়ী। আর আমার (ইবনে উমরের) হাতে তখন একটি পানির পাত্র ছিল। তখন মুর্দাটি আমাকে দেখার ফলে আমার থেকে পানি খুঁজতে লাগল এবং বলল - হে আবদুল্লাহ! আমাকে পানি পান করাও। সাথে সাথে ঐ কবরস্থান থেকে আরেকটি র্মুদা প্রকাশ পেয়ে বলল, হে আবদুল্লাহ ইবনে উমর! তুমি তাকে পানি দিওনা। কেননা, সে কাফের। এই কথা বলার পর সে ঐ ব্যক্তিকে (কাফেরকে) মারতে মারতে কবরে ঢুকিয়ে দিলেন। ইবনে উমর(রাঃ) বলেন- আমি সফররত হওয়ার দরূণ একটি ঘরে অবস্থান নিলাম। যে ঘরের পার্শ্বে ও একটি কবর রয়েছে। ঐ রাতে আমি কবর থেকে এক আওয়াজ শুনলাম। অর্থাৎ- পেশাব আর পেশাবের কারণে আযাব পাচ্ছি। তখন ইবনে উমর ঐ ঘরের গৃহিনী থেকে জিজ্ঞেস করলেন- এই ব্যক্তি (র্মুদা) কে? উত্তরে গৃহিনী বললেন- ইনি আমার স্বামী। দুনিয়াতে সে পেশাব করত আর পেশাবের ছিটকা থেকে বেচেঁ থাকতনা। এমনকি উটের পেশাব থেকেও সে বেচেঁ থাকে নাই। তাই তখন থেকে এই আওয়াজ বলত-- بَوْلٌ وَمَا بَوْلٌ

এছাড়া ও মুর্দা ব্যক্তিটি – الشَّنُّ وَمَا الشَّنُّ কবরে বলত, ইবনে উমর (রাঃ) এর হাকিকত জানতে চান ঐ ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে। স্ত্রী বলেন- হুজুর! (ইবনে উমর) একদা তার (মুর্দার) কাছে একজন ব্যক্তি পিপাসায় পানি খুজছিল কিন্তু সে(র্মুদা) ঐ ব্যক্তিকে একটি খালি পাত্র দিয়ে ধোঁকা দিয়েছিল। তাই এর পর পরিণতি স্বরূপ সে প্রত্যেক দিন কবরে- الشَّنُّ وَمَا الشَّنُّ বলে চিৎকার করে। ইবনে উমর (রাঃ) এ ঘটনা হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসে বললে, হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে একলা (সফরসঙ্গী ছাড়া) সফর করতে মানা করেন।

(ইবনে আবিদ্দুনয়া)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অহংকারের কারণে আযাব ঃ

হযরত মরছদ বিন হওশব (রাঃ) বর্ণনা করেন- একদা আমি ইউসুফ বিন আমরের কাছে বসা ছিলাম এবং দেখলাম তার পার্শ্বে একজন মানুষ বসা ছিল, যার চেহারার কিছু অংশ লোহা হয়ে গিয়েছিল। ইউসুফ তখন তাকে বলল, তোমর চেহারায় লোহার অংশ হওয়ার কারণ মরছদকে বল। লোকটি বলল- হে মরছদ শোন! আমি এক ব্যক্তির রাতে কবর খনন করছিলাম। লোকজন যখন তাকে দাফন করে ঘরে ফিরছিল তখন আমি ঐ কবরের পার্শ্বে বসা ছিলাম। কিছুক্ষণ পর দেখলাম উটের আকৃতিতে দু'টি সাদা পাখি এসে মুর্দার কবরের দুই পার্শ্বে ঢুকে পড়ল। আমি এ ঘটনা আরো ভাল করে দেখার জন্য সামনে আসলাম। দুই পাখির একটি মুর্দাকে জিজ্ঞেস করল- হে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি! বল, তুমি কি দুনিয়াতে সুন্দর সুন্দর কাপড় পরে অহংকার করনাই? উত্তরে মুর্দা বলে- আমিতো ঐ কাপড় পরিধান করার উপযুক্ত ছিলাম। তখন পাখিটি তাকে এমনভাবে ঠোঁট দিয়ে আঘাত করতে লাগল যার ফলে কবর থেকে পানি বের হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর পাখিটি কবর থেকে উঠে আমার দিকে দেখল এবং বলল- হে আল্লাহর বান্দা! দেখ সে (মুর্দা) দুনিয়াতে অহংকার করত। তাই তার এ পরিণতি। একথা শুনার পর দেখলাম আমার মুখে ঐ পাখিটির ছিটকা (আগুনের) লাগল এরপর আমি বেঁহুশ হয়ে যাই। এ ঘটনা দেখার পর থেকে আমার চেহারার এই অবস্থা।

(ইবনে আবিদ্দুনয়া)

খিয়ানত করার কারণে আযাব ঃ

নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম মে'রাজের রাতে এমন একটি সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে গমন করেন, যারা নিজেদের পেটের উপর অনেক বোঝা তুলে নেয়। এমনকি বোঝার কারণে তারা হাঁটাহাটি এবং চলাফেরা করতে পারছেনা। এরপরও তারা লোকদের বলে আমাদের আরো বোঝা দাও। তাদের কথামত লোকজন তাদের পিঠে আরো বোঝা তুলে দেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম জিব্রাঈল (আঃ) থেকে জিজ্ঞেস করলেন- এরা কারা? উত্তরে জিব্রাঈল (আঃ) বলেন- ইয় রাছুলাল্লাহ! এরা হল ঐ সমস্ত লোক, যারা মানুষদের আমানত খেয়ানত করত। অর্থাৎ তারা আমানত কৃত মাল ফেরত দিতনা।

(মা'আরেজুন্নবুয়াত)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আহমদ, নাছায়ী, ইবনে হুজাইমা এবং বায়হাক্বী একসাথে আবু রা'ফে (রাঃ)থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, একদা নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর সাথে জান্নাতুল বাকীর পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম উহ্ উহ্ শব্দ উচ্চারণ করেন এবং বলেন, যদি তুমি আমার ইচ্ছা পূরণ করতে। এরপর আমি (আবু রা'ফে) প্রশ্ন করি, ইয়া রাছুলাল্লাহ! আমি তো কোন ভুল করিনি আপনি এ রকম বললেন কেন? রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম বলেন-হে রা'ফে তুমি না বরং এ কবরবাসীর জন্য উহ্ উহ্ বললাম। কারণ, সে যাকাত আদায়ের পর তা পুরোপুরি ফেরৎ দিতনা, তাই কবরে আযাব হচ্ছে।

সুন্নাতের উপর আমল না করার কারণে আযাব ঃ

শেখ আবু ইছহাক ফজারি (রাঃ) এর খেদমতে এমন একজন মানুষ আসতেন যার চেহারার অর্ধাংশ সব সময় ঢেকে রাখতেন। শেখ আবু ইছহাক তাঁর কাছে চেহারা ঢাকার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে হুজুর! আমি একজন কাফন চোর ছিলাম। একবার আমি রাতে এক মহিলার কাফন চুরি করতে গিয়েছিলাম, প্রথমে আমি ঐ মহিলার চাদর ধরে টান দিলাম। এরপর তার কাফন নিয়ে নিতে চাইলাম। কিন্তু মহিলাটি কাফন ধরে রাখলেন। শেষ পর্যন্ত আমি সর্বশক্তি দিয়ে কাফন নিয়ে নিলাম। ইত্যবসরে মহিলাটি আমার চেহারা লক্ষ্য করে পাঁচ আঙ্গুলে ধরে একটি পাথর নিক্ষেপ করলেন, ফলে ঐ মহিলাটির পাঁচটি আংগুল আমার চেহারায় বসে যায়। শেখ ইসহাক এই কথা শুনে তার চেহারার পর্দা তুলে দেখলেন ঘটনা সত্যই।

শেখ আবু ইসহাক জিজ্ঞেস করলেন- এরপর কি হয়েছে? সে বলল- এরপর আমি কাফন ছেড়ে কবরে মাটি ভর্তি করে চলে আসলাম এবং নিজকে বললাম আর কোন দিন এই কাজ করবনা। শেখ ইসহাক বলেন- আমি এই ঘটনা সম্পুর্ণ ইমাম আওযায়ীর নিকট লিখিত আকারে পেশ করলাম। উত্তরে তিনি আমার কাছে লিখলেন, হে আবু ইছহাক! তুমি ঐ কাফন চোর থেকে জিজ্ঞেস কর যে, আহলে তাওহীদের মুর্দাদের কাফন চুরির সময় তাদের কিবলা কোনদিকে থাকে? উত্তরে তিনি বলেন- তাদের মধ্যে কারো কারো মুখ কিবলার বিপরীতে থাকে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শেখ আবু ইসহাক ইমাম আওযায়ীর কাছে যখন চোরের কথাটি পেশ করলেন, তখন আওযায়ী প্রত্যুত্তরে আবু ইসহাক এর কাছে আফ্সুস করে লিখেন- "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন" এবং তিনি আরো বলেন- হে আবু ইসহাক! আহলে তাওহীদের মধ্যে যাদের কিবলা পরিবর্তন হয়ে গেছে, নিশ্চয় তারা ছুন্নাতের উপর আমল করতনা।

(রওজুর রায়্যাহিন)

সাহাবীদের অপমানের কারণে আযাব ঃ

ইবনে আবিদ্দুনয়া ইমাম হাসান (রাঃ) থেকে মরফু রেওয়ায়েত করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি আমার সাহাবাদের থেকে কারো উপর কোন অপমান জনক আচরণ করে বা গালি দেয়া অবস্থায় মারা যায় তাহলে কবরে ঐ ব্যক্তির জন্য একটি জানোয়ারকে নির্ধারণ করে দেয় যে, জানোয়ার তাকে সর্বদা কিয়ামত পর্যন্ত ভক্ষণ করতে থাকবে।

ইবনে আবিদ্দুনয়া আবু ইসহাক থেকে আরো রেওয়ায়েত করেন যে, আবু ইসহাক বলেন, আমি একদা এক মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার জন্য তার কাপড় উল্টা মাত্র দেখলাম তার ঘাড়ে একটি বিষাক্ত সাপ পেঁচানো রয়েছে। লোকদের থেকে জিজ্ঞাসা করা হলো- এই ব্যক্তির এই রকম পরিণতি কেন হল? উত্তরে বলল- সে সাহাবাদের গালি দিত।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দ্বিতীয় খণ্ড

জানাযা নামাযের বর্ণনা ঃ

জানাযার নামায ফরজে কেফায়া। একজনও যদি পড়ে নেয়, তাহলে সবাই দায়মুক্ত হবে। অন্যথায় যাদের কাছে খবর পৌঁছেছিল, কিন্তু নামায পড়েনি, তারা গুনাহ্গার হবে। এর ফরয হওয়াকে যে অস্বীকার করে, সে কাফির।

মাস্আলাঃ জানাযার নামাযের জন্য জামাত শর্ত নয়। এক ব্যক্তিও যদি পড়ে নেয়, আদায় হয়ে যাবে। (আলমগীরী)

জানাযার নামাযের নিয়্যত-

نَوَيْتُ اَنْ اُوَدِّيَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَات صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ اَلثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَالدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন্ উওয়াদ্দিয়া আরবাআ তাক্বিরাতে সালাতিল জানাযাতি ফারদিল্ কেফায়াতি আস্সানাউলিল্লাহি তা'য়ালা ওয়াস্সালাতু আলান নাবিয়্যি ওয়াদ্দোয়াউ লি-হাযাল মাইয়্যিতি; ইক্বতাদাইতু বি-হাযাল্ ইমামি, মোতাওয়াজ্জিহান ইলা যিহাতিল্ কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

মৃত ব্যক্তি স্ত্রীলোক হইলে لِهٰذَا الْمَيِّتِ (লিহাযাল্ মাইয়্যেতি) এর পরিবর্তে لِهٰذِهِ الْمَيِّتِ (লিহাযিহিল্ মাইয়্যেতি) বলতে হবে।

আর ইমাম اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ (ইকতাদাইতু বেহাযাল ইমাম) এর পরিবর্তে اَنَا اِمَامٌ لِمَنْ حَضَرَ وَمَنْ يَحْضُرُ (আনা ইমামুন লিমান হাদারা ওয়ামাই ইয়াহদুরু)পড়বে।

জানাযার নামাযের নিয়ত করে কান পর্যন্ত হাত উঠায়ে আল্লাহু আকবর বলে হাত নামিয়ে যথারীতি নাভীর নিচে বেঁধে নিবে এবং এ দু'আটি পড়বে-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাংলা উচ্চারণ ঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাস্মুকা ওয়াতাআলা জাদ্দুকা ওয়া জাল্লা সানাউকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।

এর পর হাত উঠাইয়া আল্লাহু আকবর বলবে এবং দরূদ শরীফ পড়বে। সেই দরূদ শরীফ পড়াটা উত্তম, যেটা নামাযে পড়া হয়। যদি অন্য কোন দরূদ শরীফ পড়া হয়, তাতেও কোন ক্ষতি নেই। এরপর পুনরায় আল্লাহু আকবর বলে নিজের ও মৃতব্যক্তির জন্য এবং সমস্ত ঈমানদার পুরুষ ও মহিলার জন্য এ দু'আটি পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ-

বাংলা উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগফির লিহাইয়্যিনা ওয়া মাইয়্যাতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া ছাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উন্সানা। আল্লাহুম্মা মান্ আহ্ইয়াইতাহু মিন্না ফা আহয়িহী আলাল ইসলাম; ওয়া মান তাওয়াফ্ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহু আলাল ঈমান। এরপর আল্লাহু আকবর বলে শেষ তাকবীর বলবে। অতঃপর সালাম ফিরাবে।

মাস্আলাঃ উপরোক্ত দোয়া কারো স্মরণ না থাকলে, এই স্থলে সূরা ফাতিহা বা অন্য কোন একটি দোয়া মা'সূরা পড়ে নিবে।

মাস্আলাঃ জানাযার নামাযের চার তাকবীরের মধ্যে কেবল প্রথম তাকবীরে হাত উঠাবে, বাকীগুলোতে নয় এবং চতুর্থ তাকবীর বলার সাথে সাথে কিছু না পড়ে হাত খুলে সালাম ফিরাবে।

মাস্আলাঃ মৃত ব্যক্তি যদি পাগল বা নাবালেগ হয়, তাহলে তৃতীয় তাকবীরের পর এ দু'আটি পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَ ذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাংলা উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাজ আলহু লানা ফারতাঁও ওয়াজ আলহু লানা আজরাঁও ওয়া যুখরাও ওয়াজ আলহু লানা শাফীয়াঁও ওয়া মুশাফ্‌ফাআ।

মৃত যদি বালিকা হয়, উপরোক্ত দোয়াতে اجعله এর জায়গায় اجعلها পড়বে। এখানে পাগল বলতে এমন পাগলকে বুঝানো হয়েছে, যে বালেগ হওয়ার আগে পাগল হয়ে গেছে।

(গুনীয়া, বাহার)

মাস্‌আলাঃ সালামে মৃত ব্যক্তি, ফিরিশতাগন ও নামাযে অংশ গ্রহণকারীদের নিয়ত করবে।

(দু'ররুল মুখতার, রদ্দুল মুখতার)

মাস্‌আলাঃ ইমাম তাকবীর ও সালাম উচ্চস্বরে বলবে এবং বাকী সবকিছু নিম্নস্বরে পড়বে।

মাস্‌আলাঃ জানাযার নামাযে রোকন (ফরয) দুটি ঃ (১) চারটি তাকবীর (২) কিয়াম। সুন্নাতে মুয়াক্কাদা তিনটি ঃ (১) আল্লাহ্ তায়ালার সানা পাঠ, (২) দরূদ শরীফ পড়া ও (৩) মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা।

মাস্‌আলাঃ যেহেতু কিয়াম ফরজ, সেহেতু বিনা কারণে বসে বা বাহনের উপর নামায পড়লে হবে না। তবে মৃত ব্যক্তির অলী বা ইমাম অসুস্থ হেতু বসে নামায পড়লো এবং মুক্তাদীগণ দাঁড়িয়ে পড়লো, তাহলে নামায হয়ে যাবে।

(দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুখতার)

মাস্‌আলাঃ যার কয়েক তাকবীর বাদ পড়ে গেছে; সে ইমাম সালাম ফিরানোর পর বাদ পড়া তাকবীরগুলো বলে নিবে। আর যদি এ ভয় হয় যে পড়তে গেলে দোয়া পূর্ণ পড়ার আগে লোকেরা মুর্দারকে কাঁধে উঠায়ে নিবে, তাহলে কেবল তাকবীর বলে নিবে এবং দোয়া বাদ দিবে।

(দুররুল মুখতার)

মাস্‌আলাঃ যে ব্যক্তি চতুর্থ তকবীর বলার পর আসলো, ইমাম তখনও সালাম ফিরায়নি, তাহলে জমাতে শরীক হয়ে যাবে। এবং ইমামের সালাম ফিরানোর পর তিনবার আল্লাহু আকবার বলে নিবে।

(দুররুল মুখতার)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মাস্‌আলাঃ যে সব বিষয় দ্বারা অন্যান্য নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে, ওসব বিষয় দ্বারা জানাযার নামাযও ভঙ্গ হয়ে যায়। শুধু একটি বিষয়ে পার্থক্য যে, বেগানা মহিলা বেগানা পুরুষের সাথে সরাসরি দাঁড়ালে এতে জানাযার নামায ভঙ্গ হবে না; কিন্তু অন্যান্য নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

(আলমগীরী)

মাস্‌আলাঃ জানাযার নামাযের জন্যও ওসব শর্তসমূহ প্রযোজ্য, যা অন্যান্য নামায সমূহের জন্য নির্ধারিত। অর্থাৎ (১) পবিত্রতা (নামাযীর শরীর, কাপড় ও নামাযের জায়গা পাক) হওয়া (২) সতর ঢাকা (৩) কিবলার দিকে মুখ করা (৪) নিয়ত করা। অবশ্য জানাযার জন্য সময় নির্দিষ্ট নেই। তাকবীরে তাহরীমা এর রোকন বা শর্ত নয়।

(রদ্দুল মুখতার)

মৃত ব্যক্তির জন্য শর্ত হচ্ছে তাকে গোসল করানো এবং গোসল সম্ভব না হলে যেন তায়াম্মুম করানো হয় এবং পবিত্র কাফন পরিধান করানো, (যদিওবা পরে ময়লামুক্ত হয়ে যায়) জানাযা সামনে থাকা চাই এবং জানাযা যেন মাটির উপর রাখা হয়। কোন জন্তু ইত্যাদির উপর রাখা হলে, নামায হবে না।

মাস্‌আলাঃ প্রত্যেক মুসলমানের জানাযার নামায যেন পড়া হয়, যদিওবা সে বড় গুনাহ্‌গার হয়। তবে কয়েক প্রকার গুনাহ্‌গারের নামায পড়তে নেই। যেমন (১) বিদ্রোহী, যে বরহক ইমামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হলো এবং সেই বিদ্রোহ অবস্থায় যদি মারা যায়। (২) ডাকাত, যে ডাকাতি করা অবস্থায় মারা যায়, ওর গোসল ও জানাযার নামায কোনটাই হবে না। (৩) যে কয়েকজনকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে এবং যে নিজের মা অথবা বাপকে মেরে ফেলেছে, ওর নামায ও পড়া হবে না।

(আলমগীরী, দুররুল মুখতার, বাহার)

মাস্‌আলাঃ জানাযার নামাযে ইমামতির হক সর্বাগ্রে ইসলামী শাসকের। অতঃপর কাযীর। এরপর জুমার ইমামের, তারপর মহল্লার ইমামকে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অগ্রাধিকার দেয়া মুস্তাহাব। তবে মহল্লার ইমাম ওলী থেকে আফজাল হতে হবে। অন্যথায় ওলী আফজাল।

(গুনীয়া, দুররুল মুখতার)

মাসআলাঃ ওলী হচ্ছে মৃত ব্যক্তির আপনজন এবং নামায পড়ানোর ব্যাপারে ওলীদের ক্ষেত্রে সেই তরতীবই প্রযোজ্য, যা বিবাহের বেলায় রয়েছে। তবে কেবল এতটুকু পার্থক্য হয়েছে যে জানাযার নামাযে মৃত ব্যক্তির পিতাকে ছেলের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। অবশ্য পিতা যদি আলেম না হয় এবং ছেলে যদি আলেম হয়, তাহলে জানাযাতেও ছেলের অগ্রাধিকার রয়েছে। যদি আপনজন না থাকে, তাহলে আত্মীয় স্বজনকে অন্যান্যদের উপর প্রাধান্য দেয়া হবে।

(দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুখতার)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয় অনুপস্থিত এবং দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় উপস্থিত রয়েছে। এক্ষেত্রে দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ই নামায পড়াবে। অনুপস্থিত বলতে এতটুকু দূরত্বকে বুঝানো হয়, যেখান থেকে আসার অপেক্ষা করাটা ক্ষতিকর।

(রদ্দুল মুখতার)

মাসআলাঃ মহিলা ও শিশুগণ জানাযার নামাযের ওলী হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

মাসআলাঃ জানাযার নামাযে তিন কাতার করা উত্তম। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যার নামায তিন কাতার করা হবে তার মাগফিরাত হয়ে যাবে। যদি সর্বমোট সাতজন হয়ে থাকে তাহলে একজন ইমাম হবে। তিনজন প্রথম কাতারে, দুজন দ্বিতীয় কাতারে এবং একজন তৃতীয় কাতারে দাঁড়াবে।

(গুনীয়া, বাহার)

মাসআলাঃ ইমাম মৃত ব্যক্তির বুকের সামনে দাঁড়ানো মুস্তাহাব। মৃত ব্যক্তি থেকে দূরে না হওয়া চাই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মাসআলাঃ জুমার দিন কেহ মারা গেলে, জুমার আগে কাফন দাফন করে নিতে পারলে, করে নেয়া চাই। জুমার পর বেশী লোক হবে, এ ধারণায় রেখে দেয়াটা মাকরূহ।

(রদ্দুল মুখতার)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তিকে যদি নামায না পড়ে দাফন করা হয় ও মাটি চাপাও দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তার কবরের উপর নামায পড়বে যদি ফেটে যাওয়ার সন্দেহে না হয়। আর যদি মাটি না দিয়ে থাকে, তাহলে বের করে নামায পড়ার পর দাফন করবে।

(রদ্দুল মুখতার, দুররুল মুখতার)

মাসআলাঃ মুসলমানের শিশু বা মুসলমান মহিলার শিশু জীবিত জন্ম হওয়ার পর মারা গেলে, ওকে গোসল ও কাফন দেয়া হবে এবং নামায পড়বে আর যদি মৃত জন্ম হয়, তাহলে এমনি গোসল করায়ে পবিত্র কাপড়ে জড়ায়ে দাফন করে ফেলবে। ওর জন্য নামায ও সুন্নাত তরীকা মত গোসল ও কাফনের প্রয়োজন নেই।

মাসআলাঃ যে শিশু মাথা বের করে জন্ম হলো এবং বুক বের হওয়া পর্যন্ত জীবিত ছিল অতঃপর মারা গেল, তাহলে ওকেও জীবিত ধরা হবে। যদি উল্লেখিত পরিমাণ বের হবার আগে মারা যায়, যদিওবা ক্রন্দন করে থাকে, মৃত জন্ম হয়েছে বলে ধরা হবে।

(দুররুল মুখতার, রুদ্দুল মুখতার)

মাসআলাঃ শিশু জীবিত জন্ম হোক বা মৃত, পূর্ণাঙ্গ হোক বা অপূর্ণাঙ্গ হোক, যে কোন অবস্থায় ওর নাম রাখতে হবে, কেননা নামের মাধ্যমে কিয়ামত দিবসে ওর হাশর হবে।

(দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুখতার ও বাহার)

মাসআলাঃ বিধর্মীনী থেকে মুসলমানের শিশু জন্ম হলো এবং সে ওর বিবাহিত ছিল না অর্থাৎ শিশুটা-অবৈধ, ওর নামায পড়া হবে।

(রদ্দুল মুখতার)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মাস্‌আলাঃ এতেকাফ অবস্থায় মসজিদ হতে জানাযা নামাযের জন্য বের হওয়া জায়েজ নাই।

(আলমগীরী, রদ্দুল মোখতার)

জানাযা নামাযের নিয়ম ঃ

দোয়া পড়ার পর পুনরায় জোরে তাকবীর বলে প্রথমে ডানে এবং পরে বামে আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ বলে সালাম ফিরাতে হবে। এই নিয়মেই জানাযার নামায পড়তে হয়। আরো কিছু জরুরী নিয়ম-কানুন নিম্নে দেওয়া হল।

১। জানাযার নামাযের চার তকবীরের সাথে পড়তে হয়। প্রথম তাকবীরের সময় কানের লতি বরাবর দুই হাত কিবলামুখী করে উঠাবার পর নাভির উপরে হাত বেঁধে দাঁড়াতে হয়। পরের তিন তাকবীরের সময় হাত উঠাতে হবে না। হাত বাঁধা অবস্থায় তাকবীর বলে দোয়া এবং চতুর্থ তাকবীর বলে সালাম ফিরাতে হয়।

২। ইমাম তাকবীর ও সালাম জোরে বলবে। মুক্তাদিরা চুপে চুপে বলবেন। সানা, দরূদ শরীফ, দোয়া, সালাম ইমাম মুক্তাদি সবাইকে চুপে চুপে পড়তে হবে।

৩। জানাযার নামায ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকলে পানি নিকটে থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করে জানাযার নামাযে শরীক হওয়া যায়।

৪। জুতা পায়ে রেখে জানাযার নামায পড়া যায়। কিন্তু জুতার তলা পাক থাকতে হবে। আর যদি জুতা খুলে জুতার উপরে পা রেখে দাঁড়ায় তাহলে পায়ের সাথে সংযুক্ত জুতার উপরের অংশ পাক থাকলেই চলবে। জুতার তলা এবং জুতার তলা নাপাক থাকলেও জানাযার নামায হয়ে যাবে। তবে জুতা খুলে নামাজ আদায় করা ভাল।

৫। জানাযার জন্য জামায়াত শর্ত নয়। একজনে পড়লেও ফরয আদায় হয়ে যাবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৬। জানাযার নামায ৩ কাতার করা মুস্তাহাব। ইমাম ছাড়া ৫ জন উপস্থিত থাকলে, ইমামের পিছনে প্রথম কাতারে দুইজন, দ্বিতীয় কাতারে দুইজন এবং তৃতীয় কাতারে একজন নিয়ে দাঁড়াতে হবে। লোক সমাগম বেশি হলে ৫ কাতার বা ৭ কাতার অথবা যে কোন বিজোড় সংখ্যক কাতার করা ভাল।

৭। ভূমিষ্ট হওয়া মাত্র যে শিশুর মৃত্যু হয়েছে তার নাম রাখবে এবং নিয়ম অনুযায়ী গোসল ও কাফন- দাফন করবে।

৮। আর যে শিশু মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়েছে তারও নাম রাখবে এবং গোসলও দেবে। তবে নিয়ম মোতাবেক কাফন এবং জানাযার নামায পড়াতে হবে না। শুধু একখন্ড কাপড় দিয়ে লাশ ঢেকে দিয়ে কবরে মাটি চাপা দিয়ে রাখলেই চলবে।

৯। মৃত ব্যক্তি ওসীয়ত করেছে যে, আমার নামাজ অমুক পড়াবে বা আমাকে অমুক ব্যক্তি গোসল দিবে মৃত্যুর পর এসব ওসীয়ত বাতিল বলে গণ্য হবে।

(আলমগীরি)

১০। ইমাম পাঁচ তাকবীর বললে, মুক্তাদিগণ পাঁচ তাকবীরে ইমামের অনুকরণ করবে না। বরং চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। যখন ইমাম সালাম ফিরাবে ওর সাথে সালাম ফিরাবে। এতে নামায পুনরায় আদায় করতে হবে না।

(দুররুল মোখতার)

১১। মাসবুক অর্থাৎ যার তাকবীর সমূহ বাদ পড়েছে সে বাকী তাকবীরগুলো ইমাম সালাম ফিরানোর পর (বাদ পড়া) তাকবীরগুলো নিজে নিজে বলে নেবে। আর যদি আশংকা হয় যে, দোয়া পড়তে গেলে লোকেরা মুর্দাকে কাঁধে উঠিয়ে নেবে তাহলে কেবল তাকবীরগুলো বলে নেবে।

(দুররুল মোখতার)

১২। লাহেক অর্থাৎ যিনি শুরুতে জানাযায় শামিল ছিল, কিন্তু কোন কারণে মাঝখানের কিছু তাকবীর বাদ পড়ে গেল যেমন প্রথম তাকবীর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইমামের সাথে বলেছিল কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাকবীর বাদ পড়ে গেল। তাহলে ইমামের চতুর্থ তাকবীরের আগে বাদ পড়া তাকবীরগুলো বলে নেবে।

(রদ্দুর মোখতার)

১৩। চতুর্থ তাকবীর বলার পর যে ব্যক্তি আসলো, ইমাম তখনো সালাম ফিরায়নি, তাহলে জানাযার জামাতে শামিল হয়ে যাবে এবং ইমাম সালাম ফিরানোর পর তিনবার আল্লাহু আকবর বলে নিবে।

(দুররুল মোখতার)

১৪। কয়েকটি জানাযা একত্রিত হল, একসাথে সবগুলো জানাযা পড়া যাবে। তবে সবগুলো পৃথক পৃথক করে পড়া উত্তম।

(রদ্দুর মোখতার)

১৫। কূপে পড়ে মারা গেল, অথবা কূপে ঘর পড়ে গেল। মৃত ব্যক্তিকে বের করা যাচ্ছে না, তাহলে ওস্থানে মৃতের নামাজ পড়বে।

(রুদ্দুর মোখতার)

১৬। জনগণের চলার পথে এবং অন্যের জমিনে অনুমতি ব্যতিত জানাযা নামায পড়া উচিত নয়।

১৭। জুমার দিন কেউ ইন্তেকাল করলে জুমার পূর্বে কাফন-দাফন সেরে নিতে পারলে আগে সেরে নেবে। জুমার পর লোক জমায়েত বেশী হবে- এ ধারনায় রেখে দেয়া মাকরূহ।

(রদ্দুর মোখতার)

১৮। মাগরিবের নামাযের সময় জানাযা আসলো, তাহলে ফরজ ও সুন্নাত পড়ার পর জানাযা পড়বে। অনুরূপ অন্যান্য ফরজ নামাজের সময় জানাযা আসলে এবং নামাজের জামাত যদি প্রস্তুত থাকে তখন ফরজ সুন্নাত পড়ার পর জানাযা নামাজ পড়বে।

(আলমগীরি)

জানাযা নামাযের সময় ঃ

জানাযার নামাযের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। যে কোন সময় জানাযার নামায পড়া যায়। সূর্যোদয়ের সময়, ঠিক দ্বিপ্রহরের এবং সূর্যাস্তের সময় ওয়াক্তিয়া নামায পড়া নিষেধ। কিন্তু জানাযার নামায পড়া নিষেধ নয়। তবে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

খেয়াল রাখতে হবে জানাযা যদি নামাযের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের আগে এসে থাকে তাহলে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর জানাযা পড়তে হবে। এরকম অবস্থায় নামাযের নিষিদ্ধ সময়ে জানাযা পড়া জায়েয হবে না। কিন্তু নিষিদ্ধ সময়ের ভিতরে যদি জানাযা আসে তাহলে তখন জানাযা নামায পড়া জায়েয হবে।

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার নিয়ম ঃ

যিনি মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিবেন, তিনি প্রথম অযু করে নেবেন। গোসলের স্থানের চারিদিকে পর্দার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। কুল (বড়ই) পাতার সিদ্ধ পানির দ্বারা গোসল করাতে হয়। ইহা না পেলে সাদা পানি ব্যবহার করতে পারবে। প্রথমে মৃত ব্যক্তিকে খাটের উপর শোয়ায়ে নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় দিয়ে ঢেকে দেবে। তারপর বহ্য-প্রসাবের স্থান এক খন্ড কাপড় দ্বারা মাসেহ্ করবে। মৃত ব্যক্তির গুপ্তস্থানের দিকে একেবারেই দৃষ্টি করবেনা। তারপর অযু করাইবে। অযুর মধ্যে প্রথমে মুখ তারপর উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে অতঃপর মাথা মাসেহ করবে। এর পর উভয় পা ধৌত করবে। মুখ ও নাকের ভিতর পানি দেবে না। কাপড় ভিজিয়ে মুখ ও নাকের ভেতর মুছে দেবে। মাথা ও দাঁড়ি সাবান দ্বারা ধৌত করবে। তারপর মৃতকে বাম করটে শোয়ায়ে ডান পার্শ্বে পানি ঢেলে মাথা হতে পা পর্যন্ত ভাল করে ধৌত করবে। তারপর ডান কাতে শোয়ায়ে বাম পার্শ্বে পানি ঢালবে, যাতে সমস্ত শরীর ভাল মত পরিস্কার করা যায়। এরপর মৃতকে হেলান দিয়ে বসিয়ে আস্তে আস্তে পেটে চাপ দেবে। এতে মল বের হলে তা ধুয়ে ফেলবে। এ জন্য অযু বা গোসল পুনরায় করাতে হবে না। গোসলের পর শুকনা কাপড় দ্বারা শরীর মুছে ফেলবে। নখ কাটবে না। দাঁড়ি ও মাথায় চিরুনী ব্যবহার করবে না। মাথায় ও দাঁড়িতে আতর-গোলাপ লাগাবে। কপালের সিজদার জায়গায় কার্পুর লাগাবে।

পুরুষকে পুরুষ লোক দ্বারা গোসল দিতে হয় কিন্তু নাবালেককে সকলেই গোসল দিতে পারবে। স্বামী স্ত্রীকে গোসল দিতে পারবে না। স্বামী মৃতা স্ত্রীকে দেখতে ও কবরে নামাতে পারবে এবং মুর্দা স্ত্রীর খাট বহন করতে পারবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মাসয়ালা ঃ
মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো ফরজে কেফায়া। কয়েকজন মিলে গোসল দিলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে।

(আলমগীরি)

মাসয়ালা ঃ
গোসল করার নিয়ম হচ্ছে- যে খাটে বা আসনে বা তক্তায় গোসল দেয়ার ইচ্ছা হয় সেটাকে তিন, পাঁচ বা সতবার ধৌত করে নেবে।

মাসয়ালা ঃ
সম্পূর্ণ শরীরে একবার পানি প্রবাহিত করা ফরজ। তিনবার করা সুন্নত। গোসল দেয়ার স্থান পর্দাবৃত করা মুস্তাহাব। যেন গোসলদানকারী ও সহযোগী ছাড়া কেউ দেখতে না পায়। গোসল দেয়ার সময় এমনভাবে শোয়াবে যেমন কবরে শোয়ায়ে রাখা হয়।

(আলমগীরি)

মাসয়ালা ঃ
গোসলদানকারী যেন বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য লোক হয় যিনি পূর্ণরূপে গোসল করাবে। যদি ভাল কিছু দেখা যায় যেমন মৃত ব্যক্তির চেহারা আলোকিত হয়ে উঠল, অথবা মৃত ব্যক্তির শরীর থেকে সুগন্ধি বের হল, তাহলে ওসব কথা গোসলদানকারী মানুষদের বলে দেবে। আর মন্দ কিছু দেখলে তা বলবে না।

(বাহারে শরীয়ত)

মাসয়ালা ঃ
গোসলদানকারীর নিকটে সুগন্ধি জালানো মুস্তাহাব। *(বাহারে শরীয়ত)*

মাসয়ালা ঃ
যদি কোন বদ মযহাব বা বদ আক্বীদা সম্পন্ন লোক মারা যায় এবং তার রঙও যদি বিকৃত হয়ে যায় তাহলে তা নছিহত হাসিল করার জন্য লোকদের বলা উচিত।

(আলমগীরি)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মাসয়ালা ঃ
স্ত্রী তার স্বামীকে গোসল দিতে পারে যদি মৃত্যুর পূর্বে বা পরে এমন কোন ঘটনার সৃষ্টি না হয় যদ্বারা বিবাহ বাতিল হয়ে যায়। তবে স্বামী স্ত্রীকে গোসল দিতে পারবে না।

(আলমগীরি)

মাসয়ালা ঃ
মৃতের শরীর যদি এমন হয় যে, হাত লাগালে (অর্থাৎ হাত দিয়ে ধৌত করার সময়) চামড়া উঠে যাচ্ছে বলে মনে হয় তাহলে হাত লাগাবে না কেবল পানি প্রবাহিত করবে।

(আলমগীরি)

মাসয়ালা ঃ
মৃত ব্যক্তির দাঁড়ি বা মাথার চুল আঁচড়ানো বা নখ কাটা অন্য স্থানের পশম মুন্ডানো, আঁচড়ানো, উপড়ানো নাজায়েজ ও মাকরূহে তাহরীমা। বরং বিধান হলো, যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় রেখে দেয়া। তবে নখ যদি ভেঙ্গে যায় কেটে ফেলতে পারবে। আর নখ বা চুল কাটলে কাফনের ভেতরে রেখে দেবে।

(দুররুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসয়ালা ঃ
মৃত ব্যক্তির দুই হাত পাশে রাখবে, বুকের উপর রাখবে না। কারণ বুকের উপর রাখাটা কাফেরদের নিয়ম।

(দুররুল মোখতার, বাহার)

মাসয়ালা ঃ
গোসল করানোর পর যদি নাক, কান, মুখ এবং অন্যান্য ছিদ্র সমূহে রুই রাখতে চায় তাহলে এতে কোন ক্ষতি নাই। তবে না রাখাটা উত্তম।

(আলমগীরি)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নোট ঃ

১) **দুর্ঘটনার কারণে কারও শরীরের কিছু অংশ পাওয়া গেলে তাকে গোসল ও দাফন করার হুকুম ঃ**

কোন মুসলমানের দেহের অর্ধাংশের অধিক পাওয়া গেল, তাহলে তাকে গোসল ও কাফন দেবে। জানাযার নামায পড়াবে, নামাজের পর যদি অবশিষ্টাংশটুকুও পাওয়া যায় এরজন্য দ্বিতীয়বার নামায পড়তে হবে না। যে অর্ধাংশ পাওয়া গেছে এর মধ্যে যদি মস্তকও থাকে তখনও একই হুকুম। আর যদি মাথা না থাকে বা আপদমস্তক ডান বা বাম দিকের এক পার্শ্বের অংশ পাওয়া যায়, উভয় অবস্থায় গোসল ও কাফন দিতে হবে না। নামায ও পড়তে হবে না। বরং একটি কাপড়ে জড়িয়ে দাফন করবে।

(আলমগীরি, দুররুল মোখতার, বাহারে শরীয়ত)

২) **মৃতের গোসলের জন্য ব্যবহৃত পাত্র সমূহের হুকুম ঃ**

অনেক জায়গায় প্রথা হয়ে গেছে যে, সাধরণতঃ মৃত ব্যক্তির গোসল দেয়ার জন্য নতুন পাত্র, ঘড়া/কলসি, ব্যবহার করা হয় এর কোন প্রয়োজন নেই। ঘরের ব্যবহৃত কলসি, বদনা দ্বারাও গোসল দেয়া যাবে। অনেকেই মুর্খতা বশতঃ এসব আসবাবপত্র ভেঙ্গে ফেলে দেয়। এটা না জায়েজ ও হারাম। আর এতে থাকা পানিগুলো পবিত্র থাকে, নাপাক হয় না। যেহেতু অনেকের ধারণা মানুষের মৃত্যুর পর ঐ ব্যক্তির ঘরের জমা পানিগুলো নাপাক হয়ে যায়।

(বাহারে শরীয়ত)

কাফন পরিধানের নিয়ম ঃ

পুরুষ লোকের কাফন ৩ (তিন) খানা কাপড় দ্বারা দেওয়া সুন্নত। যথাঃ (১) লেফাফ- ইহা সর্ব প্রথমে বিছাতে হয়। ইহা মৃত ব্যক্তির দেহ হতে কিছু বেশী লম্বা রাখতে হয়; যাতে দুই প্রান্ত বাঁধতে অসুবিধা না হয়। (২) ইযার- ইহা মৃত ব্যক্তির মাথা হতে পা পর্যন্ত লম্বা হতে হবে। (৩) কামীছ- ইহা গলা হতে পা পর্যন্ত লম্বা রাখতে হয়, কিন্তু আস্তিন কলি বিহীন হতে হবে।

মেয়ে লোকের জন্য ৫ (পাঁচ) খানা কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া সুন্নত, যথাঃ (১) পিরহান (২) ইযার (৩) উড়নী বা সেরবন্দ- ইহার দ্বারা মাথা ঢাকতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হয়। ইহা দুই হাত দৈর্ঘ্য ও আধ হাত চওড়া হবে। (৪) লেফাফা- ইযার ও লেফাফা মাথা হতে পা পর্যন্ত লম্বা হওয়া আবশ্যক। (৫) সীনাবন্দ- ইহা দৈর্ঘ্য তিন হাত লম্বা এবং বগল হতে হাটু পর্যন্ত প্রশস্ত হতে হবে।

আর্থিক অভাব হলে পুরুষের জন্য দুই কাপড় যথা- ইযার ও লেফাফা এবং স্ত্রীলোকের জন্য তিন কাপড় যথা-ইযার, লেফাফা ও সেরবন্দ দিলেও চলবে।

কাফন বিছানোর নিয়ম ঃ

পুরুষের জন্য- খাটের উপর প্রথমে লেফাফা, লেফাফার উপর ইযার এবং ইযারের উপর কোর্তার অর্ধেক এইরূপভাবে বিছাবে যাতে মৃতকে কোর্তার উপর রাখলে অবশিষ্টাংশ মাথার উপর দিয়ে আনলে বরাবর হয়ে গায়ে লাগে। ইযারকে প্রথমে বামদিক হতে জড়িয়ে পরে ডান দিক হতে জড়াবে, তারপর লেফাফাও বামদিক হতে জড়িয়ে পরে ডান দিক হতে জড়াবে। কাফন খুলে যাওয়ার সম্ভাবনায় মাথা, বুক ও পায়ের নিকট সুতা দ্বারা বেঁধে দিবে।

স্ত্রীলোকের জন্য- প্রথমে সীনাবন্দ, তারপর লেফাফা, তারপর ইযার অতঃপর পিরহান বিছিয়ে মৃতকে উহার উপর শোয়াবে। প্রথমে পিরহান পরাবে। মাথার চুলগুলি দুইভাগ করে উভয় কাঁধের দিক হতে এনে পিরহানের উপর রাখবে। তারপর সেরবন্দ দ্বারা মাথা জড়িয়ে দুই পাশ হতে এনে বুকের উপর রাখবে। এরপর লেফাফাও এভাবে জড়াবে। সবশেষে সীনাবন্দ জড়াবে। কাফনের উপর আতর গোলাপ লাগাবে।

মাসয়ালা ঃ

বিনা প্রয়োজনে কাফনে কেফায়ত (যত কাফনের দরকার) থেকে কম করা নাজায়েজ ও মাকরূহ।

(দুররুল মোখতার, বাহারে শরীয়ত)

মাসয়ালা ঃ

পুরাতন কাপড় দ্বারাও দাফন দেয়া যায়। তবে পুরনো হলে একে ধৌত করে নেবে। যেহেতু কাফন পরিস্কার হওয়া পছন্দনীয়।

(জওহেরা, বাহারে শরীয়ত)

মাসয়ালা ঃ

মৃত ব্যক্তি যদি কিছু সম্পদ রেখে যায় তাহলে ঐ সম্পদ থেকে তাকে কাফন দিতে হবে।

(বাহারে শরীয়ত)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মাসয়ালা ঃ
মৃত ব্যক্তি যদি কোন সম্পদ রেখে না যায় তাহলে জীবদ্দশায় যার উপর ভরণ পোষণের দায়িত্ব ছিল সে কাফনের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করবে।

(বাহারে শরীয়ত)

মাসয়ালা ঃ
মহিলা যদিও সম্পদ রেখে যায় তথাপি ওর কাফনের দায়িত্ব স্বামীর উপর। তবে শর্ত হল, মৃত্যুর আগে এরকম কোন ঘটনা না হওয়া চাই যা দ্বারা স্ত্রী স্বামীর ভরণ পোষণ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

(আলমগীরি, দুররুল মোখতার)

মাসয়ালা ঃ
কাফনের জন্য যদি কেউ সাহায্য চেয়ে কাপড় নিয়েছে, এর থেকে কিছু কাপড় অবশিষ্ট রয়ে গেল, যদি জানা থাকে যে, অমুক ব্যক্তি এ কাফন দিয়েছে তাহলে উক্ত কাপড়ের অংশ তাকে দিয়ে দিবে। নতুবা অন্য কোন অভাবী লোককে ব্যবহারের জন্য দিয়ে দিবে।

(দুররুল মোখতার, বাহারে শরীয়ত)

জানাযা নামাযের দোয়া ঃ
হযরত আবূ হুরায়রা, আবূ কাতাদা ও আবূ ইবরাহীম আশহালী তাঁর পিতা যিনি সাহাবী ছিলেন, তিনি বর্ণানা করেছেন-তাঁরা সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণানা করেছেন- তিনি একটি জানাযার নামায পড়লেন এবং তাতে তিনি নিম্নোক্ত দোয়া করেছেন,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا- اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ ط وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ-

জানাযা নামাযে তিন বা তিনের বেশি কাতার মুস্তাহাব ঃ

১। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- এমন কোন মৃত ব্যক্তি নেই যার জানাযায় মুসলমানদের একটি দল শরীক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হয়। যাদের সংখ্যা এক'শত পৌঁছে যায়, তারা সবাই যদি তার জন্য শাফায়াত করে তাহলে তার ব্যাপারে তাদের শাফায়াত কবুল করা হয়।

(মুসলিম শরীফ)

২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, এমন চল্লিশ জন লোক যদি কোন ব্যক্তির জানাযার নামায পড়ে, যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি সেই মৃতের পক্ষে আল্লাহ তাদের শাফায়াত কবুল করে নেন।

(মুসলিম শরীফ)

৩। হযরত মারসাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল ইয়াযানী (রাঃ) হতে বর্ণিত, মারিক ইবনে হুবায়রা যখন কারো জানাযার নামায পড়তেন এবং জানাযার উপস্থিত লোকের সংখ্যা কম মনে করতেন, তখন তিনি লোকদের তিন সাঁরিতে দাঁড় করাতেন। তারপর বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- তিন সাঁরির লোক যে ব্যক্তির জানাযার নামায পড়ে (অর্থাৎ, তিন সারি লোক যে মুসলমানের জানাযার নামায পড়ে) তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

(আবূ দাউদ, তিরমিযী)।

এসব হাদীস প্রমাণ করে যে, জানাযায় যত মুসল্লী, বিশেষ করে পরহেযগার মুসল্লী বেশী হয়, ততই যোগদানকারী এবং মৃত ব্যক্তি উভয়ের জন্যই উত্তম। আর কাতার কমপক্ষে তিনটি হওয়া মুস্তাহাব। বিজোড় সংখ্যায় যত কাতার বেশী হয় ততই উত্তম।

জানাযা দ্রুত নিয়ে যাওয়া ও দাফন করা ঃ
হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জানাযায় মৃতকে দ্রুত নিয়ে যাওয়া। যদি তা সৎ ব্যক্তির জানাযা হয় তাহলে তা কল্যাণময়, তার দিকে তা পৌঁছে দাও। আর যদি তা ছাড়া অন্য ব্যক্তির জানাযা হয় তাহলে তা অকল্যাণ, তাকে তোমরা নিজেদের কাঁধ থেকে (যত দ্রুত পার) নামিয়ে দাও।

(বুখারী, মুসলিম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২. হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রাঃ) নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন- যখন জানাযা প্রস্তুত করে রাখা হয় তারপর লোকেরা তাকে কাঁধের উপর তুলে নেয়, যদি তা নেক লোকের জানাযা হয় তাহলে বলতে থাকে, আমাকে তাড়াতাড়ি আমার গন্তব্যের দিকে নিয়ে চল। আর যদি তা অসৎ ও বদকার লোকের জানাযা হয়, তাহলে তার পরিজনদের বলতে থাকে, হায় সর্বনাশ! আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো! মানুষ ছাড়া সবাই তার আওয়াজ শুনতে পায়। আর যদি মানুষ সেই আওয়াজ শুনত তাহলে অবশ্য বেহুঁশ হয়ে যেত।

দাফন করার নিয়ম ঃ

মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখাঃ প্রথমে কবরের মধ্যে মৃত ব্যক্তির দু'জন পরহেযগার নিকটতম আত্মীয় নেমে দাঁড়াবে; উপর হতে অন্য লোকে মৃতকে ধরে তাদের হাতে দিবে। কবরে নামানোর সময় নীচের দোয়াটি পড়বে।

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ-

বাংলা উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি ওয়া আ'লা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহ্।

অর্থঃ আল্লাহ্ তায়ালার নামে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর প্রচারিত ধর্মের উপর।

মৃতের মাথা উত্তর দিকে কেব্লা মুখ করে রাখবে। স্ত্রীলোককে কবরে নামানোর সময় কবরে চতুর্দিকে পর্দা করতে হবে। মৃত স্ত্রীলোককে কবরে নামানোর জন্য যাদের সঙ্গে বিবাহ জায়েয নাই, তাদের থেকে কেহ নামাবে। তাদের অনুপস্থিতিতে পরহেযগার কোন লোকে কবরে নামাবে।

(গুলজারে শরীয়ত)

জানাযাকৃত লাশ বহন করার নিয়ম ঃ

১। দুগ্ধপোষ্য শিশু বা তার চেয়ে কিছু বড় শিশুর মৃতদেহ হাতে নিয়ে কবরস্থানের দিকে যেতে পারে। এরকম লাশ একাই বহন করা যায়। কিছুক্ষণ পথ চলার পর আর একজন বহন করবে। এভাবে পালাক্রমে কয়েকজন লাশ বহন করতে পারবে ।

২। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের লাশ খাটে করে বহন করতে হয়। খাটের চার কোণায় চারজন খাট বহন করবে ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩। খাট বহনের সময় লাশকে মাথার দিক সামনে রাখতে হবে।

৪। জানাযা নিয়ে দ্রুত হাঁটা সুন্নাত। তবে এত জোরে হাঁটা উচিত নয় যাতে খাটের উপরের লাশ দোল খেতে থাকে।

৫। জানাযাকৃত লাশের সাথে গমনকারীগণ জানাযার পিছনে যাবে। এরকম করা মুস্তাহাব, জানাযার সামনে হাঁটাও জায়েয। কিন্তু জানাযার ডানে বায়ে হাঁটা উচিত নয়।

৬। লাশের সাথে গমনকরীগণ লাশ বহনের সময় কালিমায়ে তায়্যিবা এবং কলিমায়ে শাহাদাত অথবা আল্লাহু রাব্বি- মুহাম্মদুন নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম বলবে।

মাসয়ালা ঃ

জানাযা কাঁধে নেয়া এবাদত, প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত এ এবাদতে অলসতা না করা। যেহেতু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ বিন মু'আজ (রা.) এর জানাযা বহন করেছিলেন।

(জওহেরা, বাহারে শরীয়ত)

মাসয়ালা ঃ

সুন্নাত হলো ৪ ব্যক্তি জানাযা বহন করা। প্রতিজন একটি করে পায়া কাঁধে নেবে। কেবল ২ জন ব্যক্তি জানাযা বহন করল বা একজন সামনের অগ্রভবে অন্যজন পেছনের পশ্চাৎভাগে বহন করলে বিনা প্রয়োজনে মাকরূহ। তবে জায়গার সংকীর্ণতার কারণে হলে কোন অসুবিধা নাই। যেমন-ঘরের দরজা সংকীর্ণ হওয়ার কারণে ৪ জনের পক্ষে যদি একত্রে বের হওয়া সম্ভব না হয় তাহলে দু'জনে লাশ বের করতে অসুবিধা নাই।

(আলমগীরি, বাহারে শরীয়ত)

মাসয়ালা ঃ

পর্যায়ক্রমে একের পর এক খাটিয়ার চারদিক কাঁধে নেয়া এবং প্রত্যেকবার ১০ কদম যাওয়া সুন্নত। পূর্ণ সুন্নাত হচ্ছে প্রথমে ডানদিক কাঁধে নেবে, এরপর পায়ের ডান দিক অতঃপর মাথার বাম দিক। শেষে পায়ের বাম দিক, প্রতিবার ১০ কদম করে মোট ৪০ কদম নিয়ে যাবে। হাদীস শরীফে রয়েছে,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যে ৪০ কদম জানাযা বহন করে নিয়ে যাবে তার ৪০টি কবীরা গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে।

(আলমগীরি, দুররুল মোখতার, বাহার)

মাসয়ালা ঃ

জানাযা চতুস্পদ জন্তুর উপর রেখে নিয়ে যাওয়া মাকরূহ। এমনকি প্রয়োজন ছাড়া ঠেলা গাড়ী কিংবা অন্য কোন বাহনে করে নিয়ে যাওয়াও মাকরূহ।

(বাহারে শরীয়ত, আলমগীরি)

মাসয়ালা ঃ

জানাযার সাথে পায়ে হেঁটে যাওয়া উত্তম। বাহনযোগে হলে আগে চলা মাকরূহ, আগে চললে যেন জানাযা থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলে।

(আলমগীরি, ছগিরী, বাহারে শরীয়ত)

মাসয়ালা ঃ

জানাযা নিয়ে যাবার সময় মাথার দিকটা সামনে হওয়া চাই (চাই সেটা পূর্ব দিক হোক কিংবা পশ্চিম দিক), জানাযার সাথে আগুন নিয়ে যাওয়া নিষেধ। এমনকি ধুম পান করেও যাওয়া উচিত নয়।

(আলমগীরি, বাহারে শরীয়ত)

মাসয়ালা ঃ

যতক্ষণ জানাযা কাঁধ হতে রাখা না হয়, ততক্ষণ বসাটা মাকরূহ। আর জানাযার সাথে গমণকারীদের চুপ থাকা চাই।

(আলমগীরি, দুররুল মোখতার)

জনগণ কর্তৃক মৃতের প্রশংসা ঃ একটি বৈধকাজ ঃ

আজকাল আমাদের সমাজে দেখা যায়, মৃত ব্যক্তির জানাযার পর সমস্বরে বলে-এই লোকটি কেমন ছিল........? উত্তরে সবাই বলে, লোকটি ভাল ছিল। অবশ্য এ কাজটির সত্যতা নিম্নের হাদীস থেকেও আমরা পাই।

১। হযরত আনাস বিন মালিক (রা) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরামদের একটি দল একটি জানাযার পাশ দিয়ে গেলেন। এমতাবস্থায় তাঁরা মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম বললেন,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ওয়াজিব হয়ে গেছে। তারপর এ দলটি আর একটি জানাযার পাশ দিয়ে গেলেন। তখন তাঁরা মৃত ব্যক্তির দুর্নাম করলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- ওয়াজির হয়ে গেছে। উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) জিজ্ঞাস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম কি ওয়াজিব হয়ে গেছে? হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, এই যে মৃতের তোমরা প্রশংসা করলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর যে মৃতের তোমরা দূর্নাম করলে তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। তোমরা হচ্ছ পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী।

(বুখারী ও মুসলিম)

২। হযরত আবুল আসওয়াদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমি মদীনায় এলাম। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)- এর কাছে বসলাম। পার্শ্ব দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হল। মৃত ব্যক্তিটির প্রশংসা করা হল। উমর (রা) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। এরপর আর একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হল। সেই মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা হল। উমর (রা) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। তারপর তৃতীয় একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হল। সেই(তৃতীয়) ব্যক্তির দুর্নাম করা হল। উমর (রা) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। আবুল আসওয়াদ বলেন, আমি বললাম হে আমীরুল মু'মিনীন! কি ওয়াজিব হয়ে গেছে। তিনি জবাব দিলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম যেমনটি বলেছিলেন আমি তোমাদেরকে তেমনিটিই বলেছি, জেনে রাখ যে, কোন মুসলমানের যদি সদগুণাবলীর সাক্ষ্য চারজন লোক দিয়ে থাকে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমরা বললাম, যদি তিনজন সাক্ষ্য দেয়? জবাব দিলেন, তিন জন সাক্ষ্য দিলেও। আমরা বললাম, যদি দু'জন লোক সাক্ষ্য দেয়? উত্তরে বললেন, দু'জন লোক সাক্ষ্য দিলেও। এরপর আমরা আর এক জনের ব্যাপারে জিজ্ঞাস করিনি।

(বুখারী)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৯। মৃতের কাছে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করা জায়েয, যদি তার সম্পূর্ণ দেহ কাপড় দ্বারা ঢাকা থাকে। তাসবীহ ও অন্যান্য যিকির-আয্‌কার পাঠ করার ক্ষতি নেই।

(রদ্দুর মোখতার)

২০। মহিলার মৃত্যু হল ওর পেটে শিশু নড়াচড়া করছে তখন বামদিকের পেট কেটে যেন শিশু বের করা হয়। আর যদি মহিলা জীবিত থাকে এবং ওর পেটের শিশু মারা যায় এমনকি মহিলার জীবন হুমকির সম্মুখীন হলে ঐ শিশুকে কেটে বের করা যাবে।

(আলমগীর, দুররুল মোখতার)

২১। গর্ভবতী মহিলা মারা গেল এবং দাফন করা হলো কেউ স্বপ্ন দেখল যে, ওর শিশু জন্ম হয়েছে। নিছক স্বপ্নের ভিত্তিতে কবর খনন করা জায়েজ নেই।

(আলমগীরি)

কবর তলক্বীনের নিয়ম ঃ

মুর্দা দাফন করার পর কিব্‌লার দিকে মুখ করে মাথার দিক থেকে পায়ের দিক পর্যন্ত বদনা দ্বারা তিনবার পানি ঢালবে। অতঃপর এ দোয়াটি পাঠ করবে ঃ

سَقَى اللهُ ثَرَاهُ وَبَرَّدَ اللهُ مَضْجَعَهُ وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَثْوَاهُ-

স্মরণীয়ঃ উল্লেখ্য যে, মুর্দা যদি মহিলা হয় তাহলে এই দোয়াটির মধ্যে (ه) এর স্থানে (ها) বলবে।

এর কবরের মাথার পার্শ্বে বসে কবরের দিকে মুখ করে এবং কিবলার দিকে বাহু করে অথবা কবরের দিকে মুখ করে পূর্ব দিকে দাঁড়িয়ে এ দোয়া পাঠ করবে।

بسم الله الرحمن الرحيم- لا اله الاالله محمد رسول الله لااله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى دائم قائم قاهر قادر عادل فاضل لاينام ولايموت

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ولايفوت ولايحول ولايزول ابدا ابدا ذوالجلال والاكرام بيده الخير وهوعلى كل شيئ قدير- قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحيوة الدنيا الا متاع الغرور- ماعندكم ينفد وماعند الله باق كل شئى هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون- كل من عليها فان- ويبقى وجه ربك ذوالجلال والاكرام- انك ميت وانهم ميتون- ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون-

মুর্দা পুরুষ হলে এ রকম বলবেনঃ

ياعبدالله ابن امة الله اذكرالعهدالذى خرجت عليه من دارالدنيا الى دار الاخرة وهو شهادة ان لااله الاالله وان محمدا رسول الله وان الجنة حق وان النارحق وان الموت حق وان القبور حق وان المنكر والنكير حق وان السؤال حق وان الجواب حق وان الحساب حق وان الميزان حق وان البعث حق وان الحوض حق وان القصاص حق وان الشفاعة حق وان الصراط حق وان الحشر حق وان رؤية الله تعالى فى الجنة للمؤمنين حق وان الساعة اتية لاريب فيها وان الله يبعث من فى القبور وانك رضيت بالله ربا واحدا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا هذا اول منزل من منازل

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

الاخرة واخر منزل من منازل الدنيا الفانية كما قال الله تعالى فى محكم كتابه العزيز الحكيم منها خلقنكم و فيها نعيد كم ومنها نخرجكم تارة أخرى-

الان ياتيك الملكان الكريمان الموكلان المحا سبان فلا يفز عاك و لا ير هباك ولا يروعاك ولا يهولاك فانهما خلق من خلق الله تعالى فاذا سألك من ربك ومن نبيك وما امامك وما دينك وما قبلتك ومن اخوانك فقل الله ربى ومحمد نبى والقرأن امامى والكعبة قبلتى والاسلام دينى والمؤمنون والمسلمون كلهم اخوانى على ذالك خلقت وعلى ذالك حيت وعلى ذالك مت وعلى ذالك تبعث (تبعثين) ان شاءالله تعالى وانت من الامنين ثبتك الله تعالى بالقول الثابت اللهم ثبته (ها) بالقول الثابت يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فى الحيوة الدنيا وفى الاخرة يايتها النفس المطمئنة- ارجعى الى ربك راضية مرضية- فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى- اللهم اغفرلاهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واجعل اللهم فى قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والحبور والمغفرة على اهل القبور انك ملك رب غفوررحيم- دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعو هم ان الحمد لله رب العلمين-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নোটঃ মুর্দা মহিলা হলে উল্লেখিত দোয়ার يَا عَبْدَ الله ابن امةِ الله اُذْكُرِ الْعَهْدَ الَّذِىْ এর স্থলে يَا اَمَةَ الله بنت حَوَّاء اُذْكُرِ الْعَهْدَ এর স্থলে বলবে এবং বাকী দোয়া পড়বে। আর اللهم ثَبِّتْهُ এর স্থলে اللهم ثَبِّتْهَا বলবে।

জানাযার আগে কলেমা তৈয়্যবা বা না'তখানির প্রমাণ ঃ

জানাযার আগে নিম্নস্বরে বা উচ্চস্বরে কলেমা তৈয়্যবা, তাসবীহ-তাহলীল বা দরূদ শরীফ অথবা না'ত শরীফ পাঠ করা জায়েয এবং মইয়্যত ও সমবেত ব্যক্তিদের জন্য কল্যাণকর। কুরআনের আয়াত, সহীহ হাদীছ এবং ফকীহগণের বিভিন্ন উক্তিতে এর প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান-

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ الله قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ-

অর্থাৎ- যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে রূহুল বয়ানে বর্ণিত আছে-

اى يَذْكُرُوْنَهُ دَائِمًا عَلَى الْحَالَاتِ كُلِّهَا قَائِمِيْنَ وَقَاعِدِيْنَ وَمُضْطَجِعِيْنَ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ لَايَخْلُوْا عَنْ هٰذِهِ الْهَيْئَاتِ غَالِبًا-

এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে যে কোন অবস্থায় দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে সব সময় আল্লাহর যিক্র করা। কেননা মানুষ অধিকাংশ সময় এ তিন অবস্থা থেকে মুক্ত থাকে না।

তাফসীরে আবুস সউদে এ আয়াতের প্রেক্ষাপটে বর্ণিত আছে-

وَالْمُرَادُ تَعْمِيْمُ الذكر لِلْاَوْقَاتِ وَتَخْصِيْصُ الْاَحْوَالِ الْمَذْكُوْرَةِ لَيْسَ لِتَخْصِيْصِ الذكربِهَا بَلْ لِاَنَّهَا الاحوال المعهودة التِى لَايَخْلُوْا عَنْهَا الْاِنْسَانُ-

(এর অর্থ প্রায় উপরোক্ত তাফসীরের মতই) তাফসীরে কবীরে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত আছে-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَلْمُرَادُ كَوْنُ الْاِنْسَانِ دَائِمَ الذِّكْرِ لِرَبِّهٖ فَاِنَّ الْاَحْوَالَ لَيْسَتْ اِلَّا هٰذِهِ الثَّلٰثَةَ ثُمَّ لَمَّا وَصَفَهُمْ بِكَوْنِهِمْ ذَاكِرِيْنَ فِيْهَا كَانَ ذَالِكَ دَلِيْلًا عَلٰى كَوْنِهِمْ مُوَاظِبِيْنَ عَلَى الذِّكْرِ غَيْرَ فَاتِرِيْنَ عَنْهُ-

(এর অর্থও উপরোক্ত তাফ্সীরের মত)

উপরোক্ত আয়াত এবং এর তাফ্সীর সমূহ ও হাদীছ সমূহ থেকে দু'টি বিষয় জানা গেল-সর্বাবস্থায় যিক্রে এলাহীর অনুমতি রয়েছে এবং উচ্চস্বরে বা নিম্নস্বরে যে কোনভাবে জায়েয। এখন কোন উপলক্ষে যিক্র নিষেধ করার জন্য অন্ততপক্ষে প্রসিদ্ধ হাদীছের প্রয়োজন। কেননা, একক হাদীছ বা মুজতাহিদের অনুমান দ্বারা কুরআনের অনির্দিষ্ট হুকুমকে নির্দিষ্ট করা যায় না। ফকীহগণ জানাবত ও ঋতুস্রাবের সময়ও কুরআন তেলাওয়াত ছাড়া সমস্ত যিক্র জায়েয বলেছেন এবং কুরআনের আয়াত যদি তেলাওয়াতের নিয়ত ছাড়া পাঠ করা হয়, তাও জায়েয। (ফিকাহ শাস্ত্রের প্রায় কিতাব দ্রষ্টব্য) তাহলে মইয়্যতকে কবরস্থানে নিয়ে যাবার সময়টা একটি অবস্থা বিধায়, তখনও সব রকম যিক্র জায়েয। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- الابذكر الله تطمئن القلوب (জেনে রেখ, আল্লাহর স্বরণে অন্তর প্রশান্ত হয়।) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রূহুল বয়ানের রচয়িতা বলেন-

فَالْمُؤْمِنُوْنَ يَسْتَانِسُوْنَ بِالْقُرْآنِ وَذِكْرُ اللهِ الَّذِىْ هُوَ الْاِسْمُ الْاَعْظَمُ وَيُحِبُّوْنَ اِسْتِمَاعَهَا وَالْكُفَّارُ يَفْرَحُوْنَ بِالدُّنْيَا وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِذِكْرِ غَيْرِ اللهِ-

অর্থ ঃ মুসলমানগণ কুরআন পাঠ এবং যিক্রে ইলাহী (ইসমে আযম) দ্বারা তৃপ্তি লাভ করে এবং শুনতে পছন্দ করে। আর কাফিরগণ দুনিয়াদারীতে তৃপ্ত এবং গায়রুল্লাহর প্রশংসায় আনন্দ লাভ করে। (রূহুল বয়ান)

এ আয়াত ও তাফ্সীরের ভাষ্য থেকে বোঝা গেল- আল্লাহর যিক্র মুসলমানের জন্য আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক কিন্তু কাফিরদের জন্য বেদনাদায়ক। খোদার শুকর, মইয়্যতও মুসলমান এবং সমস্ত শুভযাত্রীরাও মুসলমান। সবাই এতে তৃপ্তি পাবে। অধিকন্তু ওই সময় আত্মীয়স্বজন থেকে চির বিদায়ের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কারণে মইয়্যতের মন ভারাক্রান্ত থাকে। তখন এ ধরণের যিক্রের দ্বারা পেরেশানী দূরীভূত হয়। লক্ষণীয় যে, এ আয়াতে মতলক যিক্রের কথা বর্ণিত হয়েছে- উচ্চস্বরে হোক বা নিম্নস্বরে হোক। সুতরাং প্রত্যেক রকম যিক্র জায়েয প্রমাণিত হলো। কেবল নিজস্ব রায় দ্বারা এতে শর্তারোপ করা যাবে না। منتخب كنز العمال কিতাবের ষষ্ঠ খন্ডের ৯৯ পৃষ্ঠায় হযরত আনাস (রাঃ) এর বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে-

اَكْثِرُوْا فِى الْجَنَازَةِ قَوْلَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ-

অর্থাৎ- জানাযায় বেশী করে কলেমা তৈয়্যবা পড়ুন।

মিশ্কাত শরীফের কিতাবুল দাওয়াতে যিক্রুল্লাহ' শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

ان الله ملئكة يطوفون فِى الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ اَهْلَ الذكر فَاِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ الله تَنَادَوْا هَلُمُّوْا اِلٰى حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِاَجْنِحَتِهِمْ-

অর্থাৎ- আল্লাহর কিছু ফিরিশ্তা রাস্তায় টহল দেয় এবং আল্লাহর যিক্রকারীদেরকে অনুসন্ধান করে। যখন কোন জনগোষ্ঠিকে যিক্র করতে দেখে, তখন একে অপরকে ডাকাডাকি করে বলে- নিজেদের উদ্দেশ্যের প্রতি আগোয়ান হও। অতঃপর ওই সব যিক্রকারীদেরকে পালক দ্বারা আচ্ছাদিত করে নেয়।

(মেশকাত)

সুতারাং মইয়্যতের লোকেরা যদি আল্লাহর যিক্র করতে...... করতে যায়, তাহলে টহলরত ফিরিশ্তাদের সাক্ষাৎ মিলবে। তখন সবাইকে পালক দ্বারা আচ্ছাদিত করে নিবে। মইয়্যতও ফিরিশ্তাদের পালকের ছায়ায় কবরস্থানে পৌঁছে যাবে। এ হাদীছেও উচ্চস্বরে হোক বা নিম্নস্বরে মতলক যিক্রের কথা বর্ণিত হয়েছে। মিশকাত শরীফের একই অধ্যায়ে আরও বর্ণিত আছে-

اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الجنة فَارْتَعُوْا قَالُوْا وَمَارِيَاضُ الجنة قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হুযূর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যখন তোমরা বেহেশ্‌তের বাগানসমূহ অতিক্রম করবে, তখন ওখান থেকে কিছু খেয়ে নিও। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, বেহেশ্‌তের বাগান কোথায়? ফরমালেন যিক্‌রের মাহ্‌ফিল।

(মেশকাত)

এতে প্রমাণিত হলো যে, মইয়্যতের সাথে যদি যিক্‌রে ইলাহী করতে করতে যাওয়া হয়, তাহলে মইয়্যত বেহেশ্‌তের বাগানের মধ্যে দিয়ে কবরস্থানে যাবে। উল্লেখ্য যে. এখানেও মতলক যিক্‌রের কথা বর্ণিত হয়েছে। মিশকাত শরীফের একই অধ্যায়ে আরও বর্ণিত আছে-

اَلشَّيْطٰنُ جَاثِمٌ عَلٰى قَلْبِ اِبْنِ اٰدَمَ فَاِذَا ذَكَرَ اللهَ خَنَسَ-

(শয়তান মানুষের আত্মার সাথে জড়িয়ে থাকে। যখন মানুষ আল্লাহর যিক্‌র করে তখন সরে যায়।) বোঝা গেল-মইয়তকে নিয়ে যাবার সময় আল্লাহর যিক্‌র করা হলে মইয়ত শয়তান থেকে রেহাই পাবে। এখানেও উচ্চস্বর বা নিম্নস্বরের কোন শর্তারোপ করা হয়নি। এ পর্যন্ত জানাযার আগে উচ্চস্বরের যিক্‌রকে কুরআন-হাদীছের দলীল দ্বারা প্রমাণ করা হলো।

এবার বিভিন্ন ফকীহগণের মতামতের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, যেথায় এর বিশ্লেষণ মিলে। প্রসিদ্ধ-'حديقه نديه شرح محمديه' কিতাবে ইমাম আবদুল গণি নাবলুসি (রহঃ) বলেন- সে সকল ফকিহ জানাযার সাথে উচ্চস্বরে যিক্‌র নিষেধ করেন, তা নিশ্চয় মাকরূহ তানযীহ বা মাকরূহ তাহরীমীর ভিত্তিতেই করেন। অতঃপর তিনি বলেন-

لٰكِنَّ بَعْضَ الْمَشَائِخِ جَوَّزُ وَالذِّكْرَ الْجَهْرِىَّ وَرَفْعَ الصَّوْتِ بِالتَّعْظِيْمِ قُدَّامَ الْجَنَازَةِ وَخَلْفَهَا لِتَلْقِيْنَ الْمَيِّتِ وَالْاَمْوَاتِ وَالْاَحْيَاءِ وَتَنْبِيْهِ الْغَفَلَةِ وَالظَّلَمَةِ وَاِزَالَةَ صَدَاءِ الْقُلُوْبِ وَقَسَاوَتِهَا بِحُبِّ الدُّنْيَا وَرِيَاسَتِهَا-

অর্থাৎ- কিন্তু কতেক মাশায়েখ জানাযার আগে পিছে উচ্চস্বরে যিক্‌র করাকে জায়েয বলেছেন। যাতে এর দ্বারা মৃত ও জীবিতদের তলকীন হয়ে যায় এবং অলস ব্যক্তিদের অন্তর থেকে অলসতা ও পার্থিব মহব্বত দূরীভূত হয়।

ইমাম আবদুল ওয়াহাব শা'রানী (রহঃ) বলেন-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَكَانَ سَيِّدِىْ عَلِىُّ الْخَوَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اِذَا علم مِنَ الْمَاشِيْنَ مَعَ الْجَنَازَةِ اَنَّهُمْ لَايَتْرُكُوْنَ اللَّغْوَ فِى الْجَنَازَةِ وَيَشْتَغِلُوْنَ بِاَحْوَالِ الدُّنْيَا فَيَنْبَغِىْ اَنْ تَاْمُرَهُمْ بِقَوْلِ لَااِلٰهَ اِلَّااللهُ مُحَمَّدٌرَسُوْلُ اللهِ فَاِنَّ ذَالِكَ اَفْضَلُ مِنْ تَرْكِه وَلَا يَنْبَغِىْ لِلْفَقِيْهِ اَنْ يُنْكِرَ ذَالِكَ اِلَّابِنَصٍّ اَوْ اِجْمَاعٍ فَاِنَّ لِلْمُسْلِمِيْنَ الْاِذْنَ الْعَامَّ مِنَ الشَّارِعِ بِقَوْلِهٖ لَااِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ كُلَّ وَقْتٍ شَاؤُا وَلِلّٰهِ الْعَجَبُ مِن عَمًى قَلْبِ مَنْ يُنْكِرُ مِثْلَ هٰذَا-

অর্থাৎ- হযরত আলীউল খওয়াস (রাঃ) বলতেন- যখন দেখা গেল যে, শুভযাত্রীরা বাজে কথাবার্তা ত্যাগ করে না এবং দুনিয়াবী ধ্যান-ধারণায় ব্যস্ত থাকে, তখন ওদেরকে কলেমা পড়ার হুকুম দেয়া উচিৎ। কেননা, এ কলেমা পড়া, না পড়ার থেকে উত্তম এবং সুস্পষ্ট দলীল ও অধিকাংশ মুসলমানের অভিমত ব্যতীত ফকীহ আলিমদের কর্তৃক একে অস্বীকার করা অনুচিত। কেননা শারেহ (আঃ) এর পক্ষ থেকে মুসলমানদের প্রতি কলেমা পড়ার সাধারণ অনুমতি রয়েছে- যে কোন সময় ইচ্ছা করলে পড়তে পারে। অত্যন্ত আশ্চর্য লাগে ঐ সব অন্ধদের মন-মানসিকতায়, যারা একে অস্বীকার করে। ইমাম শা'রানী তাঁর অন্য আর এক কিতাব عهود المشائخ এ বর্ণনা করেন-

وَلَانُمَكِّنُ اَحَدًا مِنْ اِخْوَانِنَا يُنْكِرُ شَيْئًا اِبْتَدَعَهَا الْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى جِهَةِ الْقُرْبَةِ وَرَوَاهُ حَسَنًا لَاسِيَّمَا مَاكَانَ مُتَعَلِّقًا بِاللهِ وَرَسُوْلِه كَقَوْلِ النَّاسِ اَمَامَ الْجَنَازَةِ لَااِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌرَسُوْلُ اللهِ اَوْ قِرَاءَةُ اَحَدِ الْقُرْآنِ اَمَامَهَا وَنَحْوَذَالِكَ فَمَنْ حَرَّمَ ذَالِكَ فَهُوَ قَاصِرٌ عَنْ فَهْمِ الشَّرِيْعَةِ-

অর্থাৎ- আমি আমার ভাইদের মধ্যে কাউকে এমন কোন কিছুকে অস্বীকার করার সুযোগ দিব না, যেটা মুসলমানগণ ছওয়াব মনে করে আবিস্কার করেছে এবং একে ভাল মনে করে, বিশেষ করে সে ধরনের কিছু, যেটা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম সাথে সম্পর্কিত। যেমন জনগণ জানাযার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আগে কলেমা পড়ে বা জানাযার আগে কুরআন পাঠ করে। যে ব্যক্তি একে হারাম বলে, সে শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ।

(উহুদুল মশায়েখ)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা গেল জানাযার সাথে যদি উচ্চস্বরে যিক্‌র করা হয়, বিশেষ ভাবে জানাজার আগে মুর্দার পার্শ্বে বসে খতমে কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তা উত্তম এবং জায়েয। বিশেষ করে বর্তমান যুগে সাধারণ লোকেরা যখন মইয়্যতের সাথে হাসিঠাট্টা করে ও দুনিয়াবী কথাবার্তা বলে বলে গমন করে, তখন তাদের সবাইকে যিক্‌রে ইলাহীতে নিয়োজিত করা যে অনেক ভাল কাজ, তা বুঝতে একজন কম জ্ঞানীরও অসুবিধা হয় না। নিশ্চয় এটা দুনিয়াবী কথাবার্তা থেকে অনেক উত্তম।

কাফনে বরকতময় বস্তু রাখা ও আহাদনামা লিখার প্রমাণ ঃ

কবরে বুযুর্গানেদ্বীনের বরকতময় বস্তু, কাবা শরীফের গিলাফ, শাজারা বা আহাদনামা রাখা মৃতব্যক্তির মাগফিরাতের সহায়ক। কুরআনুল করীমে ইরশাদ রয়েছে وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ (তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর।) হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদেরকে বলেছিলেন-

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا-

অর্থাৎ- আমার এ জামাটি নিয়ে গিয়ে আমার পিতার মুখমন্ডলের উপর রাখিও, তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবেন।

বোঝা গেল যে, বুযুর্গানে কিরামের পোশাক আরোগ্য দান করে। উল্লেখ্য যে, ওটা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর জামা ছিল। তাই আশা করা যায় বুযুর্গদের নামের বরকতে মৃত ব্যক্তির জ্ঞান খোলে এবং উত্তর সমূহ স্মরণ আসে।

মিশ্‌কাত শরীফের غسل الميت শীর্ষক অধ্যায়ে হযরত উম্মে আতিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে- যখন আমরা জয়নব বিনতে রসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম কে কবর দিলাম। তিনি সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তাঁর তোহবন্দ শরীফ প্রদান করলেন এবং বললেন একে তোমরা কাফনের ভিতরে মইয়্যতের গায়ে জড়িয়ে দিবে।

(মেশকাত)

এ হাদিসের আলোকে শেখ আবদুল হক মুহাদ্দেছ দেহলভী (রহঃ) বলেন-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

هٰذَا الْحَدِيْثُ اَصْلٌ فِي التَّبَرُّكِ بِاٰثَارِ الصّٰلِحِيْنَ وَلِبَاسِهِمْ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ مُرِيْدِي الْمَشَائِخِ مِنْ لُبْسِ اَقْمِصَهِمْ فِي الْقَبْرِ-

অর্থাৎ- নেক বান্দাদের বস্তু এবং কাপড়সমূহ থেকে বরকত গ্রহণের উৎস হচ্ছে এ হাদীছ। যেমন মাশায়েখে কেরামের কতেক মুরিদকে কবরে মাশায়েখের জামা পড়িয়ে দেয়া হয়। আর এরকম বরকত হাসিলের জন্য পীরদের, নেক্কার বান্দাদের কাপড় এবং নিদর্শন কবরে দেওয়া মুস্তাহাব। (আশিয়াতুল লুমআত)।

নোট ঃ এর থেকে প্রমাণিত হলো যে, নেক বান্দাদের পোশাক এবং তাঁদের পবিত্র বস্তুসমূহ দ্বারা মৃত্যুর পর কবরের মধ্যেও বরকত গ্রহণ করা মুস্তাহাব, যেমন মৃত্যুর আগে মুস্তাহাব ছিল।

শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী তাঁর রচিত "আখবারুল আখয়ারে" স্বীয় সম্মানিত পিতা হযরত সাইফুদ্দিন কাদেরী (রাঃ) এর জীবনী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন-

چو وقت رحلت قریب تر آمد فرمودند کہ بعض ابیات وکلمات
کہ مناسب معنی عفو ومغفرت باشد در کاغذے نبویسی
وبا کفن ہمراہ کنی

অর্থাৎ- যখন তাঁর ইন্তিকালের সময় ঘনিয়ে আসে, তখন তিনি বলেন-কেউ ঐ শে'র ও বাক্যগুলো, যেগুলো ক্ষমা ও মাগফিরাতের সহায়ক, কোন কাগজে লিখে আমার কাফনের মধ্যে রেখে দিবে।

(আখবারুল আখয়ার)

শাহ আবদুল আযীয ছাহেব (রাঃ) স্বীয় ফাত্‌ওয়ার কিতাবে বলেছেন-

شجرہ در قبر نہادن معمول بزرگان است لیکن ایں را دو
طریق است اول اینکہ بر سینہ مردہ درون کفن یا بالائے
کفن گزارند ایں طریق را فقہا منع می کنند وطریق دوم
ایں است کہ جانب سر مردہ اندرون قبر طاقچہ بگذارند ودرا
ں کاغذ شجرہ رانہند-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

অর্থাৎ- কবরে শাজরা রাখাটা বুযুর্গানে দ্বীনের অনুসৃত নীতি। তবে এটা রাখার দু'টি পদ্ধতি আছে- একটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির বুকের উপর কাফনের নিচে বা উপরে রাখা। একে ফকীহগণ নিষেধ বলেন। অপরটি হচ্ছে, মৃত ব্যক্তির মাথার দিকে কবরে একটি তাক করে ওখানে শাজরার কাগজ রাখা।

(ফতুয়ায়ে আজিজিয়া)।

মিশ্‌কাত শরীফের غسل الميت শীর্ষক অধ্যায়ে হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম ইবনে উব্বীর কবরে তশরীফ নিয়ে যান এবং যে মুহূর্তে তাকে কবরে রাখা হচ্ছিল, তিনি সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম তাকে বের করালেন, তার মুখে থুথু দিলেন এবং নিজের পবিত্র জামা তাকে পরিয়ে দিলেন।

(মেশকাত)

বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ড কিতাবুল জানায়েয শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, এক দিন হুযুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম তোহবন্দ শরীফ গায়ে দিয়ে বাইরে তশরীফ আনলেন। কোন এক জন সাহাবী হুযুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম থেকে সেই তোহবন্দ শরীফটা চেয়ে নিয়ে নিলেন। সাহাবায়ে কিরাম তাঁকে বললেন- (ঐ সময় হুযুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর তোহবন্দটার প্রয়োজন ছিল কিন্তু কোন প্রার্থীকে বিমুখ করা তাঁর স্বভাব নয়)। আপনি কেন চেয়ে নিলেন? উত্তরে তিনি (সাহাবী) বললেন-

وَاللهُ مَاسَئَلْتَه لِاَلْبِسَهَا اِنَّمَاسَئَلْتَه لِتَكُوْنَ كَفَنِيْ قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ-

অর্থাৎ- খোদার কসম, আমি এটা পরিধানের জন্য লই নাই। আমিতো এ জন্যেই নিয়েছি যে, এটা আমারই কাফন হবে। হযরত সাহল (রাঃ) বলেছেন যে, ওটা ঠিকই তার কাফন হয়েছিল।

হযরত আবু নঈম (রাঃ) এবং হযরত দায়লমী (রাঃ) তাঁর হযরত হাসান আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, সৈয়্যদুনা হযরত আলী (রাঃ) এর মাতা ছাহেবানী ফাতিমা বিনতে আসাদকে

হুযুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম স্বীয় জামা দিয়ে কাফন দিয়েছেন এবং কিছু সময় ওর কবরে নিজেই শুয়ে থাকেন। অতঃপর ওকে দাফন করেন। সাহাবায়ে কিরাম এর রহস্য জানতে চাইলে তিনি ফরমান-

اِنِّى اَلْبَسْتُهَا لِتَلْبَسَ مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ وَاضْطَجَعْتُ مَعَهَا فِى قَبْرِهَا لِاُخَفِّفَ عَنْهَا ضَغْطَةَ الْقَبْرِ-

জামা এ জন্য পরায়েছি যে, যেন সে বেহেশতের পোশাক পায় এবং তার কবরে এ জন্য শুয়েছি যে, যেন কবরের সংকীর্ণতা দূরীভূত হয়। (মা'আরেফাতুস সাহাবা, মসনদুল ফেরদাউস)

হযরত ইবনে আবদুল বর (রঃ) উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাঃ) এর মৃত্যু সায়াহ্নে ওসীয়ত করেছিলেন- আমাকে হুযুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম তাঁর একটি জামা দান করেছেন। ওটাকে আমি এ সময়ের জন্য রেখে দিয়েছি। এ পবিত্র জামাটা আমার কাফনের নিচে রেখে দিবে। আমীরে মুয়াবিয়া (রাঃ) আরও বলেন-

وَخُذْ ذَالِكَ الشَّعْرَ وَالْاَظْفَارَ فَاجْعَلْهُ فِى فَمِىْ وَعَلَى عَيْنِىْ وَمَوَاضِعِ السُّجُوْدِ مِنِّىْ-

অর্থাৎ- এই পবিত্র চুল ও নখগুলো নাও। এগুলোকে আমার মুখে, চোখের উপর এবং আমার সিজ্‌দার অঙ্গ সমূহে রাখবে।

(কিতাবুল ইস্তেয়াব ফি মারেফাতুল আসহাব)

হযরত হাকিম (রাঃ) হযরত হামিদ ইবনে আবদুর রহমান রওয়াসী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী (রাঃ) এর কাছে কিছু মেশক ছিল। তিনি ওসীয়ত করেছেন 'আমাকে মৃত্যুর পর এর থেকে সুগন্ধি দিবে' এবং বলেছেন 'এটা হুযুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর মেশকের অবশিষ্টাংশ'।

(মুসতদারক)

এগুলো ছাড়া আরও প্রমাণ দেয়া যায়। কিন্তু এতটুকুই যথেষ্ট মনে করি। যদি কেউ আরো বিস্তারিত জানতে চান, তাহলে "আলা হযরত (রহ.)" এর

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আহাদনামা লিখা প্রসঙ্গে 'আল হরফুল হাসন' কিতাবটি অধ্যয়ন করতে পারেন।

মইয়্যতের কপালে বা কাফনের উপরে আহাদ নামা বা কলেমা তৈয়্যবা লিখে এবং অনুরূপ আহাদ নামা কবরে রাখা জায়েয। এটা আঙ্গুল দিয়ে বা অন্য কিছু দিয়ে লিখা জায়েয আছে। ইমাম তিরমিযী, হাকিম মুহাম্মদ ইবনে আলী বর্ণনা করেন যে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান-

مَنْ كَتَبَ هٰذَا الدُّعَاءَ وَجَعَلَه بَيْنَ صَدْرِ الْمَيِّتِ وَكَفَنِهٖ فِىْ رُقْعَةٍ لَمْ يَنَلْه عَذَابَ الْقَبْرِ وَلَايَرٰى مُنْكَرًا وَنَكِيْرًا-

অর্থাৎ- যে কেউ এ দু'আটা কোন কাগজে লিখে মৃত ব্যক্তির বুক ও কাফনের মাঝখানে রাখলে ওর কবর আযাব হবে না এবং সে মুনকার নকিরকে দেখবে না।

(নওয়াদেরুল উসুল)

"ফতওয়ায়ে কুবরা লিল মক্কীতে" এ হাদীস উদ্ধৃতি করে বলা হয়েছে-

اِنَّ هٰذَاالدُّعَاءَ لَه اَصْلٌ وَاَنَّ الْفَقِيْهَ ابْنَ عَجِيْلٍ كَانَ يَاْمُرُبِهٖ ثُمَّ اَفْتٰى بِجَوَازِ كِتَابَتِهٖ قِيَاسًا عَلٰى كِتَابَةِ اللهِ فِىْ نِعَمِ الزَّكٰوةِ-

(এ হাদীছটা) এ দু'আর উৎস এবং ফকীহ ইবনে আজিল এর নির্দেশ দিতেন এবং যাকাতের উটসমূহের গায়ে যে 'আল্লাহ' লিখা হয়, এর উপর অনুমান করে এ দু'আ লিখা জায়েয বলে ফতওয়া দিতেন। সেই দু'আটা হচ্ছে-

لَااِلٰهَ اِلَّااللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ- لَااِلٰهَ اِلَّااللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَه لَااِلٰهَ اِلَّااللهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ- لَااِلٰهَ اِلَّااللهُ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّابِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ-

তিরমিযী শরীফে হযরত সিদ্দিক আকবর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি এ (উল্লেখিত দোয়া) আহাদ নামা পাঠ করে, তাহলে ফিরিশ্তা সেটা সীল করে কিয়ামতের জন্য রেখে দেবে। যখন বান্দাদেরকে কবর থেকে উঠানো হবে, তখন ফিরিশ্তা সেই চিরকুট নিয়ে ডাক দিবে অমুক আহাদ ওয়ালা কোথায়? অতঃপর এ আহাদনামা তাকে দেয়া হবে।

(আল্ হরফুল হাসান)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কিতাবুল ইস্তিহসানে উল্লেখিত আছে-

ذَكَرَ الْاِمَامُ الصَّفَّار لَوْ كُتِبَ عَلٰى جَبْهَةِ الْمَيِّتِ اَوْ عَلٰى عِمَامَتِهٖ اَوْكَفَنِهٖ عَهْدَ نَامَه يُرْجٰى اَنْ يَغْفِرَ اللهُ تَعَالٰى لِلْمَيِّتِ وَ يَجْعَلَه اٰمِنًا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ-

অর্থাৎ- ইমাম সাফ্ফার (রাঃ) বলেন, যদি মইয়্যতের কপালে বা পাগড়ীতে বা কাফনের উপর আহাদ নামা লিখা হয়, তাহলে আশা করা যায় যে, আল্লাহ মইয়্যতের মাগফিরাত করবেন এবং কবর আযাব থেকে রেহাই দেবেন।

দুর্‌রুল মুখতারের প্রথম খন্ড الشهيد অধ্যায়ের একটু আগে উল্লেখিত আছে-

كُتِبَ عَلٰى جَبْهَةِ الْمَيِّتِ اَوْ عِمَامَتِهٖ اَوْ كَفَنِهٖ عَهْدنامه يُرْجٰى اَنْ يَغْفِرَ الله لِلْمَيِّتِ-

অর্থাৎ- মইয়্যতের কপালে বা পাগড়ীতে বা কাফনের উপর আহাদ নামা লিখা হলে আশা করা যায় যে আল্লাহ একে ক্ষমা করবেন।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখার জন্য আলা হযরতের হরফুল হাছান ফতোয়ায়ে রজভীয়া দেখার জন্য অনুরোধ করছি।

বিবেকও বলে যে, কয়েকটি কারণে আহাদ নামা ইত্যাদি লিখা বা কবরে রাখা জায়েয হওয়া চাই। প্রথমতঃ কবরের উপরে সবুজ ঘাস ও ফুলের তাসবীহের বদৌলতে যদি মইয়্যতের উপকার হতে পারে, তাহলে কবরের ভিতরে লিখিত তাসবীহ ইত্যাদির ফায়দা কেন পৌছবে না? দ্বিতীয়তঃ কবরের বাহির থেকে মইয়্যতের তলকীন করার অর্থাৎ যাতে পরীক্ষাতে কামিয়াব হতে পারে, সে জন্য মইয়্যতের কানে আল্লাহর নাম পৌছে দেয়ার নির্দেশ আছে। তাহলে এটাকেও এক প্রকার তল্‌কীন বলা যায়। কারণ আল্লাহর নাম লিখিত দেখলে মইয়্যতের কাছে মুনকার নকিরের প্রশ্নের উত্তর স্মরণ হতে পারে। হাদীছ শরীফে لقنوا موتكم বাক্য দ্বারা অনির্দিষ্ট তল্‌কীনকে বোঝানো হয়েছে। তাই লিখিত বা মৌখিক সব রকমের তল্‌কীন জায়েয আছে। তৃতীয়তঃ আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের নামের বরকতে মুসীবত দূরীভূত হয়, জ্বলন্ত অগ্নি নিভে যায় এবং ভীত সন্ত্রস্ত আত্মা সান্ত্বনা লাভ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ যিকিরের ফলে আত্মার শান্তি লাভ হয়।

জানাযার নামাযের পর দু'আ করার প্রমাণ ঃ

মুসলামান মারা যাবার পর তিন অবস্থায় থাকে। (১) জানাযার নামাজের আগে, (২) জানাযার নামাযের পরে ও দাফনের আগে এবং (৩) দাফনের পরে। এ তিন অবস্থায় মৃতব্যক্তির জন্য দু'আ ও ঈসালে ছওয়াব করা জায়েয এবং উত্তম। অবশ্য মৃতব্যক্তির গোসলের আগে এর পার্শ্বে বসে কেউ যদি কুরআন পড়তে চান, তাহলে লাশকে ঢেকে রাখবেন, কেননা তখন তা নাপাক। গোসলের পর যেকোন অবস্থায় কুরআন ইত্যাদি পড়তে পারেন। বিরোধিতা কারীরা (বাতিলগণ) নামাযের আগে ও দাফনের পরে দু'আ ইত্যাদি করা না জায়েয মনে করে। কিন্তু নামাযের পর ও দাফনের আগে দু'আ করাকে নাজায়েয, হারাম, বিদআত, শিরক আরও কত কিছুইনা বলে। এ ব্যাপারে এখানে আলোচনা করা হয়েছে এবং দু'আ করার সমর্থনে প্রমাণ দেয়া হয়েছে। মিশ্‌কাত শরীফের صَلٰوةُ الْجَنَازَةِ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে-

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ-

অর্থাৎ- যখন তোমরা মৃতব্যক্তির জানাযা পড়ে ফেল, তখন তার জন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করবে।

বিশ্লেষণঃ এখানে ف (ফা) এর দ্বারা বোঝা যায় যে নামাযের পর যেন অনতিবিলম্বে দু'আ করা হয়। যারা উপরোক্ত বাক্যের এ অর্থ করে- 'নামাযের মধ্যে এর জন্য দুআ কর, তারা আসলে ف (ফা) এর অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী صَلَّيْتُمْ হচ্ছে শর্ত এবং فَأَخْلِصُوْا এর জযা। শর্ত ও জযার মধ্যে প্রভেদ থাকা প্রয়োজন; একটা অন্যটার অন্তর্ভুক্ত নয়। আর صليتم হলো অতীত কাল জ্ঞাপক ক্রিয়া এবং فاخلصوا হলো নির্দেশাত্মক ক্রিয়া। এখান থেকে যা বোঝা গেল, নামায পড়ার পরই দু'আর নির্দেশ রয়েছে। যেমন فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا যখন খাওয়া শেষ হবে, তখন ছড়িয়ে পড়। এতে খাওয়ার পর যেতে বলা হয়েছে, খাওয়ার মাঝখানে নয়। এবং

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ- (যখন নামাযের জন্য দাঁড়াবে, তখন তোমাদের মুখ ধৌত কর)। এতে নামাযের জন্য তৈরী হওয়াকে বোঝানো হয়েছে। নামাযের কিয়ামের কথা বলা হয়নি, যা অব্যয় إلى অব্যয় দ্বারা প্রতীয়মান হলো। আর এখানে নামায পড়ার ইচ্ছা পোষণ করার পরই ওযুর কথা বলা হয়েছে। তাই ف (ফা) দ্বারা বিলম্বে অর্থই প্রকাশ পায়। বিনা কারণে আসল অর্থ বাদ দিয়ে রূপক অর্থ গ্রহণ করা না জায়েয। মিশ্‌কাত শরীফের একই জায়গায় আরও উল্লেখিত আছে قَرَءَ عَلَى الْجَنَازَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- (হুযুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম জানাযায় সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন)।

(জা'আল হক্ব)

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আশ্‌য়াতুল লুমআত গ্রন্থে উল্লেখ আছে-

واحتمال دارد که بر جنازه بعد از نماز یا پیش از آن بقصد تبرک خوانده باشد چنانکه الان متعارف است-

অর্থাৎ- সম্ভবতঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম নামাযের পর বা আগে বরকতের জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন। যেমন আজকাল এর প্রচলন দেখা যায়। এর থেকে বোঝা গেল, শেখ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) এর যুগেও জানাযার নামাযের আগে ও পরে বরকতের জন্য সূরা পাঠ প্রচলন ছিল। তিনি একে নিষেধ করেননি, বরং এটাকে হাদীছের অনুসরণই বলতে চেয়েছেন।

(আশ্‌য়াতুল্‌লুমাত)

প্রসিদ্ধ 'ফতহুলকাদির ' গ্রন্থের كِتَابُ الْجَنَائِزِ এর "জানাযার নামায" পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে মুতা যুদ্ধের খবর দিলেন। এর মধ্যে হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রা.) এর শাহাদাতের খবর ও দিলেন

فَصَلّٰى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لَهُ وَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لَهُ-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ- অতঃপর তার জানাযার নামায পড়লেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন এবং লোকদেরকে বললেন তোমরাও তার মাগফিরাতের জন্য দু'আ কর। উল্লেখিত ইবারতে دعا শব্দের আগে ব্যবহৃত و অব্যয় দ্বারা বোঝা যায় যে, এ দু'আ নামাযের পরেই করা হয়েছিল।

(ফতহুল ক্বদীর)

মাওয়াহিবে লাদুনিয়া গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ فِيمَا أَخْبَرَ مِنَ الْغُيُوبِ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উপরোক্ত ঘটনা হুবহু বর্ণনা করার পর বলেছেন- ثُمَّ قَالَ اسْتَغْفِرُوا لَهُ (অতঃপর ফরমালেন, মাগফিরাত কামনা করুন, তার জন্য মাগফিরাত কামনা করুন)।

এভাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রাঃ) এর জানাযার পর দু'আ করেছিলেন। সুতারাং প্রমাণিত হলো যে, জানাযার পর মাগফিরাতের জন্য দু'আ করা জায়েয।

কানযুল উম্মাল নামক কিতাবে اَلْجَنَائِزُ শীর্ষক অধ্যায়ে হযরত ইব্রাহিম হিজরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে

قَالَ رَأَيْتُ اِبْنَ اَبِى اَوْفَى وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ مَاتَتْ اِبْنَتُهُ اِلَى اَنْ قَالَ ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهَا اَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ بَعْدَ ذَالِكَ قَدْرَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيْرَتَيْنِ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصْنَعُ هَكَذَا-

অর্থাৎ- আমি ইব্‌নে আবি আওফা (রাঃ) কে দেখেছি, যিনি বায়আতে রিদওয়ানওয়ালা সাহাবী ছিলেন। তাঁর এক কন্যা মারা গিয়েছিলেন। তিনি তার জানাযার চার তাক্‌বীর বলেছিলেন। অতঃপর দুই তাকবীরের মাঝখানের বিরতির সমপরিমাণ দাঁড়িয়ে দু'আ করেছেন এবং বলেছেন আমি হুযুর আলাইহিস সালামকে এরকম করতে দেখেছি।

বায়হাকী শরীফে বর্ণিত আছে-

وَعَنِ الْمُسْتَظِرِ ابْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ عَلِيًا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ بَعْدَ مَا صَلَّى عَلَيْهِ-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ- হযরত মুসতাজির ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রা) একবার এক জানাযা নামাযের পর দু'আ করেছিলেন।

'মদুনাতুল কুবারা' গ্রন্থে উল্লেখিত আছে-

يَقُوْلُ هَكَذَا كُلَّمَا كَبَّرَ وَاِذَا كَانَ التَّكْبِيْرُ الْاٰخِرُ قَالَ مِثْلَ ذَالِكَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ-

অর্থাৎ- প্রত্যেক তাক্‌বীরে এ রকম বলবে। যখন শেষ তাকবীর হবে, তখনও অনুরূপ বলবে। অতঃপর বলবে আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মুহাম্মদ।
এর থেকে বোঝা গেল, জানাযার নামাযের পর দরূদ শরীফ পাঠ করা যাবে।

কাশফুল ইজা নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে-

فاتحہ ودعا برائے میت پیش از دفن درست است وہمیں است بروایت معمول-

দাফন করার পূর্বে মৃতব্যক্তির জন্য ফাতিহা ও দু'আ প্রার্থনা করা বৈধ। এ রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করা হয়েছে। 'খুলাসাতুল ফতেহ' কিতাবেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

(খোলাসাতুল ফাতাহ্, কাশফুল ইযা)

শামসুল আয়িম্মা সরখ্‌সি (রহঃ) রচিত مبسوط নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডের ৬০ পৃষ্টায় غسل الميت শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর একবার এক জানাযার নামাযের পর উপস্থিত হন এবং বলেন

اِنْ سَبَقْتُمُوْنِىْ بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ فَلَاتَسْبِقُوْنِىْ بِالدُّعَاءِ-

যদিও তোমরা আমার আগে নামায পড়ে ফেলেছ, কিন্তু দু'আর বেলায় আমার আগে যেয়ো না অর্থাৎ-এসো, আমার সাথে দু'আয় শরীক হও। এ 'মবসুত' কিতাবের একই জায়গায় অর্থাৎ- غُسْلُ الْمَيِّتِ অধ্যায়ে হযরত ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে প্রমাণিত করেছেন যে, তারা জানাযা নামাযের পর দু'আ করেছেন এবং উপরোক্ত হাদীছে فَلَاتَسْبِقُوْا এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে ওই দু'আর উপর সাহাবায়ে কিরাম আমল করতেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মাওলানা ফতেহ মুহাম্মদ ছাহেব বুরহানপুরী তাঁর রচিত 'মিফতাহুস সালাত' গ্রন্থের ১১২ পৃষ্টায় উল্লেখ করেছেন- যখন জানাযার নামায শেষ হবে। তখন এটা মুস্তাহাব যে ইমাম বা অন্য কোন নেক্কার ব্যক্তি সূরা বাকারার প্রথম রুকু مُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত মইয়্যতের শিয়রে এবং শেষ আয়াত اٰمَنَ الرَّسُوْلُ মৃতব্যক্তির বাম পার্শ্বে পাঠ করবেন। কেননা এ রকম হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে। কতেক হাদীছে দাফনের পরে এরকম কথা উল্লেখ আছে। সম্ভব হলে উভয় সময় পড়া জায়েয আছে।

(মিফতাহুস সালাত)

'যাদুল আখিরাত' গ্রন্থে রয়েছে- সালাম ফিরানোর পর এ দু'আটা পড়বেন اَللّٰهُمَّ لَاتَحْرِمْنَا الخ অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমাদেরকে এর ছওয়াব থেকে বঞ্চিত করো না এবং এরপরে আমাদেরকে ফিৎনা-ফ্যাসাদে ফেলো না। আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করুন।

তাহতাভী শরীফে বর্ণিত আছে-
وَاَنَّ اَبَاحَنِيْفَةَ لَمَّا مَاتَ فَخَتَمَ عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفًا قَبْلَ الدَّفَنَ অর্থাৎ- যখন ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) ইন্তিকাল করেন, তখন দাফনের আগে তার জন্য সত্তর হাজারবার কুরআন খতম করা হয়।

কাশফুল গুম্মা, ফতওয়ায়ে আলমগীরী ও শামীর الدفن অধ্যায়ে تعزيت শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখিত আছে وَهِىَ بَعْدَالدَّفَنَ اَوْلٰى مِنْهَا قَبْلَهُ অর্থাৎ দাফনের আগের চেয়ে দাফনের পরে দাফনের আগে থেকে পরে সমবেদনা জ্ঞাপন করা উত্তম।

নোটঃ

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে দাফনের আগে, নামাযের আগে বা পরে হোক শোক প্রকাশ করা জায়েয এবং সুন্নাত। আর সমবেদনায় মৃতব্যক্তি ও তার উত্তরাধিকারীর জন্য যথাক্রমে ছওয়াব ও ধৈর্যের জন্যইতো দু'আ করা হয়। বিবেকও বলে যে, নামাযে জানাযার পর দু'আ জায়েয। কেননা, নামাযে জানাযা এক হিসেবে দু'আ বিশেষ, কারণ এতে মৃতব্যক্তিকে সামনে রাখা হয় এবং এতে রুকু, সিজ্‌দা, তাশাহ্হুদ ইত্যাদি নেই। আবার আর এক হিসেবে নামাযও বলা যায়, কারণ এর জন্য গোসল, ওযু,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সতর ডাকা, কিবলামূখী হওয়া, জায়গা ও কাপড় পাক হওয়া বাঞ্ছনীয়, এবং জামাত সহকারে পড়া সুন্নত। যদি এটা কেবল দু'আই হতো, তাহলে নামাযের মত এসব শর্তসমূহ কেন আরোপ হলো? অন্যান্য দু'আর মত যে কোন প্রকারে আদায় করলেই হয়ে যেত। তাই স্বীকার করতেই হবে যে এটা এক হিসেবে নামাযও এবং প্রত্যেক নামাযের পর দু'আ করা সুন্নত ও কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

জানাযায় হাজির হওয়ার ফযিলত ঃ

১। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি কোন জানাযায় হাযির হল এমনকি তার (মৃতের) ওপর নামাযও পড়ল, সে এক কীরাত সওয়াব লাভ করল। আর যে ব্যক্তি জানাযায় হাযির হল, এমনকি তাকে (মৃতকে) দাফন করে বাড়ী ফিরল সে দুই কীরাত সওয়াব পেল। জিজ্ঞেস করা হল, দুই কীরাত কি? জবাব দিলেন, দুইটি বড় বড় পাহাড়ের সমান সওয়াব।

(বুখারী, তিরমিযি)

২। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্নাণা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহীওয়াসাল্লাম ইরাশাদ করেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও আত্মবিশ্বাসের মনোভাব নিয়ে (সওয়াবের উদ্দেশ্যে) কোন মুসলমানের জানাযার পেছনে চলবে এবং তার সাথে থাকবে, এমনকি তার (মৃতের) ওপর নামায পড়বে এবং তার দাফন কাজ শেষ করবে, সে দুই কীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে। প্রত্যেকটি কীরাত হবে একটি পাহাড়ের সমান। আর, যে ব্যক্তি মৃতের জানাযা পড়ে তাকে দাফন করার আগে ফিরে যাবে, সে এক কীরাত নিয়ে ফিরবে। (বুখারী ও মুসলিম)। প্রত্যেক কীরাতের সওয়াব হল উহুদ পাহাড়ের সমান।

মহিলাদের জানাযার সাথে যাওয়া নিষেধ ঃ

হযরত উম্মে আতীয়্যা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আমাদের জানাযার পিছনে চলতে মানা করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে আমাদের ওপর কড়াকড়ি করা হয়নি।

(বুখারীও মুসলিম)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু তালকীন করা ঃ

১। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির শেষ কথা হয় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(আবু দাউদ, হাকিম)

২। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মরণোন্মুখ ব্যক্তিদেরকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর তালকীন কর (মুসলিম)। তালকীন করা অর্থ হল লা-ইলাহা-ইল্লাহ বলার জন্য জোর জবরদস্তি করা নয় বরং মরণোন্মুখ ব্যক্তির পাশে বসে ঈষৎ উচ্চস্বরে বার বার কালেমা তাইয়্যব পড়ে যাওয়া। আল্লাহর ইচ্ছায় যদি এই ব্যক্তির মুখ দিয়েও তখন কালেমা জাহির হয়ে যায়। তাহলে সে মু'মিন হিসাবে স্বীকৃতি পাবে।

মৃতের চোখ কিংবা মুখ খোলা থাকলে বন্ধ করে দেয়া ঃ

হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম আবু সালামার কাছে এলেন। তখন আবু সালামার চোখ নিথর হয়ে গিয়েছিল। তিনি তার চোখের পাতা বন্ধ করে দিলেন। তারপর বললেন, রূহ যখন কবজ হয়ে যায়। তার সাথে দৃষ্টি শক্তিও চলে যায়।

(মুসলিম)

এই হাদীস অনুযায়ী বুঝা যায় কোন মৃত ব্যক্তির চোখ খোলা থাকলে তা হাত দিয়ে বন্ধ করে দেয়া উচিত।

মৃত ব্যক্তির আপনজনদের করণীয় ঃ

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আবু সালমার ইন্তিকালের পর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে হাযির হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আবু সালামা ইন্তেকাল করেছেন। তিনি বললেন, বল- হে আল্লাহ! আমাকে ও আবু সালামাকে মাফ করে দিন এবং এর বদলে আমাকে ভাল প্রতিফলন দান করুন। আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর অনুরূপ বললাম। ফলে আল্লাহ একে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(আবূ সালমার) চাইতে ভাল স্বামী দান করলেন। অর্থাৎ- মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম কে দান করলেন।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হতে আরো বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি- এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার ওপর কোন বিপদ আসে না এবং সে বলে,

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ- اَللّٰهُمَّ اٰجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْنِىْ خَيْرًا مِنْهَا-

উচ্চারণ ঃ ইনালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, আল্লাহুম্মা আজিরনী ফী মুসিবতী ওয়াখ লুফ্নী খাইরাম মিনহু।

অর্থাৎ, আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমাদের তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ! আমার বিপদে আমাকে সওয়াব দান কর এবং যা হারিয়ে গেছে তার বদলে তার চাইতে ভাল জিনিস দান কর। কিন্তু মহান আল্লাহ তাকে তার বিপদের প্রতিদান দেন না এবং সে যা কিছু হারিয়েছে তার বদলে তার চাইতে ভাল জিনিস দেন না। উম্মে সালমা বলেন, আবূ সালমা যখন মারা গেলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম আমাকে যে হুকুমটি করেছিলেন আমি তেমনি (উক্ত দোয়াটি পড়তে থাকলাম) বললাম। ফলে আল্লাহ এই দোয়ার বরকতে আমাকে তার চাইতে ভাল জিনিস দান করলেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম কে আমার স্বামী রূপে দান করলেন। (মুসলিম)।

হযরত আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- যখন কোন মুসলমান বান্দার ছেলে ইন্তিকাল হয়, মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের বলেন, তোমরা কি আমার বান্দার ছেলেকে নিয়ে নিয়েছ? ফেরেশতারা বলে হ্যাঁ। আল্লাহ বলেন আমার বান্দা কি বলল? ফেরেশতারা বলেন আপনার বান্দারা আপনার প্রশংসা করল ও ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়ল। মহান আল্লাহ বলেন-আমার বান্দার জন্য বাইতুল হামদ নামে জান্নাতে একটি মহল তৈরি করে দাও।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চিৎকার করে, বুক চাপড়ে, শোক প্রকাশ হারাম ঃ

ক) হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- মৃত ব্যক্তির জন্য যে বিলাপ করা হয় তার জন্য কবরে তাকে শাস্তি দেয়া হয়।

(বুখারী, মুসলিম)।

খ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- যে ব্যক্তি বিপদের সময় নিজের গালে চপেটাঘাত করবে, বুকের কাপড় ছিঁড়ে মাতম করবে এবং জাহিলীযুগের মানুষের ন্যায় কথাবার্তা বলবে সে আমাদের (মুসলমানদের) দলভুক্ত নয়।

(বুখারী, মুসলিম)।

গ) হযরত আবু মালিক আশআরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- (মৃতের জন্য) বিলাপ করে ক্রন্দনকারিণী মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করলে কিয়ামতের দিন তাকে আলকাতরার তৈরি জামা পরিয়ে উঠানো হবে।

(মুসলিম)

ঘ) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, মৃতের জন্য বিলাপ করাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম কুফরী হিসাবে গণ্য করেছেন।

(মুসলিম)

ঙ) হযরত মুগিরাহ্ (রা) হতে বর্ণিত, আমি নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি মৃতের জন্য মাতাম সূরে কাঁদবে তার কাঁদার কারণে তার (মৃত ব্যক্তিকে) আযাব দেয়া হবে।

(বুখারী)

শোক প্রকাশের নিয়ম ঃ

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম তার পুত্র ইবরাহীম (রাঃ) এর কাছে গেলেন। তিনি তখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন। এই দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর দুইচোখ থেকে অশ্রু ঝরতে ছিল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কাঁদছেন? জবাব দিলেন- হে আউফের পুত্র! এটা হচ্ছে রহমত (সন্তান বাৎসল)। এরপর তাঁর চোখ থেকে আবার অশ্রু ঝরতে লাগল। তারপর তিনি বলেন, চোখে অশ্রু ঝরায় হৃদয় শোকার্ত হয়। তবে আমরা আমাদের মুখ থেকে এমন কথা বলি যাতে আমাদের রব সন্তুষ্ট হন। আর হে ইবরাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা শোকাহত!

(বোখারি ও মুসলিম)

মসজিদে জানাযার নামায ঃ

হযরত আবু সালমা বিন আবদুর রহমান (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) ইন্তিকাল করেন, তখন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, তোমরা তাঁকে (সা'দকে) মসজিদে নববী শরীফে প্রবেশ করে দাও। যাতে আমিও নামাযে জানাযা আদায় করতে পারি। সাহাবারা এতে অস্বীকৃতি জানালে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম্ আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম কে দেখেছি যে, তিনি বায়জার দুই ছেলে ছোহাইল এবং তার ভাই সাহলের জানাযার নামায মসজিদে নববীতে আদায় করেছেন।

(মুসলিম ও মিশকাত)

হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম প্রায়ই মসজিদের বাইরে জানাযা পড়তেন এবং কখনো কখনো ভিতরেও পড়েছেন। কিন্তু অসুবিধা না হলে মসজিদের বাইরে পড়াই উত্তম। তবে বিনা প্রয়োজনে মসজিদের ভিতরে নামাযে জানাযা আদায় করা অধিকাংশ হানাফিদের মতে মাকরূহ। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে পড়তে অসুবিধা নাই।

(যাদুল মায়াদ, আশিয়াতুল লুমাত, মেরাত শরহে মেশকাত)

মৃতের ঋণ দ্রুত আদায় করা উচিত ঃ

হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন- ঋণের কারণে মু'মিনের আত্মা ঝুলে থাকে (জান্নাতের প্রবেশ পথে) তার ঋণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত। তাই মৃত ব্যক্তির ঋণ দ্রুত আদায় করা উচিৎ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কবরের পাড়ে দোয়া এবং খতমে কোরআন পড়া ঃ

হযরত আবূ আমর (তাঁর ডাক নাম) আবূ আবদুল্লাহ বা আবূ লাইলা তিনি উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিনা করেন- মুর্দাকে দাফন করার কাজ শেষ হয়ে গেলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম তার কবরের কাছে দাঁড়িয়ে বলতেন, তোমাদের ভাইয়ের জন্য ইসতিগফার কর এবং জবাবদিহির সময় সে যেন দৃঢ় থাকে সেজন্য দোয়া কর। কারণ এই মুহুর্তেই তাকে প্রশ্ন করা হবে।

হযরত আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত- তিনি (নিজের মৃত্যুর সময় নিকট বর্তী হলে) বলেন, আমাকে দাফন করে দেয়ার পর তোমরা আমার কবরের পাশে একটা উট যবেহ করে তার গোশ্ত বিলি করতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় পর্যন্ত দাঁড়াবে (আমি তোমাদের) অন্তরঙ্গতা লাভ করতে পারব এবং আমার প্রতিপালকের দূতকে কি জবাব দিতে হবে তা আমিও জেনে নিতে পারব। (মুসলিম)

ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহী আলাই এরশাদ করেন যে, কবরের পাশে (দাঁড়িয়ে) কুরআন থেকে কিছু পড়া হচ্ছে মুস্তাহাব। আর সবাই মিলে যদি সেখানে পুরো কুরআন পড়া হয় তা খুবই ভাল।

নোটঃ

এ থেকে প্রমাণিত হয় কবরের পাড়ে কোরআনের খতম করা একটি মৃতের জন্য উপকারী আমল।

মৃতের পক্ষ থেকে সদকা ও দোয়া করা ঃ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কালামে এরশাদ করেন- আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা যেন বলে- হে আমাদের রব! আমাদের ক্ষমা করে দাও, আরো ক্ষমাকরে দাও আমাদের ভাইদের যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে।

হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত- এক ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম কে বলল, আমার আম্মা হঠাৎ ইন্তিকাল করেছেন। আর আমার মনে হচ্ছে, এই অবস্থায়

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে দান করি তাহলে কি তিনি সওয়াব পাবেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ।

(বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- মানুষ মরে গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমল তখনো জারী থাকে। সেই তিনটি হচ্ছে, সদকায়ে জারীয়া, অথবা এমন ইল্ম যা থেকে লাভবান হওয়া যায়, অথবা এমন সুসন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।

(মুসলিম)

সুতরাং মৃত ব্যক্তির জন্য যত দান, সদকা ও দোয়া করা যায় ততই তার জন্য মঙ্গল।

আসহাবে কাহাফের ফজিলত ঃ

তাফসীরে নিশাপুরী ও রূহুল বয়ানে সূরা কাহাফের আয়াত مَايَعْلَمُهُمْ اِلَّاقَلِيْلٌ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এবং তাফসীরে সাবীতে একই আয়াত প্রসর্ঙ্গে বর্ণিত আছে যে, আসহাবে কাহাফের নাম অনেক কাজে উপকার আসে। যেমন হারানো জিনিস তালাশ করা, যুদ্ধের সময় পালিয়ে যাবার সময়, আগুন নিভানোর জন্য একটি কাগজে লিখে আগুনে নিক্ষেপ করুন, শিশু কান্নাকাটি করলে লিখে দোলনায় শিশুর মাথার নিচে রেখে দিবেন, ভাল ফলনের জন্য কোন কাগজ লিখে ক্ষেতের মাঝখানে লাঠিতে টাঙিয়ে দিবেন। জ্বর, মাথা ব্যথার জন্যও খুবই উপকারী।

(আল হরফুল হাসান, তফসীরে খাজায়েনুল ইরফান ও জুমুল দ্রষ্টব্য)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আসহাবে কাহাফ সংখ্যায় ছিলেন সাত জন ১। ইয়ামলিখা ২। কমছিলিনা ৩। মছলিনা মারনুস ৫। বরনুস ৬। মাজনুশ ও ৭। মরতুশ।

(রুহুল বয়ান সূরা কাহাফের আয়াত, ما يعلمهم الاقليل এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

মুহাদ্দেছীনে কিরাম কোন কোন সময় বিশুদ্ধ সনদ উদ্ধৃতি করে বলেন لَوْقَرَءْتَ هٰذِهِ الْاَسْنَادَ عَلٰى مَجْنُوْنٍ لَبَرَءَ مِنْ جنته (যদি এ সনদ কোন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পাগলের জন্য পাঠ করা হয়, তাহলে সে ভাল হয়ে যাবে।) সনদের মধ্যে বুযুর্গানে দীন ও হাদীছ বর্ণনা কারীদের নামইতো আছে। আসহাবে বদরের নামের উপর ওজীফা পাঠ করা হয়। এ সব বুযুর্গানে কিরামের মুবারক নাম কেবল জীবিতদের জন্য উপকারী মৃতদের জন্য নয় এ রকম কখনও হতে পারে না। নিশ্চয়ই যেন আহাদ নামা লিখা হয়।

বরযখবাসীদের নিকট জীবিতদের আমল পেশ করা হয় ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, নিশ্চয় তোমাদের আমলসমূহ তোমাদের আত্মীয়-স্বজনদের নিকট পেশ করা হয় যারা ইতিপূর্বে পরকালে চলে গিয়েছে। তোমাদের আমল ভালো হলে তারা খুশী হয় এবং এই দোয়া করে যে, হে আল্লাহ্ ইহা আপনার দয়া ও অনুগ্রহ। আপনি আপনার নেয়ামত তাকে পুরোপুরি দান করুন এবং সেই অবস্থায়ই তাকে মৃত্যু দান করুন। আর যদি তাদের নিকট খারাপ আমল পেশ করা হয় তাহলে তারা বলে, হে আল্লাহ্! তাকে তুমি নেক কাজ করার মনোভাব দান কর, যাতে সে তোমার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করতে পারে।

(শাওকে ওয়াতান)

সদকায়ে জারিয়া এবং সন্তানাদির উপকারিতা ঃ

হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) এর বর্ণনা, হুযুর (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম) বলেন, মৃত্যুর পর মু'মিন বান্দা (জীবদ্দশায় কৃত) যেসব নেক কাজের সাওয়াব লাভ করে থাকে তাহলো ইলম্ যাকে সে বিস্তার করেছে। নেক সন্তান, মীরাচসূত্রে রেখে যাওয়া কুরআন শরীফ, মসজিদ নির্মাণ করা, মুসাফিরখানা তৈরি করা, খাল খনন করা কিংবা জীবদ্দশায় সুস্থ অবস্থায় এমন কোন খাতে ব্যয় করা মৃত্যুর পরও যার সাওয়াব পৌঁছতে থাকে।

(মিশকাত)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন- নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে তাঁর নেক বান্দাদেরকে অনেক উচু মর্যাদা দান করবেন। তা দেখে বান্দা খুশি হয়ে বলবে- হে আল্লাহ ! এত বড় মর্যাদা আমি কি করে পেলাম? (আমি তো দুনিয়াতে তেমন কোন আমল করিনি)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ তায়ালা জবাবে বলবেন- তোমার সন্তানরা তোমার জন্য ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করেছে। তারই বিনিময়ে তোমাকে এ মর্যাদা দান করা হয়েছে।

(মেশকাত শরীফ)

অন্য এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন কতিপয় লোককে পাহাড় পরিমাণ নেক কাজ (পূন্য) দেওয়া হবে। এ নেক কাজ (পূন্য) দেখে তারা বিস্ময়ের সাথে বলবে, এত নেক আমল (কাজ) আমাদেরকে কোত্থেকে দেয়া হলো? উত্তরে বলা হবে, তোমার সন্তানদের ইস্তেগফারের বদৌলতেই এত নেক আমল (কাজ) তোমাদেরকে দান করা হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন- মৃত ব্যক্তি কবরে এতই অসহায় হয়ে থাকে যেমন হয় একজন পানিতে ডুবে যাওয়া ব্যক্তির। সে সব সময় মা-বাপ, ভাই-বন্ধু ও অন্যান্যদের দোয়ার অপেক্ষায় থাকে। কারো পক্ষ থেকে কোন দোয়া পৌঁছলে তা তার নিকট সমস্ত দুনিয়া ও তম্মধ্যস্থ সমুদয় বস্ত হতে বেশী প্রিয় মনে হয়। নিশ্চয় পৃথিবীবাসীদের দোয়ার ফলে আল্লাহ তায়ালা কবরবাসীদেরকে পাহাড় পরিমাণ সাওয়াব দান করেন। নিশ্চয় মৃত ব্যক্তিদের প্রতি জীবিতদের হাদিয়া হলো তাদের জন্য ইস্তেগফার করা।

(মেশকাত শরীফ)

মু'মিনদেরকে মালাকুল মাউত-এর সালাম ঃ

হযরত ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন- মালাকুল মাউত (আযরাইল আঃ) যখন আল্লাহর মকবুল বান্দাদের নিকট আসে, তখন তাদেরকে সালাম দিয়ে সে বলেঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللهِ قُمْ فَاخْرُجْ مِنْ دَارِكَ الَّتِىْ خَرَّبْتَهَا اِلٰى دَارِكَ الَّتِىْ عَمَّرْتَهَا -

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহর ওলী! উঠ এবং (আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য) যে বাসস্থানকে বিলীন করে দিয়েছ তা পরিত্যাগ করে সেই আবাসস্থলের দিকে চল (ইবাদতের মাধ্যমে) যাকে তুমি আবাদ করেছ।

(শরহুচ্ছুদূর)

যারা কবর-আযাব থেকে রক্ষা পাবেন ঃ

হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, শপথ সেই সত্তার যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করে যখন মানুষ ঘরে ফিরে আসে, তখন কবরে শায়িত মৃত ব্যক্তি তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়। মৃত ব্যক্তি মু'মিন হলে কবরে রাখার পর তার মাথার দিকে নামায, ডান দিকে রোযা, বাম দিকে যাকাত ও তার পায়ের দিকে অন্যান্য নফল ইবাদাত যেমন দান-সদকা বা নফল নামায ইত্যাদি এসে উপস্থিত হয়। মাথার দিক থেকে আযাব আসতে চাইলে নামায বলে- এদিক দিয়ে জায়গা হবে না। ডান দিক দিয়ে আসতে চাইলে রোযা ধিক্কার দিয়ে বলে- এদিক দিয়ে তোমার পথ নেই। বাম দিক দিয়ে আসতে চাইলে যাকাত বলে- খবরদার! এদিক দিয়ে নয়। পায়ের দিক দিয়ে আসতে চাইলে দান-সদকা ও নেক আমল অন্যান্য ইবাদাত এই বলে হুশিয়ারী করে যে, সাবধান! এদিক দিয়ে যেতে পারবে না।

(আত্‌তারগীব ওয়াত-তারহীব)

কবরে মুরদারের নামাজ, কোরআন তেলাওয়াত ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে সংবাদ দিয়েছে, "لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ" মু'মিনের জন্য তিনটি স্থানে বন্ধুর কাজ দিবে। মৃত্যুর সময়, কবরে, কবর হইতে পুনরুত্থানের দিন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আন্তরিকতা নিয়ে কালেমা পাঠ করতঃ তদানুযায়ী আমল করেছে, কুফর ও শ্রিক থেকে নিজেকে দূরে রেখেছে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে শর্তাবলী মেনে চলেছে, আর যে কাজ করতে তিনি নিষেধ করেছেন, উহা হতে দূরে রয়েছে এই কালেমা ঐ তিনটি স্থানে অবশ্যই তাকে সাহায্য করবে। ঐ তিনটি স্থান বড়ই বিপদসঙ্কুল স্থান।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম হযরত মূসা (আঃ) এর কবরের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করতে গিয়ে দেখলেন, তিনি কবরে নামাজ পড়তেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, সকল আম্বিয়া কেরাম কবরে জীবিত আছেন। তারা কবরে নামাজ আদায় করেন।

হযরত ছাবেত বুনানী (রাঃ) সর্বদা খোদার দরবারে এই দু'আ করতেন, দয়াময়! যদি আপনি কাকেও কবরে নামাজ পড়তে আদেশ দেন, তবে আমাকেও নামাজ পড়তে সুযোগ দিন। যুবায়ের (রাঃ) বলেন, ছাবেত বুনানীর ইন্তেকাল হলে, আমি তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে কবরে রেখে ভাল করে তক্তা দিলাম। হঠাৎ একখানা তক্তা সরে গেল, আমি দেখতে পেলাম, সে কবরে ঐ তক্তার উপর নামাজ পড়ছে।

ইব্রাহীম মালবী বলেছেন- পথিকেরা বলেছে, আমরা যখন সাবিত বুনানীর কবরের নিকট দিয়ে গমন করি তখন কবরে কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পাই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন- একজন সাহাবী অজ্ঞাতসারে একটি কবরের উপর খিমা (তাবু) তৈরি করেছিল। সে তখন মাটির ভিতর এক ব্যক্তিকে "ছুরা মুল্‌ক" পাঠ করতে শুনল, অতঃপর এ ঘটনা হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বর্ণনা করলে হুজুর ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, এই সূরা কবর আযাব হতে পরিত্রাণ দেয়। ইউসুফ বিন মুহাম্মদ বলেছেন, হযরত আবুল হাছান আমাকে একটি স্থান দেখিয়ে বল্‌ল, আমি সর্বদা এই স্থান হতে ছুরায়ে মুলক পাঠ করার শব্দ শুনতে পাই। ঈসা বিন মুহাম্মদ, আবু বকর বিন মুজাহিদের ইন্তেকালের পর তাকে কবরে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে দেখে জিজ্ঞেস করল, তুমি তো গতকাল ইন্তিকাল করেছ, এখন আবার কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করছ কেন? উত্তরে বলল, আমি প্রত্যেক নামাজের পর এবং কুরআন খতমের পর খোদার দরবারে দু'আ করতাম, খোদা! আপনি আমাকে ঐ সকল লোকদের মধ্যে গণ্য করুন, যারা কবরে বসে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করবেন। তাই আল্লাহ তা' আলা আমার প্রর্থনা কবুল করে ঐ সকল লোকদের মধ্যে গণ্য করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, কবরে প্রত্যেক মুমিনদিগকে কুরআন শরীফ দেওয়া হয় তারা উহা পাঠ করে থাকেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

হযরত আক্রাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আবুল আলা হামাদানী যিনি একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন, তার ইন্তিকালের পর তাকে এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি শহরের মধ্যে অবস্থান করছেন। আর তার চতুপার্শ্বে কিতাব সূমহ দ্বারা প্রাচীর করে দেয়া হয়েছে। তার নিকট এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন, আমি খোদার দরবারে দু'আ করতাম, হে খোদা! আমি দুনিয়ায় যেভাবে দ্বীনি ইল্‌মের চর্চায় দিন অতিবাহিত করেছি, আমার মৃত্যুর পরও আমাকে দ্বীনি ইল্‌মের চর্চায় নিমগ্ন রাখুন! তাই আল্লাহ তা'আলা আমার প্রার্থনা কবুল করে আমাকে দ্বীনি ইল্‌ম চর্চার সুযোগ দিয়েছেন।

হযরত তাল্‌হা বিন আব্দুল্লাহ (বাঃ) বলেছেন, আমি কোন কারণবশতঃ জঙ্গলে গিয়েছিলাম। রাত হলে আমি হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) এর কবরের নিকট অবস্থান করলাম। আমি রাত্রে কবর হতে এমন সুন্দর ললিত সুরে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে শুনতে পেলাম যে, এমন সুর আমি জীবনে কখনও শুনিনি। অতঃপর আমি রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলে হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, ঐ সুন্দর ললিত সুর আব্দুল্লাহরই সুর। মনে রেখো! আল্লাহ তা' আলা তার প্রিয় বান্দাদিগের আত্মাসমুহ 'জরব্‌যদ' ও 'ইয়াকুত ' পাথর দ্বারা নির্মিত একটি কানজীলে ভরে বেহেস্তের মধ্যে ঝুলে রাখেন। যখন রাত হয়, তখন তাদের আত্মাসমুহ দেহের সাথে সংযোজন করে দেয়া হয়। তখন তারা সমগ্র রজনী কোরআন শরীফ তেলাওয়াত ও নামাজে নিমগ্ন থাকেন। আবার যখন রজনী প্রভাত হয়ে যায়, তখন তাদেরকে তাদের সাবেক স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

বিখ্যাত আলেম, পরহেজগার ও কবর খননকারী আবু ঈসা নিশাপুরী (রাঃ) বলেছেন, আমি কোন এক সময় একটি কবর খনন করতে গিয়ে একটি পূরানো কবর বের হয়ে গেল। কবরটির মধ্যে সুন্দর পোষাক পরিহিত একজন নবীন যুবককে দেখলাম, তার হাতে একখানা কোরান শরীফ। শরীর হতে সুগন্ধের মকড়া ছুটছে। কুরআন শরীফের সমগ্র হরফগুলি সবুজ কালিতে লেখা। দেখতে বড়ই চমৎকার। দেখলাম, নবীন যুবকটি মিহি সুরে উহা তেলাওয়াত করছে। আমাদের দেখে জিজ্ঞাসা করল কিয়ামত হয়েছে কি? আমি বললাম না, কেয়ামত হয়নি। তখন যুবকটি বলল এই সুড়ঙ্গটি বন্ধ করে দিন। আমি তখনই সুড়ঙ্গটি বন্ধ করে দিই।

(তারিখে বাগদাদ, ইবনে বাজ্জার)

হাফেজ আবুল ফরজ বিন যাওযী লিখেছেন, ১৭২ সালে বসরার একটি টিলার কিছু অংশ ধ্বসে পড়লে, সেখানে কবরগুলিও সাথে সাথে হাউজে পরিণত হয়ে গেল। মুর্দাগণ ঠিকমত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে, এমনকি তাদের প্রত্যেকের কাফন পর্যন্ত নুতন দেখা গেছে। আর তাদের শরীর হতে সুগন্ধির ঘ্রাণও পাওয়া গেছে। একটি কবরে একজন নওজোয়ান ছিল তার মাথায় চুল ছিল, মুখে ওষ্ঠ নড়ছিল মনে হচ্ছিল যেন কেউ পানি পান করিয়ে দিয়েছে। তার চক্ষুদ্বয় ঠিকমত ছিল। কোমরে একটি তলোয়ারের আঘাতও দেখা গিয়েছিল। বর্ণিত আছে, সা'দ বিন মায়াজের কবর খনন করবার সময় সুঘ্রাণ আসছিল। এক ব্যক্তি কবরের মাটি হাতে নিয়ে দেখল মেশকে ভরপুর। বর্ণিত আছে, কোন এক ব্যক্তি তার নিকট জিজ্ঞেস করল, তোমার কবর হতে এতো সুঘ্রাণ আসে কেন? উত্তরে বলল, কোরআন তেলাওয়াত ও রোজার উপবাস তৃষ্ণার এই সুঘ্রাণ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি রাত্রে স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি বেহেস্তে প্রবেশ করেছি। হযরত জাফর তাইয়্যারকে (রাঃ) দেখলাম, সে ফেরেস্তাদের সাথে উড়তেছেন। আর হযরত হামজাকে (রাঃ) দেখলাম, মেহেন্দী লাগিয়ে বসে আছেন। সেখানে আমার আরও কতিপয় সাহাবাকে দেখতে পেয়েছি।

যারা মৃতদের সাথে কথাবার্তা বলেছেন ঃ

স্বপ্নে মৃত ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ তাদের নিকট অবস্থার কথা জিজ্ঞাসার কথা এবং তাদের উত্তর প্রদান সম্পর্কে অগণিত রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। এই বিষয় নিয়ে ইমাম আবী দুনিয়া একখানা পুস্তকও রচনা করেছেন। ইহার নাম 'কিতাবুল মানামাত'। আমি এখানে নমুনা স্বরূপ কতকগুলি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করছি।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আমীরুল মু'মেনীন হযরত উমর (রাঃ) এর ইন্তেকাল হলে আমি মনে আশা পোষণ করলাম, হয়ত আল্লাহ তা'আলা আমাকে স্বপ্নে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জানিয়ে দিবেন। আমি একদিন স্বপ্নে একটি বিরাট সুন্দর অট্টালিকা দেখে জিজ্ঞেস করলাম, এই মহলটি কার? লোকেরা উত্তর দিল হযরত উমর (রাঃ) এর। ইত্যবসরে হযরত উমরকে মহল হতে বাহির হতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার অবস্থা কি? তিনি উত্তর করলেন, যদি আমার পরওয়ারদেগার গাফুরুর রাহীম না হতেন, তবে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, আপনার প্রতি খোদার কি নির্দেশ হয়েছে? উত্তর করলেন, আমি ইন্তেকাল করেছি কতদিন হল? আমি বল্লাম, বারো বৎসর। তখন তিনি বললেন, সবেমাত্র হিসাব-নিকাশ দিয়ে মুক্ত হয়েছি।

আব্দুল মালেক বলেছেন, আমি আমের বিন কায়েসকে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কেমন আছেন? সে উত্তর করল, খুব ভাল আছি। আবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, সমস্ত নেক কাজের মধ্যে কোন্ নেক কাজটি বেশি ফলপ্রসূ ও আমল পেয়েছেন? তিনি উত্তরে বললেন, যে নেক কাজ সত্যিকার আন্তরিকতা ও খাঁটি নিয়তে করা হয়, ইহাই সমস্ত নেক কাজের মধ্যে আফজল।

আবু আব্দুল্লাহ বলেছেন, আমার চাচার ইন্তেকাল হওয়ার পর তাকে আমি একদিন স্বপ্নে বলতে শুনলাম যে, দুনিয়া শুধু একটি প্রতারণাকারি ও ধোকাবাজ। নেক কর্মশীল ব্যক্তিদের জন্য পরকাল একটি খুশির স্থান। মজবুত আকিদার ন্যায়, মুসলমানদের কল্যাণকামীর ন্যায় কোন ফলপ্রসূ নেক কাজ দেখিনি। আর নেক কাজকে কখনো সাধারণ কাজ মনে করিও না। আর ভাল কাজ যাই করবে, মনে করবে, ইহাই আমার আখেরাতের কাজ।

মায়মুনা ফরদী বলেছেন, উরওয়ার মৃত্যুর পর তার সাথে আমার স্বপ্নে দর্শন হয়েছিল। তিনি আমার নিকট বললেন, অমুক পানি পানকারী আমার নিকট একটি দিরহাম পাবে, আমি সেই দিরহাম আমার ঘরের তাকের উপর রেখেছি। সেই দিরহাম নিয়ে তাকে দিয়ে দেবে। আমি পানি পানকারীর সাথে সাক্ষাৎ করে তার নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি উরওয়ার নিকট কিছু অর্থ পাবেন? সে উত্তরে বলল, হ্যাঁ! আমি তার নিকট এক দিরহাম পাব। অতঃপর আমি উরওয়ার বাড়িতে গিয়ে তার ঘরের তাক হতে দিরহাম নিয়ে পানিওয়ালাকে অর্পণ করলাম।

এক কুফা নিবাসী বললেন, আমি ছুয়াইদ বিন উমরের মৃত্যুর পর স্বপ্নে দর্শন হলে তাকে আমি খুব শান-শওকতের সাথে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, হে ছুয়াইদ! এই মর্তবা ও সম্মান কিরূপে পেলে? সে উত্তর করল, আমি অধিকাংশ সময় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করতাম বলে এই সম্মান আমাকে দেয়া হয়েছে। তুমিও উহা খুব বেশি পরিমাণে পাঠ করবে। সে আরো বল্ল, দাউদ ভাই এবং মুহাম্মদ বিন নজর যে সকল মর্তবা ও সম্মান প্রাপ্ত হয়েছেন, ইহা এই কলেমার বদৌলতেই।

হযরত মাতরাফ বিন্ আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন, আমি একবার কোন একটি কবস্থানে গিয়েছিলাম। সেখানে একটি কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আমি অল্প সময়

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাধারণভাবে দুই রাক্‌আত নামাজ পড়ে নিদ্রায় ঢলে পড়লাম। স্বপ্নে আমাকে ঐ কবরটির মুরদার ব্যক্তি বলল, তুমি দুই রাক্‌আত নামাজ পড়ে মনে মনে ভাবছ, খুব সংক্ষেপে নামায পড়ে ফেল্লাম। আমি উত্তর দিলাম- হ্যাঁ, আমি উহাই ভেবেছি। সে বল্ল, তোমরা আমল করছ, কিন্তু আমলের ছওয়াব ও ফজিলত সম্পর্কে জানতে পারছনা; আর আমরা আমলের ছাওয়াব ও ফজিলত সম্পর্কে জানি কিন্তু আমল করতে পারছি না। যদি তোমার দুই রাক্‌আত নামাজের ন্যায় আমরা দুই রাক্‌আত নামাজ পড়তে পারতাম, তবে উহা আমাদের জন্য সমগ্র দুনিয়ার চেয়ে অতি উত্তম বস্তু হয়ে দাঁড়াত।

অতঃপর আমি জিজ্ঞাস করলাম, এই কবরস্থানে কোন্ কোন্ লোক আছে? সে উত্তর করল, এখানে সমস্ত মুসলমান এবং নেককার। আমি বল্লাম, উহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে উত্তম কোন ব্যক্তি। সে আমাকে একটি কবরের দিকে ইশারা করে দেখিয়ে দিল। আমি মনে মনে বল্লাম, খোদা! আপনি যদি এই মুরদারটিকে বাহিরে এনে দিতেন তবে আমি তার সাথে একটু কথা বলতাম। হঠাৎ কবর ফেটে একটি যুবক বের হলে আমি তার নিকট জিজ্ঞাস করলাম-আপনিই কি সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি? সে উত্তর করল- হ্যাঁ, সকল লোকেরা বলে থাকে। আমি তার নিকট জিজ্ঞাস করলাম, আপনি কি আমলের বদৌলতে এমন সম্মান প্রাপ্ত হলেন? আপনার বয়স খুব অল্প, ইহা ধারণা হয় না যে, হজ্জ ও ওমরা করে অথবা জেহাদ বা অন্য কোন আমল করে এমন সম্মান পেয়েছেন? উত্তর করল-আমার উপর অনেক বিপদ ও বালা-মুসীবত অবতীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে ঐ বিপদের সময় ছবর ও ধৈর্য ধরার তাওফিক দান করেছিল বলে আজ আমি এই মহা সম্মানের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছি।

মুহাম্মদ বিন সালিম (রাঃ) বলেছেন যে, আমি কাজী ইয়াহ্ইয়া বিন আকছমকে স্বপ্নে দর্শন করে জিজ্ঞাস করলাম, আপনার সাথে আল্লাহ তা'আলা কিরূপ ব্যবহার দেখিয়েছেন? তিনি উত্তরে বলেন, আমাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্মুখে করিয়ে জিজ্ঞাস করলেন, 'হে অনুপযুক্ত বৃদ্ধ! যদি তোমার মুখের দাড়ি সাদা না হত, তবে আমি তোমাকে অবশ্যই আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করতাম। এই কথা শুনে আমার সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থরথর করে কাঁপতে আরম্ভ করল।

আমি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলাম! অতঃপর আমার জ্ঞান ফিরে আসলে আমি বল্লাম, খোদা! তোমার নিকট হতে যে হাদীসে কুদছীর রেওয়ায়েতটি পেয়েছি, তাতে এরূপ নেই। আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমার তরফ হতে তুমি কোন্ হাদীসটি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বলতে চাচ্ছ? তখন আমি বলতে লাগলাম যে, আমি শুনেছি আব্দুর রাজ্জাক বিন হাম্মামের নিকট হতে, ইব্নে হাম্মাম মিয়ামার বিন রাবিশ হতে, মিয়ামার ইব্নে শিহাব জুহুরীর নিকট হতে, জুহুরী আনাস বিন মালেক হতে, আনাস (রাঃ) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর নিকট হতে, তিনি রেওয়ায়াত করেছেন জিব্রাইল হতে, আর জিব্রাইল আপনার থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, আপনি বলেছেন-

مَا شَابَ لِىْ عَبْدٌ فِى الْاِسْلَامِ شَيْبَةً اِلَّا اِسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ اَنْ اُعَذِّبَهٗ بِالنَّارِ -

অর্থাৎ, আমার যে বান্দা ইসলাম ধর্ম অনুসরণ থেকে খুব বৃদ্ধ হয়ে গেছে, তাকে আগুনে নিক্ষেপ করে শাস্তি দিতে আমার খুব লজ্জা বোধ হয়।

আল্লাহ তা'আলা বললেন- আব্দুর রাজ্জাক, মিয়ামার, জুহুরি, আনাস, আমার নবী, জীব্রাইল সকলে তারা সত্য কথা বলেছেন। এই হাদীস আমিই বলেছি। হে আমার ফেরেস্তাগণ! একে বেহেস্তে নিয়ে যাও। (তারিখে বাগদাদ)

হুফাছ বিন্ আব্দুল্লাহ বলেছেন- আমি আবু জরয়ার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখলাম যে, প্রথম আসমানে সে ফেরেস্তাদের জমাতের সাথে নামাজ পড়ছে। আমি জিজ্ঞাস করলাম- কি আমলের দরুন আপনি এত মান-মর্যাদা পেলেন? উত্তরে বলেন, আমি আমার হস্ত দ্বারা দশ লাখ হাদীস লিখেছি, প্রত্যেক হাদীসের প্রথমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দরুদ পাঠ করেছি বলে তার বরকতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই মর্তবা ও সম্মান দান করেছেন।

আবুল কাছেম সাবিত (রাঃ) বলেছেন- আমি সা'দ (রাঃ)-কে, যিনি বিখ্যাত মোহাদ্দেছ ছিলেন, এক রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি আমাকে বার বার বলেছেন, 'হে আবুল কাছেম! আল্লাহ তা'আলা হাদীসের দরস দানকারীকে প্রত্যেক বৈঠকের পরিবর্তে বেহেস্তে একটি স্থান দান করে থাকেন।

(নূরুচ্ছুদুর- কৃত ছুয়ুতী)

ঘটনাঃ

ইব্নে আছাকীর হতে বর্ণিত আছে যে, সদ্কা বিন ইয়াজীদ তরাবিলীছ দেশে একটি উচ্চ স্থানে তিনটি কবরের উপর অনেক তাৎপর্যপূর্ণ কথা দেখেছিল। প্রথম কবরটির উপর লেখা রয়েছে, যে ব্যক্তির অন্তরে বিশ্বাস রয়েছে- মৃত্যু অবশ্যই আসবে এবং

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমার দেশ আমার নিকট হতে ছিনিয়ে নেয়া হবে, কবরে আমাকে ঘুমাতে হবে, সে কখনো জীবনের শান্তি অনুভব করতে পারে না।

দ্বিতীয় কবরটির উপর লেখা আছে, যার অন্তরে পরকালের পুঙ্খানু পুঙ্খরূপে হিসাব হওয়ার কথা ও নিজের কৃতকর্মের প্রতিফল ভোগ করার কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রয়েছে, সে জীবনে সুখ-শান্তি কখনও অনুভব করতে পারে না। তৃতীয় কবরটির উপর লেখা আছে যে, জীবনে ঐ ব্যক্তি কিছুতেই সুখ-শান্তিতে থাকতে পারে না, যার অন্তরে এই বিশ্বাস আছে যে, কবর আমাদের যৌবনকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে। আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছোট ছোট কণায় পরিণত করবে।

এই লেখা দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমি উহার নিকটবর্তী হলাম এবং বৃদ্ধ ব্যক্তির নিকট উক্ত কবরত্রয়ের কথা জিজ্ঞাস করলাম। বৃদ্ধ বলল- তারা তিন ভাই ছিল একজন বাদশাহের দরবারে চাকুরী করত। আর তার সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিল। দ্বিতীয়জন বড় ধনী, মহাজন ও সওদাগর ছিল। তৃতীয় ভাই দরবেশ ছিল। সে কেবল দিন-রাত খোদার এবাদতে নিমগ্ন থাকত। তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে অপর দুই ভাই তার নিকটে এসে বলল, যদি তোমার মনে কোন অছিয়ত করতে ইচ্ছা হয়- তবে এখনই কর। তখন সে উত্তরে বলল, আমার নিকট কোন ধন-সম্পদও নাই, আর আমার কারও নিকট ঋণও নাই। আর আমার নিকট কোন মাল-আসবাবও নাই, কিন্তু আমি তোমাদের নিকট হতে এই অঙ্গীকার নিতে চাই যে, আমার মৃত্যু হলে আমাকে অমুক টিলার উপর দাফন করবে। আমার কবরের উপর লিখে দেবে যে, 'জীবনের আরাম ও সুখ-শান্তি ঐ ব্যক্তি ভোগ করতে পারে না, যার অন্তরে এই বিশ্বাস আছে যে, আমাকে পুঙ্খানু পুঙ্খরূপে হিসাব-নিকাশ দিতে হবে এবং আমার কৃতকর্মের প্রতিফল ভোগ করতে হবে। তারপর একাধারে তিন দিন পর্যন্ত আমার কবর যিয়ারত করবে। এই কাজ হতেই তোমরা অনেক কিছু শিখতে পারবে। সুতরাং তার মৃত্যুর পর তারা উভয়ে তিন দিন পর্যন্ত কবর যিয়ারত করল। তৃতীয় দিন সেনাপতি ভাই কবর যিয়ারত করে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে কবরের মধ্যে প্রাচির ধ্বসে পড়ার আওয়াজ তার কানে আসল। আওয়াজ শুনে ভয়ে জড়সড় হয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ীতে চলে আসল। রাতে নিদ্রাঘোরে উক্ত ভাইকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল, ভাই ! কবরের মধ্যে ঐ শব্দটি কিসের শব্দ হয়েছিল। সে উত্তরে করল, ফেরেস্তা আমার নিকট জিজ্ঞাস করল, অমুক দিন এক অত্যাচারিত ব্যক্তি তোমার নিকট সাহায্যের প্রার্থনা করলে, তুমি তাকে সাহায্য কর নাই।' এই বলে আমাকে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুগুর দিয়ে প্রহার করে। ঐ শব্দ মুগুরের শব্দ ছিল। রাত্র প্রভাত হলে, সে তার ভাই সওদাগরকে ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবকে ডেকে বলে, এখন হতে আমি আর তোমাদের মধ্যে থাকতে চাই না। আর বাদশাহ্‌র সাহচর্য ও চাকুরীও আমার প্রয়োজন নাই। সে সেই সময় হতে পার্থিব জগতের ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করে খোদার এবাদত কার্যে নিমগ্ন থাকবে মানসে পাহাড়-জঙ্গলের পথ ধরে। তার মৃত্যু সময় উপনীত হলে, তার ভাই সওদাগর তার নিকট এসে বলে, হে ভাই! যদি তোমার মনে কোন প্রকার ওয়াসীয়ত-নসীহত করার আশা থাকে, তবে এখনই করে পেল। তখন সে উত্তর করে, আমার নিকট কোন ধন-সম্পদও নাই। আমার কারো নিকট ঋণও নাই, কিন্তু তোমার নিকট হতে আমি এই অঙ্গীকার নিতে চাই যে, আমার ভাইয়ের নিকট আমাকে দাফন করবে। আর কবরের উপর এই কথা লিখে দেবে, জীবনের সুখ-শান্তি ঐ ব্যক্তি উপভোগ করতে পারে না, যার অন্তরে মৃত্যুর ভয় নিশ্চিত হবে সে ভাববে আমাকে কবরে শায়িত করানো হবে' আর এতে তার বলে দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে। আর আমার মৃত্যুর পর একাধারে তিন দিন পর্যন্ত কবর যিয়ারত করবে। অতঃপর তার মৃত্যু হলে একাধারে তিন দিন পর্যন্ত সে কবর যিয়ারত করে। তৃতীয় দিন যিয়ারত অন্তে বাড়ি ফেরার ইচ্ছা করলে কবরের মধ্যে এমন একটি বিকট শব্দ শুনতে পেল যে, শব্দ শুনে সে জ্ঞানহারা হয়ে গেল। জ্ঞান ফিরে আসলে ভয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী এসে বিছানায় নিদ্রা গেল। রাতে স্বপ্নযোগে উক্ত ভাইকে দেখে জিজ্ঞাস করে, তোমার অবস্থা কি? ভাই উত্তরে বলল আমার অবস্থা খুব ভাল। তওবা করার কারণে আল্লাহ্ তা' আলা আমার সমস্ত গুনাহ মার্জনা করে দিয়েছেন। আমি আবার জিজ্ঞাস করলাম, আমার অপর ভাইয়ের অবস্থা কি? উত্তরে বলল? সে নেক্কার লোকদের সাথে খুব উচ্চ সম্মানের সাথে রয়েছে। আমি আবার জিজ্ঞাস করলাম, পরকালে আমার অবস্থা কি হবে? তখন সে উত্তর দিল, যে যেইরূপ আমল করে, সে সেইরূপ প্রতিদান পাবে। তোমার উচিৎ যে, সুযোগকে মূল্যবান মনে করে নেক আমল করা, সুযোগ হেলায় হারালে পরে অনুশোচনা করতে হয়।

রজনী প্রভাত হলে সে দুনিয়ার কাজ করা হতে সেইদিন হতে নিজেকে দূরে রেখে ইবাদতে নিয়োজিত রাখল। আর নিজের সমস্ত ধন-সম্পদ দীন-দরিদ্র ও গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করে দিল। তার ইন্তেকালের সময় ঘনে আসলে, তার ছেলে তার নিকট এসে বলল, হে পিতা। আমাকে কিছু নসীহত করে যান। পিতা উত্তরে বলল, আমার নিকট কোন ধন-সম্পদ, ও মাল-দৌলত নেই যে, আমি তোমাকে নসীহত করব। কিন্তু তোমার নিকট হতে এই অঙ্গীকার নিতে চাই যে,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তুমি আমাকে তোমার চাচাদ্বয়ের পার্শ্বে সমাধিস্থ করবে। আর আমার কবরের উপর লিখে দিবে যে, যাদের অন্তরে এই বিশ্বাস দৃঢ়রূপে বিদ্যমান রয়েছে যে, কবর আমাদের যৌবনকে মাটির সাথে মিশে দেবে, আমাদের মুখমন্ডল শরীরের সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পিষে বালুর কণায় পরিণত করবে, সে কখনও জীবনে সুখ-শান্তি আরাম-আয়াশ ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে থাকতে পারে না। আর তিন দিন পর্যন্ত একাধারে আমার কবর যেয়ারত করবে। পিতার অছিয়ত মোতাবেক যুবক ছেলে তিন দিন কবর হতে একটি ভয়ানক আওয়াজ শুনতে পেয়ে খুব চিন্তিত ও ব্যথিত হয়ে বাড়িতে আসল। রাতে পিতাকে স্বপ্নযোগে বলতে শুনেছে যে, তুমিও অনতিবিলম্বে আমাদের কাছে এসে পৌছবে। অতএব, পরকালের ভ্রমণের জন্য সম্বলের সংস্থান করার চেষ্টায় বিরত থাকা দুনিয়াদারীদের ন্যায় নিশ্চিন্ত থেক না। যে ঘরে তোমাকে থাকতে হবে সেই ঘরে থাকার জন্য পূর্ব হতেই প্রস্তুত থাক। নতুবা পরিণাম খুব ভয়াবহ হবে। পরে লজ্জা, আফসোস, অনুশোচনা করলে কোন কাজ হবে না। তাড়াতাড়ি কর; তাড়াতাড়ি কর বিলম্ব কর না।

বর্ণানাকারী বলেছেন, যে রাতে ছেলে এই স্বপ্ন দর্শন করেছিল, আমি সেইদিন ভোরবেলা তার নিকট গিয়েছিলাম। সে আমার নিকট স্বপ্নের সকল ঘটনা ও বৃত্তান্ত বর্ণনা করে বলল, আমার জীবনের আয়ুকাল হয়ত তিন মাস বা তিন দিন অবশিষ্ট আছে। কারণ পিতা আমাকে তিনবার তাগিদ করেছেন। তৃতীয় দিন বাড়ির সকল লোককে একত্র করে তাদের হতে বিদায় নিয়ে কিবলামুখী হয়ে কালেমায়ে শাহাদৎ পাঠ করে ইন্তেকাল করল।

কবরে মৃত ব্যক্তিদের অধিক উপকারী জিনিস ঃ

মানুষ ইহধাম ত্যাগ করে পরকালের যাত্রী হয়, তখন আর তার আমলনামায় কোন কিছু লেখা হয় না। আমলনামা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। তখন আর সে নেক কাজ করতে পারে না। তার সর্বদা আযাব হতে পরিত্রাণ পাবার নিমিত্ত দুনিয়ার কোন মানুষ তাদের জন্য কোন নেক আমল পাঠায় কিনা, তার অপেক্ষায় কেবল দিন গুনতে থাকে। আমরা খাওয়া-দাওয়ার প্রতি মুখাপেক্ষী থাকি। মৃত ব্যক্তি এর চেয়েও আমাদের দোয়া মোনাযাতের প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী থাকে। আমরা নামাজ পড়ে, রোজা রেখে, দান-ছদকা করে, মসজিদ নির্মাণ করে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে অথবা দোয়া দরূদ পাঠ করে মৃত ব্যক্তিদের নিকট পাঠালে, তারা যেমন তার পূর্ণ ছওয়াব প্রাপ্ত হয়, ঠিক তেমনি আমরাও তার পূর্ণ ছওয়াব পেয়ে থাকি। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ-

অর্থাৎ- পরবর্তী লোকেরা খোদার দরবারে প্রার্থনা করতে গেলে বলবে, হে আমাদের প্রভু; আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্ববতী মু'মীন ভাইদেরকে আপনার করুণার ছায়াতলে আশ্রয় দান করে মার্জনা করে দিন।

হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃত ব্যক্তিরা কবরে এমন মহাবিপদে কালাতিপাত করে, যেমন কোন ব্যক্তি নদীতে ডুবে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করে থাকে। মৃত ব্যক্তিরা তাদের মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বন্ধুর দোয়ার জন্য সর্বদা অপেক্ষা করতে থাকে। আর তাদের জন্য তারা এত বেশী খুশি হয় যে, পার্থিব জগতের সমগ্র বস্তু পেলেও এতখানি খুশি হয় না। যখন দুনিয়াবাসী তাদের জন্য দোয়া করে, তখন আল্লাহ তা'আলা পাহাড়সম দোয়া কবরবাসীদের নিকট পাঠিয়ে দেন। মৃত ব্যক্তিদের জন্য জীবিত ব্যক্তিদের উপঢৌকন হল তাদের জন্য খোদার দরবারে মাগফেরাৎ কামনা করা।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন, আমি হযরত রাসূলে আক্রাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে পরিবারে কোন ব্যক্তির ইন্তেকাল হয়, আর পরিবারের সদস্যগণ তার মাগফেরাতের নিমিত্তে যদি কোন দান- খয়রাত করে, তবে ঐ দান-খয়রাতের ছওয়াব হযরত জিব্রাইল (আঃ) নূরের খাঞ্চায় রেখে মৃত ব্যক্তির নিকট নিয়ে বলতে থাকে, ওহে! 'এই উপঢৌকন তোমার জন্য তোমার পরিবারের লোকেরা প্রেরণ করেছে, তুমি ইহা গ্রহণ কর'। সুতরাং জিব্রাইলের নিকট হতে উপঢৌকন পেয়ে খুশীতে আত্মহারা হয়ে যায়। আর মনের আনন্দে আশে পাশের মুর্দাগণকেও তার খুশীর কারণ জানিয়ে থাকে। অতএব, আশেপাশের যে সকল মুর্দাদের নিকট উপঢৌকন ও হাদিয়া পৌঁছে না, তারা মনে মনে তার উপঢৌকনের খবর পেয়ে খুব ব্যথিত ও চিন্তিত হয়।

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে রেওয়ায়াত আছে, রাসূলে আক্রাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের তরফ হতে হজ্জ আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তিকে দোযখ হতে পরিত্রাণ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দান করবেন। আর তাদের উভয়কে হজ্জের পূর্ণ ছওয়াব দান করা হবে। এতে বিন্দুমাত্র কম করা হবে না।

হযরত কাব (রাঃ) বলেছেন- যখন নেককার লোকদেরকে কবরে রাখা হয় তখন তার নেক আমল নামাজ,রোজা, হজ্জ ,জিহাদ, দান-খয়রাত তার নিকট এসে তাকে পাহারা দিতে থাকে। যখন আযাবের ফেরেস্তা পায়ের দিকে আসতে আরম্ভ করে, তখন বাঁধা দিয়ে বলতে থাকে, এখান থেকে চলে যাও। এদিকে তোমার পথ নেই। কারণ সে এ পদযুগল দ্বারা মসজিদে গিয়ে দন্ডায়মান হয়ে নামাজ আদায় করেছে। আর মাথার দিকে আসতে আরম্ভ করলে রোজা বাঁধা দিয়ে বলতে থাকে, এদিকে তোমার পথ নেই। কারণ সে এ দুনিয়ায় থেকে এক খোদার সন্তুষ্টি বিধানের নিমিত্তে পিপাসা, তৃষ্ণা ও বুভূক্ষের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছে। অতঃপর অন্য পথ ধরে আসতে আরম্ভ করলে, তখন হজ্জ ও জিহাদ বাঁধা দিয়া বলতে থাকে এখান হতে দূর হও। কারণ সে এ খোদার সন্তুষ্টির নিমিত্তে বহুত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে হজ্জ ও জিহাদ করেছে। অতএব, এদিকে তোমার পথ নেই। আবার যখন আযাবের ফেরেস্তা হস্তদ্বয়ের দিকে আসতে আরম্ভ করবে, তখন দান-খয়রাত ও সদ্‌কা বাঁধাদান করে বলতে থাকবে, এখান হতে বিতাড়িত হও। এ পথ দিয়ে তুমি কিছুতে যেতে পারবে না। কারণ এই হস্ত দ্বারাই সে ছদ্‌কা ও দান-খয়রাত করেছে। তারপর গায়েবী আওয়াজ হবে, ওহে! তোমাকে ধন্যবাদ, জীবিত থাকা কালেও তুমি নেককার ছিলে, আর মৃত্যুর পরও তুমি নেক্‌কার রয়েছ। অতঃপর রহমতের ফেরেস্তাগণ বেহেস্ত হতে বিছানা এনে কবরে বিছিয়ে দেবে। দৃষ্টির শেষ পর্যন্ত তার কবর প্রশস্ত করা হবে। বেহেস্ত হতে নূরের প্রদীপ এনে কবরকে জ্যোতির্ময় করার নিমিত্তে ঝুলে দেবে। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, কবরে বেহেস্তের দিকে একটি দরওয়াজা খুলে দেয়া হবে, যেন মৃত ব্যক্তি বেহেস্ত অবলোকন করতে ও তার সুঘ্রাণ নিতে পারে। অবশেষে নেক আমল বলবে, তুমি দুনিয়ায় থেকে আমার জন্য খুব দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছ, আজ হতে বেহেস্তে পৌছা পর্যন্ত আমরা তোমার সাথে অবস্থান করব।

হযরত ইবনে আব্বাস(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সা'দ বিন উবাদ (রাঃ) সফরে থাকাকালে তার মাতা ইন্তেকাল করলে, তিনি দেশে এসে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ছফর অবস্থায় আমার মাতা ছাবেবানী ইন্তেকাল করেছেন। সুতরাং আমি যদি তার মাগফেরাতের জন্য সর্দকা দান-খয়রাত করি, তবে তিনি কি তার ছওয়াব পাবেন?

 www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম উত্তর করলেন, নিশ্চয়ই পাবে। সা'দ বলল, হুজুর ! আপনি সাক্ষী থাকুন আমার অমুক বাসনখানা মাতার রুহের মাগফেরাতের নিমিত্তে দান করলাম। অন্য এক রেওয়ায়েত আছে, সা'দ (রাঃ) জিজ্ঞাস করল, ' ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন প্রকার বস্তু সদকা দান-খয়রাত করা ভাল'। হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন,'পানি'। সা'দ লোকের দ্বারা পানির কূপ খনন করে খোদার রাস্তায় দান করে বললেন, হে খোদা ! এ কূপ সা'দের মাতার তরফ হতে দান করা হল।

আবু কালাবা (রাঃ) বলেছেন, আমি সিরিয়া হতে বসরায় আসার পর গোছল করি এরপর একটি কবরের নিকটে দন্ডায়মান হয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়ে উক্ত কবরস্থানের মৃত ব্যক্তিদের রুহের উপর দান করে একটি কবরের সাথে হেলান দিয়ে নিদ্রা গেলাম। স্বপ্নে আমাকে এক মৃত ব্যক্তি বলল, 'তুমি আজ আমাদেরকে কষ্ট দিয়েছ। তোমরা আমল কর সত্য, কিন্তু তার ছওয়াব সম্পর্কে তোমরা অবহিত নও। তার ছওয়াব সম্পর্কে আমরা বেশ ভালরূপে অবহিত। কিন্তু কাজ হবে কি আমরা আমল করতে পারিনা। তুমি আমাদের জন্য দুনিয়ার সকল বস্তুর চেয়ে অতি উত্তম দোয়া করেছ। অতঃপর মৃত ব্যক্তি বলল, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াবাসীকে খোশ-খেয়ালিতে রাখুন। কারণ তাদের দোয়ার দরুন আমরা পাহাড়সম নূর পেয়ে থাকি। তুমি তাদেরকে আমাদের ছালাম জানাবে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদুরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন মু'মীনদের আমলনামায় পাহাড়সম নেকরাশি দেখে অবাক হয়ে বলবে, দুনিয়ায় আমরা এত নেকি করিনি। এই নেকরাশি কোথায় হতে এসে আমাদের আমলমনামায় স্থান পেল? তখন গায়েবী আওয়াজে বলা হবে, ওহে! তোমার জন্য দুনিয়া থেকে মাগফেরাত কামনা করে, যে সকল নেককার্য পাঠিয়েছে, ইহা তাই।

হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) বলেছেন, নেককার বান্দাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বেহেস্তের সম্মান ও পদমর্যাদা দান করবেন। তারা নিজেদের মর্যাদা অবলোকন করে আর্শ্চয হয়ে বলবে, হে পরওয়ারদেগার! এইসব পদমর্যাদা ও সম্মান আমরা কি করে পেলাম ? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমাদের সন্তানদের পক্ষ হতে তোমাদের জন্য মাগফেরাত কামনা ও দোয়ার বদৌলতেই তোমাদের এই মান-সম্মান ও পদমর্যাদা হয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মৃতের জন্য সাতটি উপকারী জিনিস ঃ

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, মু'মীনদের ইন্তেকাল হলে তাদের আমলানামা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু সাত কাজের ছওয়াব মৃত্যুর পরেও পেয়ে থাকে।

১। যে ব্যক্তি অন্য কাউকে দ্বীনি ইল্ম শিক্ষা দিয়েছে,তার ছওয়াব সর্বদা তার আমলনামায় লেখা হয়ে থাকবে, যত সময় পর্যন্ত তা দুনিয়ায় প্রচলিত থাকবে।

২। নেক্কার সন্তান- সন্ততি তার জন্য মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করলে, তার ছওয়াব পেতে থাকবে।

৩। যদি কোরআন শরীফ রেখে যায়।

৪। যদি মসজিদ নির্মাণ করে থাকে।

৫। মোসাফিরদের সুবিধার্থে মোসাফিরখানা তৈরি করে থাকলে।

৬। আর যদি নিজের জীবনে কোন বস্তু ছদ্কা বা দান করে যায়, তা যত দিন পর্যন্ত বহাল থাকবে ততদিন ধরে তার ছওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকবে।

হযরত আবূ সাইদ খুদুরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে যদি কিছু কোরআন শিক্ষা দেয়, অথবা কিছু সংখ্যক দ্বীনি মাছয়ালা-মাছায়েল শিক্ষা দেয়, তবে কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তার ছওয়াব বৃদ্ধি করতে করতে পাহাড়সম করে তুলবেন। হাজ্জাজ বিন দীনার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, নেকের পরে নেক হল যখন তোমরা নামাজ পড়বে, তখন তাদের জন্যও (মুর্দাদের) পড়বে। যখন রোজা রাখবে, তখন তাদের জন্যও রাখবে, আর যখন ছদকা দেবে তখন তাদের জন্যও দিও। অর্থাৎ নফল নামায, রোযা, সদকার সওয়াব মৃত ব্যক্তিদেরকে দান করলে তারাও পাবে কিন্তু তোমাদের বেলায় সওয়াব কম হবে বলে ধারণা ও কর না। উভয়ই এক সমান পাবে।

বাশার বিন গালিব বলেছেন, আমি রাবেয়ার জন্য প্রায়ই খোদার দরবারে দোয়া করতাম। একবার সে আমাকে একদিন স্বপ্নে বলল, হে বাশার । তোমার উপঢৌকন আমাদের নিকট নূরের খাঞ্চায় রেখে আসা হয়। আর উক্ত খাঞ্চার উপর একখানা রেশমী রুমাল থাকে। আমি বললাম, এমন শান-শওকতের সাথে তোমাদের নিকট পৌছান হয়? সে উত্তর করল, 'হ্যাঁ মু'মিনদের দোয়া মুরদারের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জন্য কবুল হলে এইভাবে নূরের খাঞ্চায় রেখে রেশমী রুমাল দ্বারা ঢেকে মৃত ব্যক্তির নিকট নিয়ে বলে, অমুক ব্যক্তি তোমার জন্য এই উপঢৌকন পাঠিয়েছে'।

মালেক বিন দীনার (রাঃ) বলেছেন, আমি জুম'আর রাতে কবরস্থানে গিয়ে বিদ্যুৎ ঝলসাতে দেখে মনে মনে ধারণা করলাম যে, আল্লাহ তা'আলা কবরবাসীকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন গায়েবী আওয়াজ আসল, হে মালেক, এটা মুসলমানদের প্রেরিত কবরবাসীদের উপঢৌকন। আমি বললাম, তোমাকে খোদার শপথ দিয়ে বলছি, এই উপঢৌকন কি রকম আমাকে জানাও। উত্তর হল, একজন মু'মিন ওজু করে দুই রাকাত নামাজ, প্রথম রাকআতে সূরা ফাতেহার পর সূরা 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন' আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাছ পাঠ করে নামাজ পড়ে খোদার দরবারে প্রার্থনা করে বলে, আয় আল্লাহ ! এটার ছওয়াব আমি এই কবরস্থানের মুসলমান ভাইদেরকে বখশীশ করছি। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিকট নূর প্রেরণ করেছেন। এবং আমাদের কবরকে দীর্ঘকায় প্রশস্ত করে দিয়েছেন। মালেক বললেন, এই ঘটনার পর হতে আমি সর্বদা জুময়ার রাতে দুই রাকাত নামাজ পড়ে মুরদারদেরকে বখশীশ করে থাকি। সুতরাং আমি একদিন হযরত রাসূলে করীমকে সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখলাম, তিনি আমাকে বললেন, হে মালেক! তুমি আমার উম্মতের জন্য যে পরিমাণ নূরের উপঢৌকন পাঠালে, তোমাকে আল্লাহ তা'আলা সেই পরিমাণ মাগফেরাত করে ছওয়াব দান করেছেন। আর তোমার জন্য বেহেস্তে একটি স্থান নির্মাণ করেছেন, যার নাম হইল মুনীফ।

হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, আমার উম্মতের জন্য সর্বদা উপঢৌকন পাঠাতে থাক। আমি জিজ্ঞাস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! কি উপঢৌকন পাঠাব? হুজুর উত্তর করলেন, মু'মিনদের রূহ জুময়ার দিন আসমান হতে দুনিয়ায় এসে নিজের ঘরের সম্মুখে দন্ডায়মান হয়ে খুব চিন্তিত অবস্থায় ডেকে বলতে থাকে, হে আমার পরিবারবর্গ। হে আমার বংশীয় ভ্রাতৃবৃন্দ! হে আমার পাড়া প্রতিবেশী! দয়া করে আমাকে কিছু দান কর। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে রহমত করবেন। আমাদেরকে ভুলে গেলে কেন? একটু আমাদের স্মরণ কর। আমরা কয়েদখানায় গ্রেফতার আছি। আমরা খুবই চিন্তিত ও দুঃখিত। আমাদের প্রতি একটু দয়া কর। আল্লাহ তোমাদেরকে দয়া করবেন। তোমরা তোমাদের দু'আ প্রার্থনা, দান-খয়রাত, তাসবীহ-তাহ্লীল বন্ধ রেখ না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হয়ত আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে আমাদের ন্যায় করার পূর্বে আমাদের প্রতি দোয়া, দান-খয়রাতের উছিলায় রহমত করবে। হায় আফসোস! হায় লজ্জা! হে খোদার বান্দারা! আমাদের কথা একটু অন্তর দিয়ে শ্রবণ কর। আমাদেরকে ভুলে যেও না। তোমরা কি জান, এই স্থান আজ তোমাদের করতলগত। কিন্তু গতকল্য তা আমাদের করতলগত ছিল। তখন আমরা খোদার পথে কিছুই দান করতাম না। অতএব আমাদের সেই ধন-দৌলতই আমাদের জন্য মহাবিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে অন্যান্য লোকেরা তা হতে উপকৃত হয়েছে। এখন তার হিসাব-নিকাশ আমাদের দিতে হচ্ছে। আর আমরা তার জন্য আযাব ভোগ করতেছি। হুজুর আবার বললেন, প্রত্যেক রূহ হাজার বার করে ডেকে বলতে থাকে, 'ওহে,! আমাদের নামে টাকা পয়সা দান করে খাদ্যদ্রব্য ও রুটির একখন্ড টুকরা দান করে আমাদের প্রতি একটু করুণা প্রদর্শন কর।' আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেছেন, এই হাদীস বর্ণনা করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম - ও অশ্রু ঝড়ালেন আর আমাদের চক্ষু দিয়েও অশ্রুর জলস্রোত বয়ে গেল।

(আহ্ছানুল মুবাররাত)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, মৃত ব্যক্তিদের উপর প্রথম দিন ও প্রথম রাতের চেয়েও কঠিন বিপদ আসবে। তোমরা দান- খয়রাত দিয়ে তোমাদের মৃত ব্যক্তির প্রতি দয়ার্দ্রতা দেখাও। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের যদি ছদকা দেবার কিছু না থাকে তখন কি করব? হুজুর উত্তরে বলেন, তোমরা দুই রাকাত প্রত্যেক রাকাতে ছুরা ফাতেহার পর আয়াতুল কুরছী, ছুরা আল্ হা'কু-মুত্তাকাছুর এক- এক বার আর ছুরা এখলাছ এগার বার পাঠ করে নামাজ শেষ করে সতেরো বার আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে তার সওয়াব মুরদারের নামে প্রেরণ করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা ঐ মৃত ব্যক্তির নিকট সতেরজন ফেরেস্তাকে পোশাক ও উপঢৌকনসহ পাঠিয়ে দেবে আর তার কবর প্রশস্ত করে বেহেস্তের নূরানী আলোক দ্বারা জ্যোতির্ময় করে তুলবেন। (আহ্ছানুল মুবার্‌রাত কৃত শায়খ আহম্মদ মক্কী)

হেকায়েত ঃ ছালেহ মরোজীর উদ্ধৃতি দিয়ে আব্দুল ওহাব শা'রানী লিখেন, ছালেহ মরোজী বলেছেন, আমি একদিন জুম'আর রাতে খুব প্রত্যুষে জামে মসজিদে ফরজ নামাজ পড়বার নিমিত্ত গিয়ে সেখানে বসে দুই রাকাত ছুন্নাত নামাজ আদায় করে একটি কবরের সাথে ঠেস দিয়ে জামাতের অপেক্ষায় বসে ছিলাম। ইতিমধ্যে বসা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অবস্থাই আমার চোখে নিদ্রা আসল। আমি নিদ্রায় স্বপ্নে দেখলাম যে, কবরস্থানের সকল মুরাদগণ একত্র হয়ে পরস্পরে কথাবার্তা বলছে। তাদের মধ্যে একজন যুবক অপরিস্কার পোশাক পরে খুব চিন্তিত অবস্থায় বসে রয়েছে। কিছুক্ষন পর দেখলাম অনেকগুলো খাঞ্চা রুমাল দ্বারা ঢাকা অবস্থায় তাদের সম্মুখে অবতীর্ণ হল। প্রত্যেক মৃত ব্যক্তি এক- এক খাঞ্চা নিয়ে নিজ নিজ কবরে প্রবেশ করল। কিন্তু ঐ যুবকটিকে চিন্তিত অবস্থায় বসা দেখে আমি জিজ্ঞাস করলাম, ওহে তুমি চিন্তিত কেন? এই খাঞ্চাগুলি কিসের খাঞ্চা? যুবকটি উত্তরে বলল 'তুমি কি খাঞ্চাগুলি দেখতে পেয়েছ? আমি উত্তর করলাম 'জ্বি-হ্যাঁ, দেখতে পেয়েছি'। যুবকটি উত্তর দিল 'ঐ খাঞ্চাগুলি জীবিত লোকেরা মৃতদের জন্য পাঠিয়েছে, তার ভিতর তাদের ঐ সকল দান-খয়রাত ও দোয়া রয়েছে যা তারা জুমুয়ার রাতে তাদের জন্য পাঠিয়েছে। আমি সনদ অধিবাসী, আমাকে নিয়ে আমার মাতা হজ্ব করতে রওয়ানা হলে যখন বসরা দেশে পৌছি, তখন সেখানে আমার ইন্তেকাল হল। আমার মায়ের আমার ইন্তেকালের পর অন্যত্র বিবাহ হয়েছে। ফলে সে আমাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে। আমার জন্য দান-খয়রাত দেয় না। আর একটু দোয়া ও করে না। এইজন্য আমি চিন্তিত। কারণ মা ব্যতীত আমার আর কোন আত্মীয়- স্বজন নাই যে, তারা আমাকে দোয়ার মাধ্যমে স্মরণ করবে।

আমি জিজ্ঞাস করলাম, তোমার মা কোথায় থাকেন? সে আমাকে তার মায়ের ঠিকানা বলে দিল, আমি ফজরের নামায শেষ করে লোকের নিকট জিজ্ঞাস করতে করতে সেখানে গেলাম। অনুমতি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে জিজ্ঞাস করলাম, আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত করুক। তোমার কি কোন ছেলে আছে? তখন রমণীটি উত্তর করল, না, আমার কোন ছেলে নাই! আমি আবার বললাম, পূর্বে কোন ছেলে ছিল? আমার এই কথা শুনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, এক ছেলে ছিল, সে মারা গেছে। সুতরাং তখন আমি সমস্ত ঘটনা বর্ণানা করলাম! সে আমার কথা শুনে খুবই ক্রন্দন করে বলল, 'হে সালেহ! সে আমার ছেলে, আমার কলিজার টুকরা, নয়নের মণি ছিল। তোমাকে আল্লাহ তা'আলা এখানে আসবার তাওফিক দিয়েছেন। এই এক হাজার দীরহাম নিয়ে আমার ছেলের তরফ হতে তুমি সকলকে দান করে দাও। আর আমি তোমাকে সাক্ষী রেখে খোদার শপথ করে বললাম, জীবনভর আমি তার নামে দান-খয়রাত দিয়ে, আর দোয়া করে তাকে স্মরণ করতে থাকব। আমি কখনও আর তাকে ভুলব না'! ছালেহ বললেন, 'আমি ঐ দিরহাম 'এনে তার নামে দান করে দিলাম'।

(আহছানুল মোবাররাত কৃত শায়খ আহম্মদ মক্কী)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেণ যে, আমার উম্মাতের প্রতি আল্লাহ তা'আলা রহমত নাযেল করেছেন যে, তারা গুনাহ নিয়ে কবরে প্রবেশ করে থাকে, আর তারা আত্মীয়- স্বজন ও মুসলমানদের মাগফেরাত কামনা ও দোয়ার কারণে কেয়ামতের দিন গুনাহ হতে পবিত্র হয়ে কবর হতে উঠবে।

হেকায়েত ঃ ইমাম ইয়াফী ইয়ামনী (রাঃ) তৎকালীন যুগে একজন বিরাট আলেম ও বিখ্যাত ওলী আল্লাহ ছিলেন। তিনি তদীয় 'রওজুর রায়্যাহীন' কিতবে লিখেন- বাহীয়াহ নাম্নী একজন রমণী নিতান্ত পরহেজগার মোত্তাকী ছিল। সেই মহিলা মৃত্যুর সময় আসমানের দিকে চেয়ে বলল, 'খোদা! তুমি আমার ভরসা , মৃত্যুর পরও তোমার প্রতি আমার ভরসা, এই সময় আমাকে লজ্জিত কর না। কবরে আমাকে শাস্তি দিও না। তার ইন্তেকাল হলে তার ছেলে সর্বদা জুমুয়ার রাতে ও জুমুয়ার দিনে মাতার কবরের নিকট গিয়ে কোরআন তেলাওয়াত করত দোয়া এস্তেগফার করে ছওয়াব তার মাতা ও অন্যান্য রূহের প্রতি বখশিশ করে দিত।

ছেলে বলতেন--আমি আমার মাতাকে স্বপ্নে ছালাম করে জিজ্ঞাস করলাম, 'মা, আপনি কি অবস্থায় আছেন? উত্তর করল, মৃত্যুর জ্বালা-যন্ত্রণা বড় কঠিন। আমার কবরে ফুল বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। উত্তম রেশমী কাপড় ও বালিশ আমার কবরে দেয়া হয়েছে। এটা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। অতঃপর আমি জিজ্ঞাস করি, মা! আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি? উত্তর করল, 'হ্যাঁ আমার যিয়ারৎ কখনও পরিত্যাগ করবে না, আমার জন্য কোরআন তেলাওয়াত ও দোয়া এস্তেগফার যা তুমি করে থাক, এটা কখনো পরিত্যাগ করবে না। তোমার যিয়ারতে আমি খুবই সন্তুষ্ট হই। যখন তুমি যেয়ারত করতে আস, তখন অন্যান্য মুরদারেরা বলতে থাকে, হে বাহিয়াহ ! তোমার ছেলে আসছে, তার আগমন আমাদের জন্য মুবারক। আমি একবার স্বপ্নে দেখেছি যে, একদল মৃত ব্যক্তি আমার নিকট আসছে। আমি তাদের নিকট জিজ্ঞাস করি., তোমরা কে? উত্তর করল, আমরা কবর স্থানের মুরদার ,তোমাকে ধন্যবাদ দেবার জন্য আসছি। তোমার নিকট আমাদের অনুরোধ এই যে, আমাদের জন্য সর্বদা দোয়া করবে।

হেকায়েত ঃ বিখ্যাত অলি মালেক বিন দীনার (রাঃ) বললেন, আমি আমার প্রথম জীবনে ট্যাক্স আদায়ের কাজে নিযুক্ত ছিলাম। আর আমি খুব বেশি পরিমাণে মদ্য পান করতাম। আমার বিবাহের পর একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করলে মেয়েটির জন্য

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

অন্তরে গভীর ভালবাসা সৃষ্টি হল। আমি মদ্য পান করার সময় যখন মদ্য পেয়ালায় ঢালি, তখন সে পেয়ালা নড়াচড়া দিয়ে আমার পানীয় দ্রব্য মাটিতে ফেলে দিত। মেয়েটির দুই বৎসর বয়সে মৃত্যু হলে আমি খুব মর্মাহত হয়েছিলাম। একদিন জুমুয়ার দিনে শবেবরাতে মদ্যপান করে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লাম? রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, কেয়ামত কায়েম হয়ে গেছে সকল মৃত ব্যক্তিগণ কবর হতে উত্থিত হয়ে হাশরের ময়দানে জমায়েত হচ্ছে, আমিও তাদের মধ্যে একজন! হঠাৎ দেখতে পেলাম, একটি বিরাট সর্প মুখ হ্যাঁ করে আমাকে দংশনের নিমিত্ত আমার দিকে দৌড়ে আসছে। আমি দিশাহারা হয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে বহুদূর গিয়ে একজন বৃদ্ধ লোক পেলাম। তার পরিধানে উত্তম বস্ত্র, শরীর হতে আতর গোলাপের সুঘ্রান আসছে। বৃদ্ধকে আমি ছালাম করে সাহায্যের প্রার্থনা করলে বৃদ্ধ উত্তর করল, আমি দুর্বল তাকে বারণ করার শক্তি আমার নাই। আমি আবার দৌড়ে হাশরের ময়দানে একটি টিলার উপরে উঠে দেখি, সেখানে হাজার ক্রোশ স্থান জুড়ে আগুন জ্বলছে। দিশাহারা হয়ে তার মধ্যে পতিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিলাম। সেখান হতে আবার অন্যদিকে দৌড়াতে লাগলাম, আর সর্পটিও আমার পেছনে পেছনে আমাকে ধাওয়া করে দৌড়াচ্ছে। আবার সেই বৃদ্ধের সাথে সাক্ষাৎ হলে বৃদ্ধ বলল, এই পাহাড়ের দিকে যাও। সেখানে মুসলমানদের অনেক আমানত রয়েছে, যদি তোমাদের কোন আমনত থেকে থাকে, তবে অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবে। আমি বৃদ্ধের পরামর্শ মত দৌড়ে পাহাড়ের নিকট গিয়ে দেখি, সেখানে অনেক দালান-কোঠা রয়েছে। প্রত্যেক দরজায় স্বর্ণের কপাঠ লাগনো আছে। তার উপর ইয়াকুত ও মূর্তি খচিত করা হয়েছে। আবার রেশমের কাপড়ের পর্দা ঝুলান হয়েছে, একজন ফেরেস্তা বলল, পর্দা তুলে দাও। কপাট খুলে ফেল, হয়ত এই বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির কোন আমানত তার মধ্যে রয়েছে। তারা তাকে সাহায্য করে দুশমনের হাত হতে রক্ষা করবে। ফেরেস্তার এ কথা বলার সাথে সাথে, সমগ্র পর্দা উঠে দরজা খুলে দেওয়া হল। আমি ভিতরে প্রবেশ করলে অনেক শিশু আমার নিকট আসল। তাদের চেহারা উজ্জ্বল চন্দ্রিমার আভায় সমুজ্জ্বল। সর্পটিও আমার নিকট এসে আমাকে দংশন করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। ইত্যবসরে একটি ছেলে বলল ওহে শিশুর দল! তোমরা চলে আস। শিশুর দল কথার সাথে সাথে দলে দলে আমার নিকট আসতে লাগল। তাদের সাথে আমার মৃত মেয়েটিও ছিল। দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। আর তার বাম হাত দ্বারা আমার ডান হাত ধরে, তার ডানহাতে সর্পটিকে ধরার জন্য বাড়িয়ে দেয়া মাত্রই সর্পটি দৌড়ে চক্ষের অন্তরালে চলে গেল।

অতঃপর মেয়েটি আমাকে বসিয়ে আমার ক্রোড়ের উপর উপবিষ্ট হয়ে শিশুসুলভ আচরণের ন্যায় আমার দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে বলতে লাগল–

الم يان الذين امنوا ان تخشع قلونهم لذكر الله وما نزل من الحق-

অর্থাৎ, খোদার তরফ হতে যে সত্য বাণী এসেছে এবং খোদার স্মরণে মু'মীনদের অন্তর ভয়ে কম্পিত হওয়ার সময়টি এখনও হয় নাই।

অতঃপর তার নিকট আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আমার কলিজার টুকরা! (মেয়ে) এই সর্পটি কি?' উত্তর দিল, 'ইহা আপনার বদ আমল। আপনাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে চায়।' আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঐ বৃদ্ধ লোকটি কে যার সাথে পথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে?' উত্তরে মেয়েটি বলল, ঐ বৃদ্ধ লোক আপনার নেক আমল। যাকে আপনি দুর্বল করেছেন। সে আপনার বদ-আমলকে বিদূরীত করতে পারে না। কারণ সে দুর্বল।' আবার জিজ্ঞাস করলাম, 'তোমরা সকলে এই পাহাড়ে কি কাজ করছ?' উত্তরে সে বলল 'আমরা সব মুসলমানদের সন্তান। কিয়ামত পর্যন্ত আমরা এখানে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকব। যখন আপনারা আমাদের নিকট আসবেন, তখন আপনাদের জন্য আমরা শাফায়াৎকারী নিযুক্ত হব।' মালেক (বর্ণনাকারী) বলেছেন, 'আমি স্বপ্ন দর্শন অন্তে নিদ্রা হতে উঠে সমস্ত গুনাহর কাজ হতে তওবা করে খোদার কাজে মনোনিবেশ করলাম।'

ইমাম ইয়াফী (রাঃ) লিখেছেন যে, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মানুষের দাফনের সাথে তাদের আমলও দাফন করা হয়। অতএব আমল যদি নেক হয়, তবে মৃত ব্যক্তিকে শান্তির উপকরণ সংস্থান করে দেয়। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সাথে অবস্থান করতে থাকে, তাকে (বেহেস্তের) সুসংবাদ প্রদান করে, কবরকে প্রশস্ত ও নুরানী আলোক দ্বারা জ্যোতির্ময় করে তুলে, কবরকে ভয়-ভীতি ও আযাব হতে তাকে প্রহরীর ন্যায় কাজ দিয়ে থাকে। আর যদি বদ-আমল হয়, তবে মৃত ব্যক্তিকে আযাবের মধ্যে নিপতিত করে দেয়। অর্থাৎ কবরকে সঙ্কুচিত ও অন্ধকারময় করে, তার উপর মহাবিপদের পাহাড় এসে পড়ে।

ফায়দা ঃ 'রওজুর রায়্যাহীন' কিতাবে লিখেছেন, মুফ্তী শায়খ আজীজ উদ্দীন মৃত ব্যক্তির রূহের উপর তার আত্মীয়-স্বজনের নেক কাজের সওয়াব পৌছার ব্যাপারে হাদীসের বিপরীত মতবাদ পোষণ করতেন। তিনি বলতেন, কুরআন পাঠ করে তার ছওয়াব মৃত ব্যক্তির রূহের উপর বখশিশ করলে তা মৃত ব্যক্তিদের নিকট পৌছে না। তার ইন্তেকালের পর এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাস করল, যদি কোন

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ব্যক্তি কোরআন শরীফ পাঠ করে মৃত ব্যক্তিদের রূহের প্রতি বখ্‌শিশ করে, তবে কি তাদের রূহে পৌঁছে? তিনি উত্তর করলেন, আফছুছ হাজারও আফছুছ। আমার ধারণা ও মতবাদ ভুল ছিল। এখানে তো তার বিপরীত অবস্থা মৃত ব্যক্তিগণ পূর্ণরূপে ছওয়াব পেয়ে থাকেন।

ফায়দা ঃ আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের মতবাদ হল এই যে, মৃত ব্যক্তিদের আত্মাদেরকে যখন আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম হয়, তখন ইল্লীনে অথবা ছিজ্জীনে রাখা হয়। কখনও কখনও বিশেষ করে জুম্‌য়ার দিনে জুম্‌য়ার রাতে কবরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তারা কবরে বসে কথাবার্তা বলতে থাকে, এই সময় যদি তারা শাস্তির যোগ্য হয়, তবে শাস্তি দিয়ে থাকে, আর শান্তি পাওয়ার যোগ্য হলে, শান্তি প্রদান করা হয়। কিন্তু এই উভয় সময় মু'মীনদের উপর কোন প্রকার আযাব হয় না।

(রওজুর রায়্যাহীন)

ফায়দা ঃ উলামায়ে কিরামদের সম্মিলিত মত হল এই যে, নেক কাজের সওয়াব যদি মৃত ব্যক্তিদের রূহের উপর বখশিশ করা হয়, তবে তারা উক্ত সওয়াব পেয়ে থাকে। রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম সর্বদা কবরস্থানে গিয়ে দোয়া ও মাগফেরাত কামনা করতেন। আর তিনি উম্মদেরকে কবর যিয়ারত ও মাগফেরাত কামনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যে যুগ হতে কোটি কোটি মুসলমানের এই তরিকা প্রচলিত হয়ে আসছে, তার উপর সমগ্র উম্মতের ইজ্‌মা হয়ে গিয়েছে।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কবরস্থানে গিয়ে ছুরায়ে ফাতিহা, ছুরায়ে এখলাছ, ছুরায়ে আল-হাকুমুত্তকাছুর পাঠ করে তার ছওয়াব কবরস্থানের মৃত নর-নারীর রূহের উপর বখ্‌শীষ করে দিবে, তবে এই সকল মৃতলোক তার জন্য খোদার দরবারে সুপারিশ করবে। মদীনা শরীফে আনছারগণ কোন ব্যক্তির ইন্তেকাল হলে তার কবরস্থানে গিয়ে সকলে কোরআন শরীফ পাঠ করতেন। এ সম্পর্কে বহু হাদীসের প্রমাণ রয়েছে। ইতিপূর্বে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা অস্বীকার কারীদের মোকাবিলার জন্য যথেষ্ট। অর্থাৎ- ভ্রান্ত আক্বিদা পোষণ কারীদের জন্য এ দলীল গুলোই যথেষ্ট।

কবর যিয়ারত ঃ

কবর যিয়ারত করা সুন্নত। প্রতি সপ্তাহে একদিন যিয়ারত করা চাই। শুক্রবার, বৃহস্পতি, শনি ও সোমবার যিয়ারত করা উত্তম। সবচেয়ে উত্তম

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হচ্ছে জুমার দিন সকাল বেলা। আওলিয়া কিরামের মাযার সমূহে সফর করতে যাওয়া জায়েজ্। আওলিয়া কিরাম তাঁদের যিয়ারতকারীদের উপকার করেন।

মাস্‌আলাঃ মহিলাদেরকে কবর যিয়ারত থেকে বাধাঁ দানের মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

(ফত্‌ওয়ায়ে রেজভীয়া, বাহার)

কবর যিয়ারতের নিয়ম ঃ

পায়ের দিক থেকে গিয়ে মৃত ব্যক্তির মুখের সামনে দাঁড়াবে এবং দোয়াটি পড়বে।

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ دَارِ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ اَنْتُمْ لَنَاسَلَفٌ وَاِنَّا اِنْشَاءَاللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ- نَسْئَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ وَالْمُسْتَاخِرِيْنَ- اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْاَرْوَاحِ الْفَانِيَةِ وَالْاَجْسَادِ الْبَالِيَةِ وَالْعِظَامِ النَّخِرَةِ ادخل هٰذِهِ الْقُبُوْرِ مِنْكَ اَرْوَاحًا وَرَيْحَانًا وَمِنَّا تَحِيَّةً وَسَلاَمًا-

উচ্চারণঃ আস্‌সালামু আলাইকুম আহ্‌লা-দ দারি কাওমিম মু'মিনীন আনতুম লানা সালাফুন ওয়া ইন্না ইনশা আল্লাহু বিকুম লাহিকুন, নাসআলুল্লাহা লানা ওয়ালাকুমুল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ইয়ারাহামুল্লাহুল মুস্তাকদিমীন ওয়াল মুস্তাখিরীন আল্লাহুম্মা রাব্বাল আরওয়াহিল ফানিয়াহ্ ওয়াল আজছাদিল বালিয়া ওয়াল আজমিন নাখরা আদখিল হাযিহিল কুবূরা মিনকা আরওয়াহান ওয়া রায়হানান ওয়ামিন্না তাহিয়্যাতান ওয়াসালামান।

মাসআলা ঃ কারো যদি উপরোক্ত দোয়াটি মুখস্থ না থাকে তাহলে শুধু "আস-সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর মিনাল মুসলিমিনা ওয়াল মুসলিমাত اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَااَهْلَ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ বলে কবরের পার্শ্বে দাঁড়াবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এর পর সুরা ফাতেহা পাঠ করবে এবং বসতে চাইলে এতটুকু দুরত্বে বসবে, যে পরিমাণ দুরত্বে ওনার জিন্দেগীতে ওনার পাশে বসা হতো।

(রদ্দুল মুখতার)

মাস্‌আলা ঃ মৃত ব্যক্তির মাথার দিক দিয়ে আসবে না। সেটা মৃত ব্যক্তির কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ তখন মৃত ব্যক্তিকে ঘাড় ফিরায়ে দেখতে হয়। (রদ্দুল মুখতার ও বাহার)

মাস্‌আলাঃ কবরস্থানে গেলে আলহামদু শরীফ الم থেকে مفلحون পর্যন্ত, আয়াতুল কুরসী, امن الرسول থেকে শেষ পর্যন্ত, সূরা ইয়াসীন এবং সুরা তাকাছুর তিনবার পাঠ করবে এবং এ সবের সওয়াব মৃতব্যক্তির রূহে পৌঁছাবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, এগার বার সূরা ইখলাস পড়ে এর সওয়াব মৃতদেরকে পৌঁছাবে, সে মৃতদের সংখ্যা বরাবর সওয়াব লাভ করবে।

মাসআলা ঃ যদি কারো এ নিয়ম জানা না থাকে তাহলে সে এক বার/ তিন বার সূরা ফাতিহা এবং তিনবার/ নয়বার সূরা ইখলাছ এবং কায়েকবার দরূদ শরীফ পড়ে মরহুমের উপর ছওয়াব পৌঁছাবে।

পরিশেষে উভয়হাত সিনা পর্যন্ত উত্তোলন করে আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করবে।

(গুলজারে শরীয়ত)

ইসালে সওয়াব ঃ

নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, সদকা, খয়রাত এবং সব রকমের ইবাদত, নেক আমল, ফরয ও নফলের সওয়াব মৃতদের জন্য পৌঁছানো যায়। ওদের সবার কাছে এ সওয়াব পৌঁছানোকারীদের সওয়াবের মধ্যে কোন কমতি হবে না। খোদার রহমতে এটা আশা করা যায় যে, সবার পূর্ণ সওয়াব অর্জিত হবে। এ রকম নয় যে, সেই সওয়াব ভাগাভাগি হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। (শরহে আকাঈদ, হেদায়া, আলমগীরী, রদ্দুল মুখতার) বরং আশা করা যায় যে, সেই সওয়াব পৌঁছানোকারীগণ ওসব সওয়াব প্রাপ্ত মৃতদের সমষ্টির

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বরাবর সওয়াব পাবে। যেমন কেহ কোন নেক কাজ করলো, তার সওয়াব হল কমপক্ষে দশ। সে এর সওয়াব দশজন মৃতব্যক্তিকে পৌঁছালো, তাহলে প্রত্যেকে দশ দশ লাভ করবে এবং পৌঁছানোকারী একশ লাভ করবে এবং এক হাজারকে পৌঁছালে, দশ হাজার লাভ করবে। এভাবে যত বেশী জনকে পৌঁছাবে, ততবেশী লাভ করবে।

(ফত্‌ওয়ায়ে রেজভীয়া)

মাস্‌আলাঃ কবরের উপর থেকে তাজা ঘাস উঠায়ে ফেলা অনুচিত। কারণ এখানে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে। ঘাসের তসবীহ দ্বারা রহমত অবতীর্ণ হয় এবং কবরবাসীর আরামবোধ হয়, আর ঘাস উঠায়ে ফেলার দ্বারা মৃত ব্যক্তির হক বিনষ্ট করা হয়।

(রদ্দুল মুখতার ও বাহার)

মাস্‌আলাঃ আওলিয়া ও উলামায়ে কিরামের মাযারের উপর গিলাফ দেয়া জায়েজ, যদি এ উদ্দেশ্যে হয় যে, মাযারবাসীদের মর্তবা সাধারণ লোকদের সামনে প্রকাশ হোক এবং লোকেরা সম্মান করুক ও বরকত হাছিল করুক।

(রদ্দুল মুখতার)

ফাতিহার নিয়ম ঃ

ফাতিহা করার সময় কিবলামূখী হয়ে বসে যে সকল জিনিসের উপর ফাতিহা দিতে হবে তা সামনে রাখতে হয়। সামনে রাখা ভাল ও জায়েজ। যদি ফাতিহার দ্রব্য ঢাকা থাকে, উম্মুক্ত করে দিতে হয় এবং লুবান আগর বাত্তি জ্বালিয়ে, মুস্তাহাব নিয়মে ফাতিহা দিতে হয়। ফাতিহার প্রারম্ভে এগার (১১) বার দরূদ শরীফ পড়ে কুরআন শরীফের কয়েক রুকু তিলাওয়াত করার পর একবার সূরা কাফিরুন পড়ুন।

অথবা সূরা ফাতিহা একবার, তিন বার সূরা এখলাছ এবং চার কুল এবং কয়েকবার দরূদ পড়েও ফাতিহা দেওয়া যায়।

ইসালে সাওয়াব উপলক্ষ্যে চতুর্থ দিনে ফাতিহা দেওয়া এবং চল্লিশা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(চেহলাম) এর বর্ণনাঃ

আসলে আমরা দেখি সুন্নী পরিবেশে যারা আছেন তারা মৃত ব্যক্তির ইসালে সাওয়াব উপলক্ষ্যে ইন্তেকালের পরে তৃতীয় দিনে, চতুর্থ দিনে, সাপ্তাহিক, সাম্মাষিক ও বাৎসরিক ফাতিহার আয়োজন করে। এ আয়োজন মৃত ব্যক্তির জন্য একটি উপকারী কাজ যা নিম্নের আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাবে। ফাতিহা, কুলখানী, চেহলাম ইত্যাদি কোরআন-হাদীস সমর্থিত। যেমন- তাফসীরে রূহুল বয়ানে সূরা আন্‌আমের আয়াত **وَهٰذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ** এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে-

وَعَنْ حَمِيْدِ الاَعْرَج قَالَ مَنْ قَرَءَ الْقُرْاٰنَ وَخَتَمَهُ ثُمَّ دَعَا اَمَّنَ عَلٰى دُعَائِه اَرْبَعَةُ اٰلاَفِ مَلَكٍ ثُمَّ لاَ يَزَالُوْنَ يَدْعُوْنَ لَه وَيَسْتَغْفِرُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ اِلَى الْمَسَاءِ اَوْاِلَى الصَّبَاحِ -

অর্থাৎ- হযরত আ'রাজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি কুরআন খতম করেন, তাঁর মুনাজাতে চার হাজার ফেরেশ্‌তা আমীন বলেন এবং সন্ধ্যা বা সকাল পর্যন্ত তার জন্য দু'আ ও মাগ্‌ফিরাত কামনা করতে থাকেন।

(তাফ- রূহুল বয়ান, কিতাবুল আযকার- কৃত ইমাম নববী)

আশিয়াতুল লুমআত গ্রন্থের **زيارة القبور** অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

وتصدق کرده شود از میت بعد رفتن او از عالم تا ہفت روز و بعض روایات امده است که روح میت مے اید خانه خود را شب جمعه پس نظرمی کند که تدقلند از وے یا نه

অর্থাৎ-মৃত্যুর পর সাত দিন পর্যন্ত সদ্‌কা করা যাবে এবং জুমআর রাতে মৃত ব্যক্তির আত্মা স্বীয় ঘরে আগমন করে এবং তার প্রতি লোকেরা সদ্‌কা করে কিনা তা অবলম্বন করে।

(লুমআত শরহে মেশকাত)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আনোয়ারে সাতেয়ার ১৪৫ পৃষ্ঠায় এবং খাজানাতুর রেওয়ায়েতের হাশিয়ায় বর্ণিত আছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম হযরত আমীর হামযা (রাঃ) এর জন্য তৃতীয়, সপ্তম ও চল্লিশতম দিনে এবং ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সদ্‌কা দিয়েছেন। এটাই মুরব্বিদের ইসালে সাওয়াব উপলক্ষে কুলখানি, চেহলাম, ষান্মাষিক ও বার্ষিক ফাতিহা আয়োজনের উৎস।

এই প্রসঙ্গে ইমাম নববী (রাঃ) 'কিতাবুল আযকার' এর **تلاوت القران** শীর্ষক অধ্যায়ে বলেছেন যে, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) কুরআন খতমের সময় নিজ ঘরের সবাইকে একত্রিত করে মুনাজাত করতেন।

হযরত মুজাহিদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত আছে যে, বুযুর্গানে দ্বীন কুরআন খতমের দিন জনসমাবেশের ব্যবস্থা করতেন এবং বলতেন, এ সময় আল্লাহর রহমত নাযিল হয়।

(কিতাবুল আযকার)

নোটঃ উল্লেখিত আলোচনা থেকে বুঝা গেল কুলখানি ও চেহলাম উপলক্ষে জমায়েত হওয়া এবং এতে খতমে কুরআন, তাহ্‌লীল, দরূদশরীফ পড়া নতুন কোন বিধান নয় বরং পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের (সল্‌ফে সালেহীনদের) সুন্নাত।

এ প্রসঙ্গে ফুতওয়ায়ে শামীতে রয়েছে-

وَيَقْرَءُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاتَيَسَّرَ لَهُ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَاَوَّلِ الْبَقَرَةِ وَاٰيَةِ الْكُرْسِىِّ الخ -

অর্থাৎ- যতটুকু সম্ভব হয় কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করবেন। সূরা ফাতিহা, সূরা বাক্বারার প্রথম কয়েক আয়াত, আয়াতুল কুরসী, আ'মানার রাসূল, সূরা ইয়াসিন, সূরা মূলক, সূরা তাকাছুর ও সূরা ইখলাস ১২/১১ বার অথবা ৭/৩ বার পাঠ করবেন। অতঃপর বলবেন- হে আল্লাহ; আমি যা কিছু তিলাওয়াত করলাম, এর সাওয়াব অমুককে বা অমুক লোকদের মাঝে পৌঁছে দিন।

(ফতোয়ায়ে শামী)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ফতোয়ায়ে আজিজিয়ায় রয়েছে-

اگر مالیدہ وشیر برائے فاتحہ بزرگے بقصد ایصال ثواب

بروح ایشاں پختہ بخورانند جائز است مضائقہ نیست

অর্থাৎ- যদি কোন বুযুর্গের ফাতিহার জন্য ইসালে সাওয়াবের নিয়তে দুগ্ধজাত কোন কিছু তৈরী করে পরিবেশন করা হয়, তা জায়েয এবং এতে কোন ক্ষতি নেই।

ফাতেহা বিরোধীতাকারীদের মান্যবর হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী ছাহেবেরও কুলখানি হয়েছিল। যেমন হযরত আবদুল আযীয (রাঃ) স্বীয় মলফুজাতে বলেছেন-

روز سوم کثرت ہجوم مردم اں قدر بود کہ بیروں از حساب

است ہشتاد و یک کلام اللہ بہ شمار آمدہ و زیادہ ہم شدہ باشد

و کلمہ را حصر نیست

অর্থাৎ- তৃতীয় দিন (ফাতেহা উপলক্ষ্যে) জনগণের এত সমাগম হয়েছিল, যা গণনার বাইরে ছিল। একাশিবার বা এর অধিক খতমে কুরআন হিসেব করা হয়েছে। আর কলেমায়ে তৈয়্যবারতো কোন হিসেব নেই।

নোটঃ এ থেকে শাহ ছাহেবের কুলখানি হওয়া ও এ উপলক্ষে খতমে কুরআন করাটা প্রমাণিত হল।

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ওহাবী আন্দোলনের অন্যতম দিকপাল মৌলভী কাসেম নানুতুবী ছাহেব রচিত 'তাহযিরুন নাস' গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন-হযরত জুনাইদ বোগদাদী (রহ.) এর কোন এক মুরীদের চেহারা হঠাৎ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। তিনি (জুনাইদ) এর কারণ জিজ্ঞেস করলে মুরীদ বলল, আমি কাশ্‌ফের সাহায্যে আমার মাকে দোযখে দেখতেছি। তখন হযরত জুনাইদ (রহ.) একলাখ পঞ্চাশ হাজার বার কলেমা পাঠ করেছিলেন এ আশায় যে কতেক রেওয়ায়েতে রয়েছে- কেউ যদি এ পরিমাণ কলেমা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(খতমে তাহলীল) কারো ইসালে সাওয়াব উপলক্ষে পাঠ করে তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

(তাহযিরুন নাস)

এসব আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুলখানি, চেহলাম, সাপ্তাহিক, ষান্মাষিক এবং বাৎসরিক ফাতিহার ব্যবস্থা করাটা শরীয়ত সম্মত এবং মৃত ব্যক্তির জন্য খুবই উপকারী। যা সহজে বুঝে নিতে পারে একজন কম বিবেকবান ব্যক্তিও।

মেশ্‌কাত শরীফের اَلْمُعْجِزَاتُ অধ্যায়ে রয়েছে, হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন- আমি কিছু খোরমা হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর সামনে পেশ করলাম এবং এর বরকতের জন্য দু'আ করতে আরয করলাম। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এগুলোকে একত্রিত করে দু'আ করলেন।

(মেশকাত)

তবুকের যুদ্ধে মুসলমানদের খাদ্য ঘাটতি দেখা দিলে হুযুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম সবাইকে নির্দেশ দিলেন- তোমাদের যার কাছে যা আছে তা নিয়ে আস। সবাই কিছু না কিছু আনলেন। তখন তাদের সামনে দস্তরখানা বিছিয়ে দেওয়া হল। এতে সবাই তাদের জিনিসগুলো রাখল। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এসবের বরকতের জন্য দোয়া করলেন।

ثُمَّ قَالَ خُذُوْا فِىْ اَوْعِيَتِكُمْ

অর্থাৎ- হুজুর এরশাদ করেন- আপনারা এখান থেকে নিয়ে নিজ নিজ প্লেটে রাখুন।

(মে... কাত)

হযরত উম্মে ছালামা (রাঃ) স্বীয় ঘরে হুজুর (দঃ) এর সাথে হযরত জয়নাব (রাঃ) এর বিবাহ উপলক্ষে উলিমা হিসেবে যৎসামান্য খাবার তৈরী করলেন। কিন্তু অনেক লোককে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। অতঃপর আমি (উম্মে সালামা) হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম কে দেখলাম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَضَعَ يَدَهُ عَلٰى تِلْكَ الْحَرِيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِمَاشَاءَ اللّٰهُ-

অর্থাৎ- তিনি (হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম) ঐ খাবারের উপর হাত মোবারক রেখে কিছু পাঠ করলেন।

(মেশ্‌কাত)

হযরত জাবের (রাঃ) খন্দকের যুদ্ধের দিন যৎসামান্য খাবার তৈরী করে হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম কে দাওয়াত দিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম তার ঘরে যখন তশরীফ আনলেন তখন তাঁর সামনে ময়দার তৈরী খাবার পেশ করা হল। তিনি সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এতে পবিত্র থুথু ফেললেন এবং বরকতের জন্য দু'আ করলেন।

(মেশ্‌কাত)

ফাতিহা বিরোধিতাকারীদের মুরুব্বী শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী ছাহেব লিখেছেন-

پس دہ مرتبہ درود خوانند ختم تمام کنند و بر قدرے شیرنی فاتحہ

بنام خواجگان چشت عموما بخوانند و حاجت از خدا سوال نمایند

অর্থাৎ- অতঃপর দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করবেন এবং সম্পূর্ণ কুরআন খতম করবেন। তারপর কিছু শির্‌নীতে সমস্ত আউলিয়া কেরামের নামে ফাতিহা দেবেন এবং খোদার কাছে দু'আ করুন।

(আল ইন্‌তিবা ফি ছালাছিলে আউলিয়ায়িল্লাহ)

মৌলভী আশরাফ আলী থানবী ও রশীদ আহমদ গানগুহী ছাহেবের পীর হাজী ইমদাদ উল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রাঃ) লিখেন- "মৃত ব্যক্তিদের রূহের প্রতি ইসালে সাওয়াবের বেলায় কারো আপত্তি নেই বরং এটা পূণ্য কাজ। এক্ষেত্রে যদি মুখে বলেন- হে আল্লাহ! এর সাওয়াব অমুককে পৌঁছে দিন। তাতে কল্যাণ রয়েছে।

(ফয়সালায়ে হাপ্ত মাসয়ালা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এরকম আরো অনেক রেওয়ায়েত রয়েছে ফাতিহার বৈধতার ব্যাপারে কিন্তু এতটুকু যথেষ্ট বলে মনে করি। (বিস্তারিতঃ জা'আল হক ২য় খন্ড (বাংলা) দেখুন।)

বিঃদ্রঃ মুহ্‌তারাম পাঠক সমাজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন, যদি কোন খানা বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে খাওয়াতে বরকত হয় তাহলে বিস্‌মিল্লাহের সাথে সূরা ফাতেহা, সূরা ইখলাছ ৩ বার (যা এক খতম কুরআন পড়ার সাওয়াবের সমান- আল্ হাদীস) এবং কয়েকবার দরূদ শরীফ পড়ে খেলে কি বিদ্‌আত হবে না সাওয়াব হবে তা আপনারই বিবেচনা করুন। এছাড়া কোন মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন খতম আদায় করলে কিংবা ফাতেহা আদায় করলে নিজের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, গরীব-এতিম লোককে ফাতেহার নামে খানা খাওয়ানো হয় এবং এগুলোর উছিলায় তার (মৃত ব্যক্তির) জন্য আল্লাহর কাছে মাগ্‌ফিরাত কামনা করা হয় তাহলে কি আল্লাহ্ তার (মৃত ব্যক্তির) হকে কবুল এবং ক্ষমা করবেন না? অবশ্যই কবুল এবং ক্ষমা করবেন। যেহেতু কুরআন এবং দরূদ শরীফের উছিলায় দোয়া করলে আল্লাহ্ অবশ্যই কবুল করেন। এ ব্যাপারে ফাতিহা বিরোধীদের মুরব্বী হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহ.), শাহ্ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (রহ.), কাসেম নানুতুবী সাহেবের বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো। তাই স্বল্প জ্ঞানী বিরোধীতাকারীদের কথায় কর্ণপাত না করার জন্য অনুরোধ করছি। যেহেতু ফাতিহা করা আওলিয়ায়ে কেরাম এবং সলফে সালিহীনদের সুন্নাত।

পেটের জ্বালায় মৃত্যুবরণকারী ঃ

হযরত সুলায়মান বিন সুরাদ (রাঃ) বর্ণনা করেন- হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- পেটের জ্বালা যাকে হত্যা করে; (অর্থাৎ যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়) তাকে কবর-আযাব দেয়া হয় না।

(মসনদে আহমদ, তিরমিযী শরীফ)

পেটের কয়েক রকম পীড়া রয়েছে। তম্মধ্যে থেকে যে যেই কারণেই মৃত্যু বরণ করুক কবর-আযাব হবে না। যেমন- কলেরা, ডায়রিয়া ও পেট জ্বালা ইত্যাদি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জুমআর দিনে মৃত্যুকরণকারী ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- যদি কোন মুসলমান জুমআর রাতে কিংবা দিনে মারা যায়; আল্লাহ তাআলা তাকে কবরের যাবতীয় সমস্যা থেকে নিরাপদ রাখেন।

(মসনদে আহমদ, তিরমিযী শরীফ)

রমযান মাসে মৃত্যুবরণকারী ঃ

হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) এরশাদ করেন- রমযান মাসে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিদের কবর-আযাব উঠিয়ে নেয়া হয়।

(বায়হাকী শরীফ)

রোগাক্রান্তে মৃত্যুবরণকারী ঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করল মূলতঃ সে শহীদ হয়ে মৃতুবরণ করল। কিংবা রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম একথা এরশাদ করেছেন যে- তাকে কবর-আযাব থেকে রক্ষা করা হবে এবং সকাল-সন্ধ্যা জান্নাত থেকে সে খানা পেতে থাকবে।

(মেশকাত শরীফ)

সীমান্ত প্রহরী ও শহীদের মৃত্যু ঃ

হযরত মিকদাম বিন মা'দীকারিবা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- আল্লাহ তাআলা শহীদকে ছয়টি পুরষ্কার দান করবেন। (১) রক্তের প্রথম ফোঁটাটি মাটিতে পড়ার সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং জান্নাত যে তার ঠিকানা, তা তাকে দেখিয়ে দেয়া হয়। (২) তাকে কবর-আযাব থেকে রক্ষা করা হয়। (৩) প্রচন্ড ভীতি থেকে সে নিরাপদ থাকবে। (৪) তার মাথায় মর্যাদার মুকুট পরানো হবে, যার এক একটি ইয়াকুত দুনিয়া ও দুনিয়ার সমুদয় বস্তু থেকে মূল্যবান। (৫) স্ত্রী রূপে তাকে হুর দেয়া হবে। (৬) তার সুপারিশে তার সত্তরজন আত্মীয়কে জান্নাত দান করা হবে।

(তিরমিজি শরীফ ও ইবনে মাজা শরীফ)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বর্ণনা করেন- হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- আল্লাহর পথে একদিন এক রাত ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরা দেয়া এক মাস নফল রোযা রাখা ও রাতভর দাঁড়িয়ে নামায পড়ার চেয়ে অনেক উত্তম। এই সীমান্তরক্ষী যদি সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে যে কাজে নিয়োজিত ছিল এর সওয়াব তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত চালু রাখা হবে এবং সে বেহেশত হতে রিযিক পেতে থাকবে। যা শহীদরা পেয়ে থাকে এবং কবর-আযাব থেকে নিরাপদ রাখা হবে।

(মিশকাত শরীফ)

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) এর বর্ণনা- হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- যে ব্যক্তি শত্রুর মুখোমুখী হলো এবং জিহাদে নিহত কিংবা বিজয়ী হলো তাকে কবর-আযাব দেয়া হবে না।

(নাসায়ী ও তাবরানী শরীফ)

বরযখে সকাল-সন্ধ্যা হবে জান্নাত কিংবা জাহান্নাম ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- নিশ্চয় তোমাদের মধ্য থেকে কেউ মৃত্যুবরণ করলে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তার সামনে জান্নাত কিংবা জাহান্নাম পেশ করা হয়। লোকটি জান্নাতী হলে জান্নাত আর জাহান্নামী হলে জাহান্নাম পেশ করা হয় এবং তার আসল ঠিকানা দেখিয়ে তাকে বলা হয় যে, দেখে নাও, এই হলো তোমার ঠিকানা। (অতঃপর তিনি আরো এরশাদ করেন) কিয়ামতের দিনে হাশরের মাঠে উঠানো পর্যন্ত প্রতি সকাল-সন্ধা এমনই হতে থাকবে।

(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

আম্বিয়ায়ে কেরামগণের বরযখী জীবন ঃ

অসংখ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, সমস্ত আম্বিয়া (আঃ) ইহজগত ত্যাগ করে পরজগতে চলে যাওয়ার পর জীবিতই রয়েছেন। ইমাম বায়হাকী (রঃ) এবং প্রসিদ্ধ লেখক ইমাম সূয়ূতী (রঃ) এ বিষয়ে পৃথক পৃথক দু'টি কিতাব লিখে তাতে নবীগণ কবরে জীবিত থাকার কথা প্রমাণিত করেছেন। ইমাম সূয়ূতী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(রঃ) লিখেছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য সকল নবী (আঃ) কবরে জীবিত থাকার কথাটি অসংখ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। এ ব্যাপারে আমাদের লেশমাত্র সন্দেহ নেই।

ইমাম কুরতুবী (রঃ) 'তাযকিরাহ' নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ আম্বিয়া (আঃ) এর মৃত্যু হওয়া ঠিক এতটুকু যে, মৃত্যুর মাধ্যমে কেবল তাদেরকে আমাদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে নেয়া হয়েছে। আমাদের কাছে তাঁরা ঠিক ফেরেশতাদের ন্যায়। অর্থাৎ ফেরেশতাগণ জীবিত থাকা সত্ত্বেও যেমন আমরা তাঁদেরকে দেখি না, ঠিক নবীগণকে আমরা কেবল চোখে দেখি না। তবে তারা ফেরেশতাদের ন্যায় জীবিত।

ইমাম বায়হাকী (রঃ) বলেন, নবীগণের রূহ কবয করে নেয়ার পর পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই শহীদদের ন্যায় আল্লাহর নিকট তাঁরাও জীবিত। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- সকল নবীই জীবিত। নিজ নিজ কবরে তাঁরা নামায পড়ে থাকেন(আবু ইয়ালা)। তবে এই নামায শরীয়তের বিধান হিসাবে নয় বরং আত্মার তৃপ্তি লাভের জন্য পড়া হয়ে থাকে।

হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন জুমআর দিন বেশী করে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ কর। কারণ এই দিন খুবই প্রসিদ্ধ, অর্থাৎ অন্যদিনের তুলনায় এই দিনে ফেরেশতার আনাগোনা বেশী হয়ে থাকে। তোমাদের মধ্য থেকে কেউ দরুদ শরীফ পাঠ করলে আমার নিকট পৌঁছে দেয়া হয়। প্রশ্ন করা হলা যে, হে আল্লাহার রাসূল! আপনার ওফাতের পর কি পৌঁছানো হবে? উত্তরে তিনি বললেন, ওফাতের পরও আমার নিকট দরুদ পৌঁছানো হবে। কারণ পরলোকে গিয়ে আল্লাহর নবীগণ জীবিতই থাকেন। আর তা রূহানী জীবন নয়; বরং সাক্ষাৎ দৈহিক জীবন কারণ নবীগণের দেহ ভক্ষণ করা আল্লাহ তাআলা মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন। তাই কবরে আল্লাহর নবীগণ জীবিত আছেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়।

(ইবনে মাজাহ)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এই হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, ওফাতের পরও আম্বিয়া (আঃ) দৈহিক জীবন নিয়েই জীবিত থাকেন এবং দুনিয়ার উপযোগী খাদ্যই তারা পেয়ে থাকেন। তবে শহীদদের সম্পর্কে জীবিত থাকা ও রিয্ক লাভ করার সম্পর্কে যে কথা উল্লেখ আছে নবীদের জীবন ও রিয্ক লাভ করা তদপেক্ষা অধিক পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত। হযরত শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহঃ) মিশকাতের শরাহ আশিয়্যাতুল লুমআত গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "সকল নবী (আঃ) ওফাতের পর জীবিত থাকার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। সকলেই এ ব্যাপারে একমত। আর এই জীবন রূহানী নয় বরং জাগতিক-তথা দুনিয়াতে যেমন ছিল ঠিক তেমনি।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমরা একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম - এর সাথে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একস্থানে সফর করছিলাম। পথিমধ্যে এক উপত্যকা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন যে, এটা কোন্ উপত্যকা? উত্তরে আমরা বললাম, ইহা আরযাক উপত্যকা। শুনে তিনি বললেন, আমি যেন এখন হযরত মূসা (আঃ) কে দেখতে পাচ্ছি। একথা বলে তিনি তার গায়ের রং ও মাথার চুলের বিবরণ দিয়ে বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি এখন দু'কানে দু'আঙ্গুলি প্রবেশ করিয়ে আল্লাহর নামে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করে এই উপত্যকা অতিক্রম করছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তারপর আমরা আরেকটু সামনে অগ্রসর হয়ে আরেকটি উপত্যকা দেখতে পেলাম। আল্লাহর রসূল জিজ্ঞাস করলেন, এটা কোন্ উপত্যকা? বললাম, এটা হারশা উপত্যকা। শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি যেন হযরত ইউনূস (আঃ) কে দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি একটি লাল উটের পিঠে সাওয়ার হয়ে তালবিয়া পড়তে পড়তে এই উপত্যকা অতিক্রম করছেন। তার গায়ে পশমের জুব্বা, হাতে গাছের ছাল দ্বারা তৈরি উটের লাগাম।

(মুসলিম শরীফ)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম হযরত মূসা ও হযরত ইউনূস (আঃ) কে জাগ্রত অবস্থায় তালবিয়া পাঠ করতে দেখেছেন। এতে বুঝা যায় যে, আম্বিয়া (আঃ) এর বরযখী জীবন এতই পূর্ণাংগ যে, দুনিয়াতে আগমন করে তারা হজ্ব পালন করতে পারেন এবং তাদেরকে স্বচক্ষে দেখতে পাওয়া সম্ভব। কোন কোন বুযর্গ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম কে জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পেয়েছেন বলে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাকে অসত্য বলার কোন কারণ নেই। কারো নিকট যদি তা সত্য বলে মনে নাও হয় তবুও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা অনুচিত। মেরাজ সম্পর্কিত কাহিনীতে এ কথাও উল্লেখ আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি হযরত মূসা, ঈসা ও ইব্রাহীম (আঃ) কে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখেছি। ইত্যবসরে নামাযের সময় হয়ে গেলে আমি তাঁদের নামাযের ইমামত করি।

উল্লেখ্য যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম তখন পার্থিব জীবনে ছিলেন আর যে-সব নবীদের ইমামতি করেছেন তারা ছিলেন বরযখী জীবনে। হযরত ঈসা (আঃ) পার্থিব জগতে নেই ঠিক কিন্তু তিনি বরযখী জগতেও নেই বরং পার্থিব জীবন নিয়েই তিনি আকাশে অবস্থান করছেন যেন পুনরায় দুনিয়ায় আগমন করে আবার ওফাত লাভ করতে পারেন।

<u>উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী সাহাবীর অক্ষত লাশ</u> ঃ

মুআত্তায়ে ইমাম মালেক (রহঃ)-এর বর্ণনা যে, হযরত আমর বিন জামূহ ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) এর কবর বন্যার পানিতে ভেঙ্গে গিয়েছিল। এঁরা দু'জন ছিলেন উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী আনসারী সাহাবী। দু'জনকে একই কবরে দাফন করা হয়েছিল। বন্যার পানিতে কবরটি ভেঙ্গে পড়ার পর অন্যত্রে দাফন করার জন্য আরেকটি কবর খনন করে দেখা গেল যে, তাঁদের দেহে লেশমাত্র পরিবর্তন আসেনি। মনে হলো যেন, এঁরা গতকালই মৃত্যুবরণ করেছে। ইহা উহুদ যুদ্ধের ৪৬ বৎসর পরের ঘটনা।

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) এর শাসনামলে মদীনায়ে তায়্যিবায় খাল খননের কাজ শুরু হলে- ঘটনাক্রমে উহুদের কবরস্থান এই কর্মসূচীর আওতায় পড়ে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যায়। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনের লাশ সেখান থেকে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এতদুদ্দেশ্যে কবরসমূহ খনন করে লাশসমূহ উত্তোলন করে দেখা গেল সব কটি লাশই তরুতাজা ও সম্পূর্ণ অক্ষত লাশগুলো বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন হয়নি। শুধু তাই নয় বরং খাল খনন করার সময় হঠাৎ হযরত হামযা (রাঃ) এর পদ মোবারকে কোদালের আঘাত লাগার সাথে সাথে রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করে। এই ঘটনাটি উহুদ যুদ্ধের ৫০ বছর পরের।

শুহাদায়ে উহুদ ছাড়াও আকাবিরে উম্মত সম্পর্কে সীরাত ও ইতিহাসের বিভিন্ন কিতাবে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, দাফন করার দীর্ঘ কয়েক বছর পরও তাদের দেহে কোন পরিবর্তন আসেনি। আম্বিয়া (আঃ) সম্পর্কে তো হাদীছে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে যে, মাটি তাদের দেহ ভক্ষণ করতে পারে না। কিন্তু নবী ছাড়া অন্য কাউকেও আল্লাহ তাআলা এমন মর্যাদা দান করে থাকেন। আর অন্যদেরকে দান করেলে তার রহমত ও কুদরতের কাছে বিচিত্র কিছু নয়।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْحَيَاتِ وَخَيْرَ الْمَمَاتِ وَاَنْ تَغْفِرَلِىْ وَتَرْحَمَنِىْ وَاَنْ تَتُوْبَ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ رَبِّىْ اَنْتَ مَوْلَاىَ وَاَنْتَ لِىْ نِعْمَ الْوَكِيْلُ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ-

(মরনে কি বা'আদ কিয়া হুগা)

<u>কিয়ামতের দিবসে উজ্জ্বল আর মলিন চেহারা</u> ঃ

কিয়ামতের ময়দানে সকলেই উপস্থিত হবে, তবে নেককার লোকদের চেহারা খুশী ও আনন্দের কারণে অত্যন্ত উজ্জ্বল হবে, আর বদকার; পাপীদের চেহারা হবে মলিন, চিন্তিত ও বিষাদক্লিষ্ট। এ সম্পর্কে সূরা আলে-ইমরানে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন-

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ الخ -

অর্থঃ "সেদিন কতক মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে আর কতক মুখমন্ডল কাল হবে। যাদের মুখ কাল হবে তাদেরকে বলা হবে, ঈমান আনার পর কি তোমরা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কুফরী করেছিলে? সুতরাং তোমরা শাস্তি ভোগ কর, যেহেতু তোমরা কুফরী করতে। আর যাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে তারা আল্লাহর রহমতে থাকবে। আর সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।"

সূরা আবাসে আল্লাহ তাআলা ফরমান ঃ

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ الخ -

(মরনে কি বা'আদ কিয়া হুগা)

"অনেক চেহারা সেদিন হবে উজ্জ্বল, সহাস্য ও প্রফুল্ল, আর অনেক চেহারা হবে ধুলিমিশ্রিত, সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা। এরাই কাফের ও পাপী।"

অর্থাৎ ঈমান ও নেক আমলের কারণে নেককার বান্দাগণের চেহারা উজ্জ্বল হবে। আর যে সমস্ত বান্দারা দুনিয়াতে আল্লাহর নাফরমানী করেছিল, ঈমান ও নেক আমলের নূর থেকে দূরে ছিল, আর কুফর ও নেফাকীর অন্ধকারে ডুবে রয়েছে কিয়ামতের দিন তাদের চেহারা অন্ধকার আর চিন্তিত হবে।

মক্কা ও মদীনা শরীফে মৃত্যুবরণকারী ঃ

হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মদীনা শরীফে জীবন-যাপন করে কিন্তু সে মদীনার সকল দুঃখ-কষ্টের উপর সবর করে, জেনে রাখ-কিয়ামতের দিন আমি তার সাক্ষী এবং সুপারিশকারী হবো। আর যে ব্যক্তি পবিত্র মক্কা কিংবা মদীনায় ইন্তেকাল করল তাকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন নিরাপদ লোকদের সাথে উঠাবেন।

(মরনেকি বাদ কিয়া হুগা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হজ্জের সময় মৃত্যুবরণকারী ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, একজন সাহাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর সাথে আরাফাতের ময়দানে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বাহন থেকে পড়ে তাঁর ঘাড় ভেঙ্গে গেল এবং সে মারা গেল। হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তাকে বরই পাতার পানিতে গোসল দাও এবং তার এই এহরামের কাপড় দিয়েই তাকে কাফন পরাও। আর তার মাথা ঢেকো না কেননা কিয়ামতের দিন সে তালবিয়াহ (লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক) পাঠরত অবস্থায় আল্লাহর দরবারে হাজির হবে।

মুয়াজ্জিনগণের মৃত্যু ঃ

হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনগণ অন্যান্য সকল লোকদের চেয়ে অধিক লম্বা গর্দান বিশিষ্ট হবেন অর্থাৎ সমস্ত লোকদের মাথার উপর তাদের মাথা দেখা যাবে।

হালাল উপার্জনকারীর সৌভাগ্য ঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- যে ব্যক্তি হালাল পন্থায় এ জন্য উপার্জন করে যে, সে যেন কারো কাছে মুখাপেক্ষী না হয় ও নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করতে পারে এবং প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ করতে পারে সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে যে তার মুখমন্ডল চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। আর যে ব্যক্তি এই জন্য উপার্জন করে যে, অপরের সাথে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সম্পদ জমা করে এবং গৌরব অর্জন ও লোক দেখানোর জন্য উপার্জন করে সে আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে আল্লাহ পাক তার উপর রাগান্বিত থাকবেন।

(মেশকাত শরীফ)

কখন বন্ধু-বান্ধব শত্রু হয়ে যাবে ?

কিয়ামতের দিন, একমাত্র নেক আমলই মৃতব্যক্তির উপকারে আসবে। সাধারণতঃ মানুষ আত্মীয়-স্বজনদের উপর সবচেয়ে বেশী আস্থাশীল হয়ে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

থাকে। কিন্তু নিম্ন বর্ণিত আয়াত গুলো দ্বারা ইহা জানা যায় যে, আত্মীয়-স্বজন সেদিন কোন কাজে আসবে না। সবাই মৃতের থেকে দূরে থাকবে। এরপর বন্ধু ও হিতাকাঙ্খীগণ কিরূপ করবে, এ সম্পর্কে কুরআনে পাকে এরশাদ হয়েছে-

وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ -

অর্থাৎ "এক বন্ধু অপর বন্ধু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে না অথচ তাদের সাথে পরস্পর দেখা হচ্ছে।

আরো এরশাদ হচ্ছে- اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍۢ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ -

অর্থাৎ "ঐদিন এক বন্ধু অন্য বন্ধুর শত্রু হয়ে যাবে। তবে নেককারদের বন্ধুত্ব বলবৎ থাকবে।"

নামাযের হিসাব ও নফলের উপকারিতা ঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় কিয়ামতের দিন বান্দার আমলসমূহের মধ্যে নামাযের হিসাব নেয়া হবে। নামায ঠিক হলে সফলকাম হবে আর নামায ঠিক নাহলে ব্যর্থ হতে হবে। ফরযের মধ্যে যদি কোন ত্রুটি থাকে; তাহলে আল্লাহ তাআলা বলবেন, দেখ আমার বান্দার কোন নফল আছে কিনা? যদি কোন নফল খুঁজে পাওয়া যায়; তাহলে তদ্বারা ফরযের ঘাটতি পূরণ করা হবে। নামায ছাড়া অন্যান্য ইবাদতের একইভাবে হিসাব নেয়া হবে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, নামাযের পর যাকাতের হিসাব নেয়া হবে তারপর অন্যান্য আমলের হিসাব নেয়া হবে।

(মিশকাত)

যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে ঃ

আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে একটি স্থানে একত্রিত করা হবে। তখন একজন ঘোষণাকারী উচ্চস্বরে এ ঘোষণা দিতে থাকবে যে, ঐসব লোকেরা কোথায়, যাদের পিঠ সদা বিছানা থেকে আলাদা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

থাকত? ঘোষণা শ্রবণের সাথে সাথে এই শ্রেণীর লোকগুলো দাঁড়িয়ে যাবে। এদের সংখ্যা হবে খুবই কম। এরা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর অন্যদের হিসাব গ্রহণ শুরু হয়ে যাবে।

(বায়হাকী)

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- আমার প্রতিপালক আমার সাথে এই ওয়াদা করেছেন যে, আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এদেরকে কোন প্রকার শাস্তি দেয়া হবে না। প্রত্যেক হাজারের সাথে থাকবে আরো সত্তর হাজার। তাছাড়া আল্লাহর (কুদরতী হাতের) তিন মুষ্ঠি লোকও বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(মেশকাত শরীফ)

মু'মিনদেন গুনাহ গোপন করা ঃ

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নিশ্চয় (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তাআলা মু'মিনদেরকে নিজের কাছে ডেকে (গোপনে) বলবেন, তোমার কি মনে আছে যে, অমুক দিন অমুক গোনাহ করেছিলে? উত্তরে সে বলবে, হ্যাঁ, আল্লাহ আমার মনে আছে। এভাবে এক এক করে আল্লাহ তাআলা তার মুখেই তার সকল গোনাহের কথা স্বীকার করিয়ে নিবেন। তখন সে মনে মনে নিশ্চিত বুঝে নিবে যে, আমার বুঝি আর উপায় নেই। অবশেষে আল্লাহ তাআলা বলবেন, দুনিয়াতে আমি তোমার গোনাহসমূহ গোপন করে রেখেছিলাম; কাউকে জানতে দেইনি। আর এখন আমি তা ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর তাকে তার নেকীর আমলনামা প্রদান করা হবে। পক্ষান্তরে কাফের-মুনাফেকদের গোনাহের ব্যাপারে কোন গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে না; বরং সমস্ত মানুষের সামনে উচ্চস্বরে বলে দেয়া হবে যে, এরাই তারা যারা তাদের প্রতিপালককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। সাবধান! মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।

(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সরাসরি আল্লাহর সাথে কথা বলা ঃ

হযরত আদী বিন হাতেম (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই (হিসাব দেয়ার সময়) আল্লাহর সাথে যার কথা বলতে হবে না। সে সময় আল্লাহ ও বান্দার মাঝে কোন পর্দা থাকবে না। তখন বান্দা ডান দিকে তাকিয়ে দেখতে পাবে তার পূর্ব কৃতকর্ম; আর সামনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাবে জান্নাত। অপর বান্দা বাম দিকে তাকিয়ে দেখতে পাবে তার পূর্ব কৃতকর্ম আর সামনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাবে জাহান্নাম। অতএব তোমরা জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর- (আল্লাহর পথে) একটি খেজুর দান করে হলেও।

(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য দান ঃ

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ -

অর্থাৎ- আমি আজ তাদের মুখে মোহর মেরে দেব; তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।

(সূরা- ইয়াসিন)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একদিন নবীয়ে দু'জাহাঁ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে বসেছিলাম। ইত্যবসরে হঠাৎ তিনি হেসে ফেললেন। অতঃপর তিনি এরশাদ করেন- তোমরা কি জান যে, আমি কেন হাসলাম? আমরা বললাম যে, আল্লাহ এবং তার রাসূলই তা ভালো জানেন। তখন তিনি এরশাদ করেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ ও তার বান্দার মাঝে যে সওয়াল-জবাব হবে তার দৃশ্য স্মরণ করে আমার হাসি পেয়ে গেল। বান্দা বলবে- আল্লাহ! আপনি কি আমাকে জুলুম থেকে রক্ষা করবেন বলে ওয়াদা দেননি? আল্লাহ তাআলা বলবেন, হ্যাঁ, এই ওয়াদা তো আমি ঠিকই করেছিলাম। তারপর বান্দা বলবে যে, আমার ব্যাপারে আমি কারো সাক্ষ্যই মানিনা। তবে আমারই মধ্য হতে যদি কেউ সাক্ষ্য দেয় তাহলে তা মানতে পারি। আল্লাহ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাআলা বলবেন, তোমার ব্যাপারে স্বয়ং তোমার সাক্ষ্য এবং পাপ-পুন্য লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। অতঃপর তার মুখে মোহর করে দেয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্যপ্রদান করবে। এই দৃশ্য দেখে বান্দা বলবে, হায়রে কপাল! তোমাকে আযাব থেকে রক্ষা করার জন্যই তো আমি বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলাম।

(মুসলিম শরীফ)

অন্য এক হাদীছে আছে যে, বান্দার হাড্ডি এবং গোশতও তার আমলের সাক্ষ্য প্রদান করবে।

(মুসলিম শরীফ)

আমলনামা প্রদান ঃ

প্রত্যেক ব্যক্তির আমলনামা নিজ নিজ হাতে সোপর্দ করা হবে। জান্নাতীদের আমলনামা ডান হাতে আর জাহান্নামীদের আমলনামা বাম হাতে পিছন থেকে দেয়া হবে।

সূরা ইনশিকাকে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ الخ-

অর্থাৎ- হে মানব জাতি! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌছানো পর্যন্ত, যে কঠোর সাধনা করে থাক পরে তুমি তার সাক্ষাৎ লাভ করবে। যাকে তার আমলনামা তার ডান হস্তে দেয়া হবে তার হিসাব-নিকাশ সহজেই লওয়া হবে এবং সে তার আত্মীয়-স্বজনদের নিকট প্রফুল্লচিত্তে ফিরে যাবে। আর যাকে তার আমলনামা তার পৃষ্ঠের পশ্চাৎদিক হতে দেয়া হবে সে অবশ্য তার ধ্বংস আহবান করবে এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে।

আমলের ওজন ঃ

কিয়ামতের দিন বান্দার আমলনামাসমূহ চোখের সামনে উপস্থিত করা হবে। ওজন করা হবে। বিভিন্ন বিষয়াদির উপর সাক্ষ্য প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। পাপিষ্ঠরা অস্বীকার করবে অতঃপর সাক্ষ্য দ্বারা তা প্রমাণিত হবে যাতে সাজাপ্রাপ্তরা এটা বলার সুযোগ না পায় যে, আমাদের উপর অন্যায়ভাবে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূরা আনআমে আল্লাহ পাক বলেন-

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ الخ-

অর্থাৎ- ওজন সেদিন সঠিক হবে। ফলে যার পাল্লা ভারী হবে সেই হবে সফলকাম। আর যার পাল্লা হালকা হবে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে, কারণ সে আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করত।

হযরত সালমান ফার্সী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- কিয়ামতের দিন আমল মাপার জন্য পাল্লা স্থাপন করা হবে। তা এত বড় লম্বা ও চওড়া হবে যে, সমগ্র আকাশ জমিনও যদি তাতে রেখে ওজন করা হয় তা করা যাবে। তা দেখে ফেরেশতাগণ বলবে, আল্লাহ এ দিয়ে কি হবে? আল্লাহ তাআলা বলবেন, এ দ্বারা আমার বান্দাদের আমল মাপা হবে। শুনে ফেরেশতাগণ বলবে, হে আল্লাহ! তুমি পূত-পবিত্র। তোমার যেমন ইবাদত করা আমাদের প্রয়োজন ছিল আমরা তা করতে পারিনি।

(তারগীব-তারহীব)

হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- কিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা ভারী বস্তু যা মু'মিনের পাল্লায় রাখা হবে তাহলো সচ্চরিত্র। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- অশালীন এবং নির্লজ্জ ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা অপছন্দ করে থাকেন।

(মেশকাত শরীফ)

শহীদের শাফাআত ঃ

হযরত মিকদাম বিন মাদী কারিব (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম শহীদের ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে এরশাদ করেন- একজন শহীদের সত্তর জন আত্মীয়ের ব্যাপারে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।

(মেশকাত শরীফ)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মাতাপিতার জন্য না-বালেগ শিশুর সুপারিশ ঃ

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- যে ব্যক্তি নিজের পূর্বে তিনটি না-বালেগ শিশু সন্তানকে আখেরাতে প্রেরণ করে, সেই শিশু সন্তান তাকে কিয়ামতের আযাব থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে মজবুত কিল্লার (দুর্গের) মত কাজ দিবে। এ কথা শুনে হযরত আবু যর (রাঃ) আরজ করলেন, হুযুর! আমি তো দুটি শিশু সন্তান আখেরাতে পাঠিয়েছি অর্থাৎ-আমার দুই সন্তান মারা গিয়েছে। (আমার ব্যাপারে আপনি কি বলেন?) উত্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- হ্যাঁ, দুই সন্তান পাঠালেও এই ফযীলত পাওয়া যাবে। হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) বললেন, হুযুর! আমি তো এক সন্তান পাঠিয়েছি। আমার ব্যাপারে কি বলবেন? উত্তরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম বলেন, এক সন্তান পাঠালেও এই ফযীলত পাওয়া যাবে।

(মিশকাত শরীফ)

হাফেজে কুরআনের সুপারিশ ঃ

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং ভালোভাবে কুরআন মুখস্থ করে আর কুরআন যা হালাল বলেছে তা হালালই মনে করে এবং কুরআন যা হারাম বলেছে তা হারামই মনে করে; (অর্থাৎ কুরআন অনুযায়ী জীবন যাপন করে) আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার পরিবারের এমন দশ ব্যক্তির ব্যাপারে তার সুপারিশ কবূল করবেন, যারা নিশ্চত ভাবে জাহান্নামী।

(তিরমিযি শরীফ)

রোযা ও কুরআনের সুপারিশ ঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- রোযা আর কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাকে দিনের বেলা পানাহার এবং অন্যান্য জৈবিক চাহিদা পূরণ হতে বিরত রেখেছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আপনি আমার সুপারিশ কবুল করুন। কুরআন বলবে, হে আমর প্রতিপালক!

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমি আপনার এই বান্দাকে রাতের বেলা নিদ্রা হতে বিরত রেখেছি। সুতরাং আপনি তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- অবশেষে আল্লাহ তাআলা উভয়ের সুপারিশই কবূল করবেন।

(মেশকাত শরীফ)

হযরত আবু উমামা (রাঃ) এর বর্ণনা যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- তোমরা কুরআন পাঠ কর। কারণ, কুরআন কিয়ামতের দিন মানুষের জন্য সুপারিশ করবে।

(মুসলিম শরীফ)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খোলবেন ঃ

হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- কিয়ামতের দিন অন্য সকল নবীর তুলনায় আমার অনুসারীদের সংখ্যা বেশী হবে। আর আমি সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজায় করাঘাত করব।

(মেশকাত শরীফ)

হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এর উম্মতই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে ঃ

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- আমরা (উম্মতে মুহাম্মদী) দুনিয়াতে সকলের পরে এসেছি আর কিয়ামতের দিন আমাদের ফয়সালা হবে সকলের আগে।

অন্য হাদীসে বর্ণিত রয়েছে- আমরা দুনিয়াতে এসেছি সকলের পরে আর কিয়ামতের দিন হব সর্বপ্রথম। এবং আমরাই সকলের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবো।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আরেক বর্ণনায় আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- জান্নাতীদের ১২০টি সারি হবে। তন্মধ্যে আমরাই হবো ৮০ সারি আর অন্য সকল উম্মত মিলে হবে ৪০ সারি। (মিশকাত)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) জিজ্ঞাস করেছিলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আমাদের পরওয়ারদেগারকে দেখতে পাব? রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- হ্যাঁ! সূর্য এবং চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমার চন্দ্রকে যে চোখে দেখা যায় তাতে কি তোমার সন্দেহ হয়? আমি বললাম না এতে আমার সন্দেহ হয়না। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম বলেন- অনুরূপ তোমরা যে প্রভূকে দেখতে পাবে তাতেও সন্দেহ নেই। আর সেই মজলিসে প্রত্যেকে আল্লাহকে দেখবে এবং তার সাথে কথা বলবে। অবশেষে আল্লাহ্ তাকে দুনিয়ায় বলা কথা গুলো একেএকে স্মরণ করিয়ে দেবে।

হাশরের ময়দানে ঘামের আযাব ঃ

হযরত মিকদাদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, কিয়ামত দিনে সূর্য এত নিকটে হবে যে, মাত্র একমাইল দূরে থাকবে। আর যারা যত বেশী পাপী হবে তত বেশী বেশী ঘামের মধ্যে থাকবে। সুতরাং কারো ঘাম পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত, আর কারো হাটু পর্যন্ত, আর কারো কোমর পর্যন্ত, কারো নাক পর্যন্ত হবে।

অন্য এক হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, হাশরের ময়দানে এত বেশী ঘাম হবে ও স্থায়ী হবে যে, মানুষ অসহ্য হয়ে বলবে, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে তাড়া-তাড়ি দোযখে দিয়ে দেন তা আমাদের জন্য ভাল হবে। কেননা, এঘামের আযাব আমাদের সহ্য হয় না।

ওয়াদা ভঙ্গকারীর আযাব ঃ

হযরত সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ওয়াদা ভঙ্গকারীর মলদ্বারে পিছনে একটি করে পতাকা লাগিয়ে দেয়া হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যার ওয়াদা ভঙ্গ যত বড় হবে তার নিশান (পতাকা) তত বড় হবে। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- সাবধান! সাবধান! যারা নেতা, বিচারক তাদের ওয়াদা ভঙ্গ কিন্তু মারাত্মক ব্যাপার।

চোগলখোরের আযাব ঃ

হযরত আম্মার (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, যারা চোগলখোরী করে অর্থাৎ একদলের কাছে গিয়ে তাদের খুব প্রশংসা করে ও অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দা করে। আবার যখন দ্বিতীয় দলের কাছে যায় তখন তাদের প্রশংসা করে ও প্রথম দলের দোষ ত্রুটি বর্ণনা করে। কিয়ামতের দিন তাদের জিহ্বাকে আগুনের জিহ্বায় পরিনত করবে।

(মেশকাত শরীফ)

মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনাকারী ও চিত্রাংকনকারীর আযাব ঃ

হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- যে ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে, কিয়ামত দিবসে তাকে দু'টি যব দিয়ে উভয়টির মধ্যে গিরা দিতে বলা হবে আর সে তা কখনো পারবে না। সুতরাং তাকে আযাবে নিক্ষেপ করা হবে।

যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথার প্রতি কান দিল, অথচ তারা এ ব্যক্তিকে কথাটি শোনাতে চায়নি, কিয়ামত দিবসে তার কানে সীসা ঢেলে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কোন প্রাণীর চিত্র অংকন করল কিয়ামত দিবসে তাকে বাধ্য করা হবে তাতে রূহ দেয়ার জন্য, কিন্তু সে তা কখনো পারবে না। সুতরাং তাকে আযাব দেয়া হবে।

(মরনেকি বাদ কিয়া হুগা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পোষাকের কারণে আযাব ঃ

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অহংকার ও তাকাব্বুরির পোষাক পরিধান করে কিয়ামত দিবসে তাকে লাঞ্ছনার পোষাক পরানো হবে।

(আবু দাউদ শরীফ)

জমি দখলকারীর আযাব ঃ

হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের সামান্য জমি অন্যায়ভাবে দখল করে নেয়, কিয়ামত দিবসে তাকে সাত তবকা জমিনের নীচে গেড়ে দেয়া হবে।

(বুখারী শরীফ)

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে অপরের এক বিঘত জমিও দখল করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে সাত তবকা জমির নীচে প্রবেশ করতে বাধ্য করবেন। অতঃপর অন্যান্যদের মাঝে চুড়ান্ত ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত সাত তবকা জমিন তার গলায় হাসুলির মত ঝুলিয়ে রাখা হবে।

ইলম গোপনকারীর আযাব ঃ

নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- কারো কাছে কোন ইলমের কথা জিজ্ঞেস করা হলে জানা থাকা সত্ত্বেও যদি সে তা গোপন করে তাহলে কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম পরানো হবে।

(মেশকাত শরীফ)

মদ্যপায়ীর আযাব ঃ

নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- আমার প্রতিপালক তার নিজের ইজ্জতের শপথ করে বলেছেন, যদি আমার বান্দাদের থেকে কেউ এক ঢোক মদপান করে তাহলে আমি তাকে ততটুকু পুঁজ পান করাবো, আর যে আমার ভয়ে তা পরিত্যাগ করবে আমি তাকে পবিত্র হাউজে কাউসার থেকে পানি পান করাবো।

(মসনদে আহমাদ)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- যে ব্যক্তি মদ্যপানে অভ্যস্ত এবং মদ্যপান অবস্থায়ই সে মৃত্যুবরণ করে- আল্লাহ তাআলা তাকে নাহরুলগুতাহ থেকে পানি পান করাবেন। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! নাহরুলগুতা কি জিনিষ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ব্যভিচারীনী নারীর যৌনাঙ্গ হতে প্রবাহিত নহর বা নদী।

(মসনদে আহমদ, ইবনে হাব্বান)

সোনা ও রূপার পাত্র ব্যবহারকারীদের আযাব ঃ

নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- যে ব্যক্তি সোনা-রূপার কিংবা এমন পাত্র ব্যবহার করতো যাতে সোনা-রূপার অংশ রয়েছে, সে ব্যক্তি যেন নিজের পেটে আগুন ভর্তি করছে।

(দারে কুতনী, হেদায়া)

ফটোগ্রাফারদের আযাব ঃ

নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- ফটোগ্রাফারদেরকে সবচেয়ে কঠিন আযাব দেয়া হবে।

(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

অন্য হাদীছে আছে, প্রত্যেক ফটোগ্রাফারই জাহান্নামে যাবে। তার নির্মিত প্রতিটি ছবির পরিবর্তে একটি প্রাণী তৈরী করা হবে। ফলে তারা দোযখের মধ্যে তাকে শাস্তি দেবে।

(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

আত্মহত্যাকারীর আযাব ঃ

হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে আত্মহত্যা করেছে সে ব্যক্তি দোযখে যাবে এবং চিরকালই সে দোযখে থাকবে। (এই বিধান হলো কাফেরদের জন্য। অন্যথায় কোন মুসলমান আত্মহত্যা করলে উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করার পর সে অন্যান্য গুনাহগার মুসলমানদের ন্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবে।) আর যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করেছে, সে দোযখের মধ্যে আজীবন বিষপান করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি লৌহজাত দ্রব্য দ্বারা আত্মহত্যা করবে দোযখের মধ্যে সেই

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

লোহা তার হাতে থাকবে এবং সে দোযখের আগুনের মধ্যে সেই লোহা দ্বারা নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে।

(বুখারী শরীফ)

লোক দেখানো এবাদতের আযাব ঃ

নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- তোমরা জব্বুল খাজান (দুঃখের কূপ) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'জুব্বুল খাজান' কি জিনিষ? হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম বলেন, দোযখের একটি গহ্বর, যার থেকে স্বয়ং দোযখ দৈনিক চারশত বার আশ্রয় প্রার্থনা করে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, তাতে কারা প্রবেশ করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- অন্যকে দেখানোর জন্য যারা ইবাদত করে সেখানে তারা প্রবেশ করবে।

(তিরমিযী শরীফ)

সমাপ্ত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

তথ্যপুঞ্জি

১। কুরআনুল করীম
২। তাফসীরে ইবনে কাসীর
৩। তাফসীরে ইবনে জারীর
৪। তাফসীরে রুহুল বয়ান
৫। তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান
৬। জুমুল
৭। বুখারী শরীফ
৮। মুসলিম শরীফ
৯। আবু দাউদ শরীফ
১০। তিরমিজী শরীফ
১১। ইবনে মাযাহ্ শরীফ
১২। নাসায়ী শরীফ
১৩। বায়হাকী শরীফ
১৪। মসনদে আহমদ শরীফ
১৫। তাবরাণী শরীফ
১৬। দারেমী শরীফ
১৭। মসনদে ইমাম আব্দুর রাজ্জাক
১৮। ইবনে আবি শায়বা
১৯। তারগীব
২০। ইবনে আবিদ্দুন্য়া
২১। মিশকাত শরীফ
২২। হাকেমে মুস্তাদ্রাক
২৩। বজ্জার
২৪। আবু নঈম
২৫। কানযুল উম্মাল
২৬। আল মুনাব্বিহাত
২৭। আশয়াতুল লুমআত
২৮। দায়লমী শরীফ
২৯। নওয়াদেরুল উসুল
৩০। দারে কুতনী
৩১। ইবনে হাব্বান
৩২। মেরাত শরহে মেশকাত
৩৩। কিতাবুল ইনতেয়াব ফি মারেফাতিল আসহাব
৩৪। ফতোয়ায়ে রজভীয়া
৩৫। হেদায়া
৩৬। আহছানুল মোবাররাত
৩৭। নূরুচ্ছুদুর
৩৮। তারীখে বোগদাদ
৩৯। জা'আদুল মা'আদ
৪০। ফয়সালায়ে হাফ্ত মাসয়ালা
৪১। ইহ্য়াউল উলুম
৪২। ছিফাতুস্ ছাফওয়া
৪৩। কিতাবুর রূহ
৪৪। ইবনে আসাকের
৪৫। শরহুছ ছুদুর
৪৬। রওজুর রায়্যাহিন
৪৭। মাদারিজুন নবুয়্যত
৪৮। মা'আরেজুন নবুয়্যত
৪৯। রিয়াজুল আজহার
৫০। মিরকাত
৫১। উয়ুনুল হেকায়ত
৫২। কিতাবুল মদিনা
৫৩। দ্বিবাজ
৫৪। আহ্বারুল কোরআন
৫৫। তাজকিরাতুল আউলিয়া
৫৬। কিতাবুজ্ জুহ্দ
৫৭। ফতোয়ায়ে আলমগীরি
৫৮। দুররুল মোখতার
৫৯। ফতোয়ায়ে শামী
৬০। রদ্দুল মোখতার
৬১। ফতোয়ায়ে আজিজিয়া
৬২। কিতাবুল আযকার
৬৩। আল ইনতিবাহ ফি সালাছিলে আউলিয়ায়িল্লাহ্
৬৪। গুলজারে শরীয়ত
৬৫। জা'আল হক্ব (২য় খণ্ড- বাংলা)
৬৬। আল হরফুল হাসান
৬৭। বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খণ্ড (বাংলা)
৬৮। গুণিয়া
৬৯। ফতহুল ক্বদীর
৭০। মিফতাহুস সালাত
৭১। খোলাছাতুল ফাতাহ্
৭২। কাশফুল ইজার
৭৩। আখবারুল আখয়ার
৭৪। উহ্দুল মাশায়েখ
৭৫। ছগীরী
৭৬। জওহেরা
৭৭। মরনেকি বা'দ কিয়া হুগা
৭৮। তাহজীরুন্নাছ
৭৯। শওকে ওতান

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com